আদি-লীলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ। তরেন্নানামতগ্রাহ-ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

দ্বিতীয়ে বস্তুনির্দ্দেশরূপ-মঙ্গলাচরণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপণং বর্ণ্যতে শ্রীচৈতন্যেত্যাদিনা। বালোঽপি অজ্ঞোঽপি পক্ষে শিশুরপি নানামতং সারাসার-প্রাচুর্য্যং তদেব গ্রাহঃ কুম্ভীরস্তেন ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ পারং গচ্ছেৎ। অত্রায়-মাশয়ঃ, তত্ত্ববিচারে অহমজ্ঞোঽপি শ্রীচৈতন্যানুগ্রহেণ কুতর্কাদীন্ নিরাকৃত্য তস্যৈব শ্রীচৈতন্যদেবস্য সকল-সিদ্ধান্ত-পারগতং পরতত্ত্বত্বং বর্ণয়ামীতি। যদনুগ্রহেণ তত্ত্বং বর্ণ্যতে তস্যৈব মাহাত্ম্যং প্রকাশয়িতুং কৃতমত্র বন্দনং ন তু বিঘ্ন-নাশায়েতি। সর্ব্বত্রৈব তত্তন্মাহাত্ম্য-প্রকাশকং বন্দনমিতি যোজ্যম্। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণাত্মক তৃতীয়-শ্লোকের (যদদ্বৈতং ইত্যাদি শ্লোকের) তাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। বালঃ (বালক, অজ্ঞ) অপি (ও) যদনুগ্রহাৎ (যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের—অনুগ্রহে) নানামতগ্রাহব্যাপ্তং (নানাবিধ-মতরূপ কুম্ভীর দ্বারা ব্যাপ্ত) সিদ্ধান্তসাগরং (সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র) তরেৎ (উত্তীর্ণ হয়), [তং] (সেই) শ্রীচৈতন্যপ্রভুং (শ্রীচৈতন্য প্রভুকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে বালকের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিও নানাবিধ-মতরূপ কুম্ভীর-পূর্ণ সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি। ১।

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরতত্ত্বত্ব স্থাপন করিয়াছেন। পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত আছে, এই সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরতত্ত্বত্ব স্থাপন করা এক কঠিন ব্যাপার; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের কৃপা হইলে এই কঠিন ব্যাপারও নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে। তাই, এই সমস্ত মতের জটিলতা স্মরণ করিয়া তাহাদের সমাধানের অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার এই শ্লোকে ভঙ্গীক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

নানামত-গ্রাহব্যাপ্তং। নানামত—নানাবিধ মত, পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে। গ্রাহ—কুম্ভীর। নানামতরূপগ্রাহ (কুম্ভীর), তদ্দ্বারা ব্যাপ্ত (পরিপূর্ণ) যে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

সিদ্ধান্তসমুদ্রং—সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র। **সিদ্ধান্ত**—পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনপূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষ স্থাপন। সমুদ্র যেমন সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তদ্রূপ কোনও বিষয়ের—বিশেষতঃ পরতত্ত্বের—মীমাংসায়ও সহজে উপনীত হওয়া যায় না; এজন্য সিদ্ধান্তকে সমুদ্রের তুল্য বলা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত-সমুদ্র আবার নানামত-গ্রাহব্যাপ্ত। অত্যন্ত বিস্তীর্ণ বলিয়া সমুদ্র একেইতো দুস্তর; তাহাতে যদি আবার কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তু সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে সমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টায় পদে পদেই বিপদের আশঙ্কা। তদ্রূপ পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই এক দুরূহ ব্যাপার; তাহাতে আবার পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকায় ঐ দুরূহতা আরও গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও কোনও নিশ্চিত-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলি-হংসচক্রমধুপ-শ্রেণীবিহারাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীচৈতন্যলীলাকথা-গানাদিরুচিং বিনা তস্য তত্ত্বং ন জ্ঞায়ত ইতি তং প্রার্থয়তে "কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনেতি।" যৎ কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনং নামাদীনামুচ্চৈর্জল্পনং তেন সহ যা নর্ত্তন-কলা নৃত্য-বৈদগ্ধী সা পাথোজনিঃ পাথো জলং তত্র জনিঃ জন্ম যেষাং পদ্ম-কুমুদাদীনাং তৈ র্ভ্রাজিতা শোভিতা। সন্তঃ প্রোজ্ঝিতমোক্ষ-পর্য্যন্তকৈতবাঃ সাধবঃ তে চ তে ভক্তাশ্চ এতেন কর্ম্মিপ্রভৃতয়ঃ নিরাকৃতাঃ তেষাং যা আবলয়ঃ সমূহাঃ তা এব হংস-চক্র-মধুপশ্রেণ্যঃ কনিষ্ঠ-মধ্যমোত্তমাঃ ভক্তাঃ ইত্যর্থঃ তাসাং বিলাসস্থানম্। লসন্তী প্রকাশমানা যা লীলা সৈব সুধাস্বর্ধুনী অমৃত-মন্দাকিনী। ইতি চক্রবর্ত্তী। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কথা তো দূরে, অজ্ঞ বালকও বিভিন্নমতের নিরসনপূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। পরতত্ত্ব স্বপ্রকাশ বস্তু; তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে তাঁহার তত্ত্ব জানান, একমাত্র তিনিই তাহা জানিতে পারেন; আবার বহু-শাস্ত্র-আলোচনাদ্বারাও তাহা কেহ জানিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরতত্ত্ব-বস্তু; তিনি কৃপা করিয়া যদি শিশুর চিত্তেও স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহা হইলে শিশুও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে।

গ্রাহ বা কুম্ভীরের সঙ্গে বিভিন্ন মতের উপমা দেওয়ার সার্থকতা এই যে, কুম্ভীর যেমন সমুদ্র-যাত্রীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, এই সমস্ত বিভিন্ন মতও স্ব-স্ব-যুক্তি আদি দ্বারা পরতত্ত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা-প্রার্থীকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করে।

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বস্তু নির্দ্দেশও করা হইল।

শ্লো। ২। অন্বয়। দয়ানিধে (হে দয়ার সমুদ্র) শ্রীচৈতন্য! (হে শ্রীচৈতন্য)! কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন-কলা-পাথোজনি-ভ্রাজিতা (শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন, গান এবং নর্ত্তনের বৈদগ্ধীরূপ কমলের দ্বারা পরিশোভিত) সদ্ভক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদং (সাধু-ভক্ত-মণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক্ ও ভ্রমরসমূহের বিহার-স্থান স্বরূপ) কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ (কর্ণের আনন্দদায়ক মধুর ও অস্ফুট ধ্বনিবিশিষ্ট) তব (তোমার) লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী (সমুজ্জ্বল-লীলারূপ অমৃত-মন্দাকিনী) মে (আমার) জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে (জিহ্বারূপ মরুভূমিতে) বহতু (প্রবাহিত হউক)।

অনুবাদ। হে দয়ার সমুদ্র শ্রীচৈতন্য! যাহা তোমার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের, গানের এবং নর্ত্তনের পারিপাট্যরূপ পদ্মসমূহ দ্বারা সুশোভিত; যাহা সাধুভক্ত-মণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর-সমূহের বিহার-স্থান এবং যাহার মধুর ও অস্ফুটধ্বনি শ্রবণযুগলের আনন্দদায়ক,—তোমার সেই সমুজ্জ্বল-লীলারূপ অমৃত-মন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ মরুভূমিতে প্রবাহিত হউক। ২।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন প্রভুর লীলাকথা তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। এইরূপ প্রার্থনার উদ্দেশ্য কি? এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তত্ত্বই বর্ণন করিয়াছেন, লীলাবর্ণন করেন নাই। যদি লীলা বর্ণন করিতেন, তাহা হইলে বর্ণনারম্ভে লীলা-স্ফুরণের প্রার্থনা সমীচীনই হইত; কিন্তু তাহা যখন করেন নাই, তখন এইরূপ প্রার্থনা করিলেন কেন?

পূর্ব্বশ্লোকের সহিত এই শ্লোকের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব-বর্ণনের অভিপ্রায়ে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে; তাহার অব্যবহিত পরেই, জিহ্বাতে লীলাকথা স্ফুরণের প্রার্থনায় স্পষ্টই বুঝা যায়, তত্ত্ব বর্ণনোপযোগিনী কৃপা লাভ করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্ত্তন আবশ্যক; শ্রীচৈতন্যের লীলাকীর্ত্তন করিতে পারিলেই তাঁহার কৃপা লাভ করা যায়—যে কৃপার প্রভাবে তাঁহার তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিত ও উপলব্ধ হইতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের নাম রূপ-গুণ-লীলাদি, কোনও জীবই নিজের চেষ্টায় নিজের জিহ্বাদ্বারা কীর্ত্তন করিতে পারে না। যদি কেহ সেবোন্মুখ হইয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নামরূপ-লীলাদি কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নাম-গুণাদি নিজেরাই কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার জিহ্বাদিতে স্ফুরিত হয়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূ ২।১০৯॥" লীলাকথাদি কৃপা করিয়া স্বয়ং জিহ্বায় স্ফুরিত না হইলে কেহই কীর্ত্তন করিতে পারে না; তাই গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন —লীলাকথা যেন তাঁহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়।

জীব নিজের চেষ্টায় নিজের জিহ্বার সাহায্যে ভগবল্লীলাদি কীর্ত্তন করিতে পারে না বলিয়াই গ্রন্থকার তাঁহার জিহ্বাকে মরুভূমির তুল্য বলিয়াছেন—**জিহ্বা-মরু-প্রাঙ্গণে**। মরুভূমিতে যেমন কোনও নদী থাকে না, তাঁহার জিহ্বায়ও তেমনি লীলাকথা নাই—জিহ্বা নিজের চেষ্টায় লীলাকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। কোন নদী যদি আপনা-আপনি মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে যেমন শুষ্ক মরুভূমিও জলময় ও সরস হইয়া উঠে, তদ্রূপ লীলাকথা কৃপা করিয়া যদি জিহ্বায় স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে—স্বভাবতঃ লীলাকীর্ত্তনের অযোগ্য, (সুতরাং লীলারসের স্পর্শশূন্য) নিরস-জিহ্বাও লীলাকীর্ত্তন করিয়া সরস ও ধন্য হইতে পারে। লৌহের নিজের দাহিকা শক্তি নাই; কিন্তু অগ্নিসংস্পর্শে লৌহ যেমন দাহিকা-শক্তি লাভ করে, তদ্রূপ জীবের জিহ্বায় স্বরূপতঃ লীলাদি-কীর্ত্তনের শক্তি না থাকিলেও লীলাদির কৃপায় জিহ্বা তাহা লাভ করিয়া থাকে।

লীলাকথাটিকে **স্বধুনী** বা স্বর্গীয়-গঙ্গা বা মন্দাকিনীর তুল্য বলা হইয়াছে। এই তুলনায় সার্থকতা এই যে, মন্দাকিনী যেমন পবিত্র, অপবিত্র বস্তুর স্পর্শেও যেমন মন্দাকিনীর পবিত্রতা নষ্ট হয় না, বরং তাহাতে অপবিত্র বস্তুই পবিত্র হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের লীলাকথাও স্বরূপতঃ পবিত্র, বিষয়-বার্ত্তার স্পর্শ-হেতু অপবিত্র জিহ্বার সংশ্রবেও লীলাকথার পবিত্রতা নষ্ট হয় না, বরং লীলাকথার স্পর্শেই জিহ্বা এবং জিহ্বার অধিকারী জীব পবিত্র হইয়া যায়।

লীলাকথাকে আবার **সুধাস্বধুনী** বা অমৃত-মন্দাকিনী বলা হইয়াছে। মন্দাকিনীতে থাকে জল, তাহা তত আস্বাদ্য নহে; কিন্তু লীলা-কথারূপ মন্দাকিনীতে সাধারণ জল নাই, আছে অমৃত; ইহা অমৃতে পরিপূর্ণ। তাৎপর্য্য এই যে, লীলাকথা পবিত্র তো বটেই, অধিকন্তু অমৃতের ন্যায় সুস্বাদ; কীর্ত্তনে অরুচি জন্মে না, বরং উত্তরোত্তর আগ্রহই বর্দ্ধিত হয়।

লীলা-মন্দাকিনীর একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—**লসৎ**—সতত-প্রকাশমান, সমুজ্জ্বল। ইহার সার্থকতা এই; মরুভূমির উপর দিয়া যদি কোনও নদী প্রবাহিত হইতে থাকে, তবে তাহা হয়তঃ মরুভূমি দ্বারা শোষিত হইয়া অদৃশ্য বা অপ্রকাশ হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই সতত-প্রকাশশীল—সমুজ্জ্বল লীলাপ্রবাহ জিহ্বারূপ মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও কখনও বিশুষ্ক বা অপ্রকাশ হইবে না; কারণ, ইহা সতত প্রকাশমান।

শ্রীচৈতন্যের লীলা-মন্দাকিনীর আরও কয়েকটী লক্ষণ এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সেই গুলি এই :—

প্রথমতঃ, ইহা **কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন-কলাপাথোজনি-ভ্রাজিতা**। মন্দাকিনীতে যেমন পদ্ম থাকে, লীলারূপ-মন্দাকিনীতেও তদ্রূপ পদ্ম আছে; কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনের বৈদগ্ধী, গানের বৈদগ্ধী এবং নৃত্যের বৈদগ্ধীই লীলা-মন্দাকিনীর পদ্মতুল্য। **কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন**—শ্রীকৃষ্ণ-নামের উচ্চ উচ্চারণ। **গান**—শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক গান। **নর্ত্তন**—গানকালে নৃত্য। **কলা**—কৌশল, বৈদগ্ধী। **পাথোজনি**—পাথো অর্থ জল, জলে জন্ম যাহার তাহাকে বলে পাথোজনি; পদ্ম। **ভ্রাজিতা**—শোভিতা। নানাবিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে যেমন মন্দাকিনীর শোভা বৃদ্ধি পায়; তদ্রূপ, প্রভু-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাদির উচ্চ উচ্চারণ, প্রভুকর্ত্তৃক গীত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক গান এবং গান-সময়ে প্রভুর নৃত্যাদির বৈদগ্ধীদ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার মাধুরীও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মর্ম্মার্থ এই যে, কৃষ্ণনামাদির উচ্চকীর্ত্তনে, রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনে এবং কীর্ত্তনকালে নর্ত্তনে প্রভু যে অপূর্ব্ব বৈদগ্ধী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার লীলা পরম মনোরম হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই লীলামন্দাকিনী, **সদ্‌ভক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদ**। মন্দাকিনীতে যেমন হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর-সমূহ দলে দলে বিচরণ করে, প্রভুর লীলারূপ মন্দাকিনীতেও ভক্তরূপ হংসাদি বিচরণ করিয়া থাকেন।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥ ২
যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্,—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ,—তিন বিধেয়-চিহ্ন ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সদ্‌ভক্ত—সাধুভক্ত; মোক্ষবাসনা-পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যে সমস্ত ভক্ত কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা-বাসনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহারা। **সদ্‌ভক্তাবলি**—ঐরূপ সাধুভক্ত-সমূহ। **চক্র**—চক্রবাক; একরকম পক্ষী; ইহারা দিবাভাগে জলে থাকে। **মধুপ**—ভ্রমর, যাহারা মধুপান করিয়া জীবনধারণ করে। **শ্রেণী**—সমূহ। **হংস-চক্র-মধুপ-শ্রেণী**—হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর সকল। **বিহারাস্পদ**—বিহারের স্থান (লীলামন্দাকিনী)। লীলামন্দাকিনী, সাধুভক্তরূপ হংস-চক্রবাক-ভ্রমর-সমূহের বিহার-স্থান। হংসাদি যেমন সর্ব্বদাই জলে বিহার করে ও বিহার করিয়া আনন্দ পায়, রসিক-ভক্তগণও তদ্রূপ সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা আলোচনা ও আস্বাদন করেন এবং আস্বাদন করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন, ইহাই মর্ম্মার্থ। হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর—এই তিন শ্রেণীর জীবের সঙ্গে ভক্তগণের তুলনা দেওয়ায় কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম এই তিন শ্রেণীর ভক্তই সূচিত হইয়াছে। কনিষ্ঠ-অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারী—এই তিন শ্রেণীর ভক্তই শ্রীচৈতন্যের অমৃতময়ী-লীলা আস্বাদন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। "হংস-চক্র-মধুপ-শ্রেণ্যঃ কনিষ্ঠ-মধ্যমোত্তমাঃ ভক্তাঃ ইত্যর্থঃ। ইতি শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ।"

তৃতীয়তঃ, এই লীলামন্দাকিনী, **কর্ণানন্দি-কলধ্বনিঃ**। মন্দাকিনীর জলপ্রবাহে যেমন মৃদু-মধুর অস্ফুটধ্বনি হয়, লীলামন্দাকিনীর প্রবাহেও তদ্রূপ ধ্বনি আছে। লীলাকথা যে সমস্ত শব্দে প্রকাশিত হয়, সে সমস্ত শব্দই এই মধুর ধ্বনি, তাহার শ্রবণেই কর্ণে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। এই লীলাকথা অত্যন্ত শ্রুতি-মধুর—ইহাই তাৎপর্য্য।

এতাদৃশী লীলামন্দাকিনী জিহ্বারূপ মরুভূমিতে একবার মাত্র স্ফূরিত হইয়াই যে অন্তর্হিত হইবে—এইরূপ প্রার্থনা গ্রন্থকার করেন নাই। **বহতু**—গঙ্গাধারার ন্যায় লীলার ধারা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে জিহ্বায় প্রবাহিত হইবে—ইহাই প্রার্থনা।

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র এবং শ্রীশ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ইহারা সকলেই সর্ব্বোৎকর্ষে জয়যুক্ত হউন। এই বাক্যে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য-বিষয়ে শ্রোতাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন (১।১।১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২। **তৃতীয় শ্লোকের**—প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত মঙ্গলাচরণের তৃতীয় (যদদ্বৈতং ইত্যাদি) শ্লোকের। **করি বিবরণ**—বিবরণ—বিবৃত করি; ব্যাখ্যা করি। **বস্তুনির্দ্দেশরূপ** ইত্যাদি—তৃতীয় শ্লোকের স্বরূপ বলিতেছেন; ইহা বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের শ্লোক; মঙ্গলাচরণের এই শ্লোকে, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বস্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩। এক্ষণে "যদদ্বৈতং" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকদের উপাস্যতত্ত্বও বিভিন্ন। কেহ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেহ জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মার উপাসনা করেন, আবার কেহ বা ভগবানের উপাসনা করেন। তাই, ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান—এই তিন রকমের উপাস্যের কথা প্রায় সকলেই জানেন; এই তিনটী শব্দও প্রায় সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এই তিনটী তত্ত্বের স্বরূপ কি, তাহা অনেকেই জানেন না। "যদদ্বৈতং" শ্লোকে এই তিনটী তত্ত্বের স্বরূপও বলা হইয়াছে।

অনুবাদ কহি পাছে বিধেয়-স্থাপন। সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রহ্মের স্বরূপ এই যে, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি; এইরূপে, আত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ এবং ভগবান্ (নারায়ণ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ—বিলাস-স্বরূপ (পরবর্ত্তী ১৫শ ও ২০শ পয়ার এবং ৪৫—৪৭ পয়ারের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই "যদদ্বৈতং" শ্লোকস্থ ভগবান্ শব্দের লক্ষ্য এবং এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ—বিলাস-স্বরূপ)। অঙ্গকান্তি, অংশ এবং স্বরূপ (অভিন্ন-স্বরূপ) এই তিনটী শব্দ হইল ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের স্বরূপ-প্রকাশক বা পরিচয়-জ্ঞাপক। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এবং তাঁহাদের পরিচয়-জ্ঞাপক অঙ্গকান্তি, অংশ এবং স্বরূপ এই ছয়টী শব্দের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ ব্রহ্মকে, যোগমার্গের উপাসকগণ পরমাত্মাকে এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে পরতত্ত্ব বলেন। যদদ্বৈতং শ্লোকের আলোচনাদ্বারা গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, ইহারা কেহই পরতত্ত্ব নহেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পরতত্ত্ব, ইহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব-বিশেষমাত্র। ভগবান্-শব্দে পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎস্বরূপকে বুঝাইলেও এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের অধিপতি পরব্যোমনাথ নারায়ণই—যিনি রামানুজ-সম্প্রদায়ের উপাস্য, তিনিই—এই শ্লোকস্থ ভগবান্-শব্দের লক্ষ্য; পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে রামানুজ-সম্প্রদায়ের মত খণ্ডনের নিমিত্তই বোধ হয় গ্রন্থকার ভগবান্-শব্দে কেবল নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ, নারায়ণের পরতত্ত্বত্ব খণ্ডিত হইলে পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের পরতত্ত্বত্ব অনায়াসেই খণ্ডিত হইয়া যায়।

অনুবাদ— "অনুবাদ কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত। ১।২।৬২॥" যাহা জানা আছে, তাহাকে অনুবাদ বলে। **বিধেয়**—যাহা জানা নাই, তাহাকে বিধেয় বলে। "বিধেয় কহি তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত। ১।২।৬২" অনুবাদ ও বিধেয় এই দুইটী শব্দ এস্থলে পূর্ব্বোক্ত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুবাদ ও বিধেয় বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যেমন, একজন ব্রাহ্মণ রাস্তায় চলিয়া যাইতেছেন; তাঁহার উপবীতাদি দেখিয়া সকলেই জানিলেন যে, ইনি ব্রাহ্মণ; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কোনও কথাই তাঁহার সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারিলেন না; এমন সময় অপর একজন লোক আসিলেন, তিনি জানেন যে ঐ ব্রাহ্মণটী পরম-পণ্ডিত। তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই ব্রাহ্মণটী পরম পণ্ডিত।" এই বাক্যে ব্রাহ্মণ-শব্দটী হইল অনুবাদ; কেননা, লোকটী যে ব্রাহ্মণ ইহা সকলেই জানেন। আর পণ্ডিত-শব্দটী হইল বিধেয়; কারণ ব্রাহ্মণটী যে পরম পণ্ডিত, ইহা কেহই জানিতেন না।

এইরূপে "যদদ্বৈতং" শ্লোকে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দ অনুবাদ বা জ্ঞাতবস্তু; আর অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটী শব্দ বিধেয় বা অজ্ঞাতবস্তু।

অঙ্গপ্রভা—অঙ্গের কান্তি; শ্লোকস্থ "তনুভা"-শব্দের অর্থ অঙ্গকান্তি; তনুর (শরীরের) ভা (কান্তি, প্রভা)।

অংশ—শ্লোকস্থ "অংশবিভব" শব্দের মর্ম্ম।

স্বরূপ—অভিন্ন-স্বরূপ, বিলাস-স্বরূপ। ইহা শ্লোকস্থ "ভগবান্" শব্দের তাৎপর্য্য; এই ভগবান্‌কে ১৫শ পয়ারে "নারায়ণ," ২০শ পয়ারে "স্বরূপ অভেদ" বা অভিন্ন-স্বরূপ এবং ৪৭শ পয়ারে "বিলাস" বলা হইয়াছে।

৪। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দকে কেন অনুবাদ বলা হইল এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ এবং স্বরূপ এই তিনটী শব্দকে কেন বিধেয় বলা হইল, তাহা এই পয়ারে বলা হইতেছে।

অনুবাদ কহি—অনুবাদ কহিয়া; অনুবাদবাচক (জ্ঞাতবস্তুজ্ঞাপক) শব্দগুলি বলিয়া। **পাছে**—পশ্চাতে, শেষে; অনুবাদ-বাচক শব্দের পরে। **বিধেয়-স্থাপন**—বিধেয়বাচক (অজ্ঞাতবস্তুবাচক বা অনুবাদের বিশেষ পরিচয়-বাচক) শব্দের উল্লেখ। বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান এই যে, আগে অনুবাদ-বাচক শব্দ

অনুবাদ কহি পাছে বিধেয়-স্থাপন। সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রহ্মের স্বরূপ এই যে, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি; এইরূপে, আত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ এবং ভগবান্ (নারায়ণ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ—বিলাস-স্বরূপ (পরবর্ত্তী ১৫শ ও ২০শ পয়ার এবং ৪৫—৪৭ পয়ারের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই "যদদ্বৈতং" শ্লোকস্থ ভগবান্ শব্দের লক্ষ্য এবং এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্ন-স্বরূপ—বিলাস-স্বরূপ)। অঙ্গকান্তি, অংশ এবং স্বরূপ (অভিন্ন-স্বরূপ) এই তিনটী শব্দ হইল ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের স্বরূপ-প্রকাশক বা পরিচয়-জ্ঞাপক। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এবং তাঁহাদের পরিচয়-জ্ঞাপক অঙ্গকান্তি, অংশ এবং স্বরূপ এই ছয়টী শব্দের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ ব্রহ্মকে, যোগমার্গের উপাসকগণ পরমাত্মাকে এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে পরতত্ত্ব বলেন। যদদ্বৈতং শ্লোকের আলোচনাদ্বারা গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, ইঁহারা কেহই পরতত্ত্ব নহেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পরতত্ত্ব, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব-বিশেষমাত্র। ভগবান্-শব্দে পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎস্বরূপকে বুঝাইলেও এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের অধিপতি পরব্যোমনাথ নারায়ণই—যিনি রামানুজ-সম্প্রদায়ের উপাস্য, তিনিই—এই শ্লোকস্থ ভগবান্-শব্দের লক্ষ্য; পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে রামানুজ-সম্প্রদায়ের মত খণ্ডনের নিমিত্তই বোধ হয় গ্রন্থকার ভগবান্-শব্দে কেবল নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ, নারায়ণের পরতত্ত্বত্ব খণ্ডিত হইলে পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের পরতত্ত্বত্ব অনায়াসেই খণ্ডিত হইয়া যায়।

অনুবাদ— "অনুবাদ কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত। ১।২।৬২॥" যাহা জানা আছে, তাহাকে অনুবাদ বলে। **বিধেয়**—যাহা জানা নাই, তাহাকে বিধেয় বলে। "বিধেয় কহি তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত। ১।২।৬২" অনুবাদ ও বিধেয় এই দুইটী শব্দ এস্থলে পূর্ব্বোক্ত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুবাদ ও বিধেয় বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যেমন, একজন ব্রাহ্মণ রাস্তায় চলিয়া যাইতেছেন; তাঁহার উপবীতাদি দেখিয়া সকলেই জানিলেন যে, ইনি ব্রাহ্মণ; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কোনও কথাই তাঁহার সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারিলেন না; এমন সময় অপর একজন লোক আসিলেন, তিনি জানেন যে ঐ ব্রাহ্মণটী পরম-পণ্ডিত। তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই ব্রাহ্মণটী পরম পণ্ডিত।" এই বাক্যে ব্রাহ্মণ-শব্দটী হইল অনুবাদ; কেননা, লোকটী যে ব্রাহ্মণ ইহা সকলেই জানেন। আর পণ্ডিত-শব্দটী হইল বিধেয়; কারণ ব্রাহ্মণটী যে পরম পণ্ডিত, ইহা কেহই জানিতেন না।

এইরূপে "যদদ্বৈতং" শ্লোকে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দ অনুবাদ বা জ্ঞাতবস্তু; আর অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটী শব্দ বিধেয় বা অজ্ঞাতবস্তু।

অঙ্গপ্রভা—অঙ্গের কান্তি; শ্লোকস্থ "তনুভা"-শব্দের অর্থ অঙ্গকান্তি; তনুর (শরীরের) ভা (কান্তি, প্রভা)।

অংশ—শ্লোকস্থ "অংশবিভব" শব্দের মর্ম্ম।

স্বরূপ—অভিন্ন-স্বরূপ, বিলাস-স্বরূপ। ইহা শ্লোকস্থ "ভগবান্" শব্দের তাৎপর্য্য; এই ভগবান্‌কে ১৫শ পয়ারে "নারায়ণ," ২০শ পয়ারে "স্বরূপ অভেদ" বা অভিন্ন-স্বরূপ এবং ৪৭শ পয়ারে "বিলাস" বলা হইয়াছে।

৪। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দকে কেন অনুবাদ বলা হইল এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ এবং স্বরূপ এই তিনটী শব্দকে কেন বিধেয় বলা হইল, তাহা এই পয়ারে বলা হইতেছে।

অনুবাদ কহি—অনুবাদ কহিয়া; অনুবাদবাচক (জ্ঞাতবস্তুজ্ঞাপক) শব্দগুলি বলিয়া। **পাছে**—পশ্চাতে, শেষে; অনুবাদ-বাচক শব্দের পরে। **বিধেয়-স্থাপন**—বিধেয়বাচক (অজ্ঞাতবস্তুবাচক বা অনুবাদের বিশেষ পরিচয়-বাচক) শব্দের উল্লেখ। বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান এই যে, আগে অনুবাদ-বাচক শব্দ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বসাইতে হয়, তারপর বিধেয়-বাচক শব্দ বসাইতে হয়; অনুবাদ না বলিয়া কখনও বিধেয় বলিবে না—"অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।" এই বিধান স্মরণ রাখিয়াই কোনও বাক্যের অর্থ করিতে হয়। এই বিধানানুসারে "ব্রহ্মেতং" শ্লোকের বিচার করিলে দেখা যায়, প্রথম চরণে বলা হইয়াছে "উপনিষদে যে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, সেই ব্রহ্ম ইহার অঙ্গকান্তি (তনুভা)।"—এই বাক্যে প্রথমে "ব্রহ্ম" শব্দের উল্লেখ আছে, তারপর "অঙ্গকান্তি" শব্দের উল্লেখ; সুতরাং ব্রহ্ম-শব্দ হইল অনুবাদ, আর অঙ্গকান্তি-শব্দ হইল বিধেয়। এইরূপে দ্বিতীয় চরণের আত্মা-শব্দ অনুবাদ, অংশ-শব্দ বিধেয় এবং তৃতীয় চরণের ভগবান্ শব্দ অনুবাদ, আর "ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণঃ" শব্দে ব্যক্ত স্বরূপ-শব্দ বিধেয়; কারণ, আত্মা-শব্দের পরে অংশ-শব্দের উল্লেখ এবং ভগবান্-শব্দের পরে স্বরূপ-শব্দের প্রয়োগ। এইরূপে বাক্য-রচনাভঙ্গী হইতেই বুঝা যায়, ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী জ্ঞাতবস্তু এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ এই তিনটী অজ্ঞাতবস্তু।

সুতরাং "যিনি ব্রহ্ম, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ-কান্তি" এইরূপ অর্থই শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু "যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি, তিনি ব্রহ্ম"—এইরূপ অর্থ সমীচীন হইবে না; কারণ, শেষোক্ত বাক্যে বিধেয় (অঙ্গকান্তি) আগে উল্লিখিত হইয়াছে; ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্লোকের অন্যান্য অংশের অর্থও এই ক্রমে করিতে হইবে।

সেই অর্থ—"আগে অনুবাদ, তার পরে বিধেয় বসাইতে হইবে" এই নিয়মানুসারে উক্ত শ্লোকের যে অর্থ হয়, সেই অর্থ (ব্যাখ্যা)। **শাস্ত্র-বিবরণ**—শাস্ত্রবিবৃতি। "অনুবাদ ও বিধেয়ের উল্লেখের ক্রম-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিধান আছে, সেই বিধানানুসারে উক্ত শ্লোকের যে অর্থ হয়, তাহা তত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রেরও অনুমোদিত; আমি (গ্রন্থকার) সেই অর্থ বলিতেছি; সকলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।" এইরূপে শ্লোকব্যাখ্যার রীতির কথা বলিয়া পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে শ্লোকটীর অর্থ করিয়াছেন (গ্রন্থকার)।

প্রাচীন-গ্রন্থের আলোচনা-কালে একটী কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীনকালে, অথবা গ্রন্থরচনার সময়ে, বাক্যরচনা-সম্বন্ধে যে রীতি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থকারও সেই রীতিতেই তাঁহার গ্রন্থে শব্দ স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে ঐ রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহার বাক্যের অর্থ করিতে হইবে। সেই রীতিকে উপেক্ষা করিয়া অর্থ করিতে গেলে একটা কিছু অর্থ পাওয়া গেলেও তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত অর্থ না হইতেও পারে। গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ-সম্বন্ধেও ঐ রীতি; গ্রন্থকারের সময়ে যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইত, সেই শব্দের সেই অর্থই ধরিতে হইবে; ঐ শব্দের আধুনিক অর্থ যদি অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে, আধুনিক অর্থদ্বারা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইবে না। (৩-৪ পয়ার ঝামটপুরের গ্রন্থে নাই)।

৫। ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ যথাক্রমে যাঁহার অঙ্গকান্তি, অংশ ও স্বরূপ—শ্লোক-ব্যাখ্যার উপক্রমে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্বই সংক্ষেপে বলিতেছেন, তিন পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-বর্ণনার উপক্রমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বলিতেছেন; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব না জানিলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-তত্ত্ব জানা যাইবে না; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্—যিনি সকলের মূল, যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, তিনিই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীভা ১।৩।২৮॥" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১॥" "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্। গো, তা, শ্রুতি পূ ৩॥" ভগবান্-শব্দে পরতত্ত্বের সবিশেষত্ব সূচিত হইতেছে।

পরতত্ত্ব—শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, সকলের মূলতত্ত্ববস্তু। **পূর্ণজ্ঞান**—পূর্ণতম জ্ঞানতত্ত্ব; অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। চিদ্বস্তুকে জ্ঞান বলে; "জ্ঞানং চিদেকরূপম্—সন্দর্ভঃ।" যিনি কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ, যাঁহাতে অ-চিৎ বা জড়বস্তু মোটেই নাই,

'নন্দসুত' বলি যারে ভাগবতে গাই।
সে-ই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৬

প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম—
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্ ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনিই জ্ঞান-স্বরূপ। পূর্ণ-শব্দে স্বয়ংসিদ্ধত্ব সূচিত হইতেছে; যিনি কোনও বিষয়েই কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাকেই পূর্ণ বলা যায়; তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন, তাঁহাকে পূর্ণ বলা যায় না; কারণ, তাঁহার অভাব আছে এবং অভাব আছে বলিয়াই অন্যাপেক্ষা। সুতরাং পূর্ণজ্ঞান-শব্দে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য চিদেক-স্বরূপকেই বুঝাইতেছে। **পূর্ণানন্দ**—পূর্ণতম আনন্দ; আনন্দস্বরূপ। **পরম-মহত্ত্ব**—পরম-শ্রেষ্ঠবস্তু; বিভুবস্তু; স্বরূপে, শক্তিতে এবং শক্তির কার্য্য লীলায়, ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা সকল প্রকারে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব।

এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; তিনি বিভু, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব এবং স্বরূপে, শক্তিতে ও শক্তির কার্য্যে—ঐশ্বর্য্যে—ও মাধুর্য্যে তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তিনি নিজে অনাদি, কিন্তু সকলের আদি মূল।

৬। **নন্দসুত**—শ্রীনন্দ-মহারাজার পুত্র। **ভাগবতে গাই**—শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কীর্ত্তিত হয়েন। যিনি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব, সান্দ্রানন্দ-বিগ্রহ, যিনি স্বয়ং ভগবান্ এবং পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাকে নন্দসুত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি স্বয়ং ভগবান্, তিনি কিরূপে "নন্দসুত" হইতে পারেন? "নন্দসুত" বলিলেই বুঝা যায়, তাঁহার অস্তিত্বের নিমিত্ত তিনি "নন্দের" অপেক্ষা রাখেন; সুতরাং তিনি স্বয়ং ভগবান্ কিরূপে হইতে পারেন? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ ভগবান্ও বটেন, আবার তিনি নন্দসুতও বটেন। ইহার সমাধান এই। শ্রুতি তাঁহাকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ।" রস-শব্দের দুই অর্থ—আস্বাদ্য রস এবং রস-আস্বাদক রসিক (রস্যতে ইতি রসঃ এবং রসয়তি ইতি রসঃ)। রস-রূপে তিনি আস্বাদ্য এবং রসিক-রূপে তিনি আস্বাদক। কি আস্বাদন করেন তিনি? তিনি আস্বাদন করেন—লীলারস; তাই শ্রুতিও তাঁহাকে লীলা-পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—"কৃষ্ণোবৈ পরমং দৈবতম্। গোঃ তাঃ পূ। ৩॥" দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া বা লীলা; দৈবতম্ অর্থ লীলাপরায়ণ। অনাদিকাল হইতেই তিনি লীলাপুরুষোত্তম, সুতরাং অনাদিকাল হইতেই তিনি লীলা-রস আস্বাদন করিতেছেন। কিন্তু লীলা বা ক্রীড়া একজনে হয় না, লীলার সঙ্গী দরকার। শ্রুতি যখন বলিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই লীলা করিতেছেন, তখন, অনাদিকাল হইতেই যে তাঁহার লীলার সঙ্গী বা লীলা-পরিকর আছেন, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। এই সমস্ত লীলা-পরিকরও তাহা হইলে অনাদি। শ্রীকৃষ্ণ যখন পূর্ণ, অন্য-নিরপেক্ষ ও আত্মারাম, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই সমস্ত লীলা-পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র নহেন—তাঁহারা তাঁহারই অংশ বা শক্তি। বাস্তবিক, অনাদিকাল হইতেই অংশে বা শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পরিকর-রূপে-আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের পরিকরদিগের সঙ্গে চারিভাবের রস আস্বাদন করিতেছেন। বাৎসল্যরস আস্বাদনকরিতে হইলে পিতা-মাতার প্রয়োজন; তাই, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই অনাদিকাল হইতে পিতা-মাতা (নন্দ-যশোদা) রূপে এক এক স্বরূপে বিরাজিত। স্বরূপতঃ যে নন্দ-যশোদা হইতে কৃষ্ণের জন্ম, তাহা নহে; তবে প্রেম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন, নন্দ-যশোদাই তাঁহার পিতা-মাতা; তাঁহারাও মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সন্তান। তাঁহাদের আন্তরিক অনুভূতিই এইরূপ। তাই শ্রীকৃষ্ণকে নন্দসুত বা যশোদাসুত বলা হয়। নন্দসুত-শব্দ শ্রীকৃষ্ণের জন্মত্বের পরিচায়ক নহে, পরন্তু তাঁহার বাৎসল্যরস-লোলুপতারই পরিচায়ক।

৭। **প্রকাশ-বিশেষে**—আবির্ভাব-ভেদে। **তেঁহো**—সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। **ধরে তিন নাম**—তিনটী নামে অভিহিত হয়েন। ব্রহ্ম এক নাম, পরমাত্মা এক নাম, আর পূর্ণ ভগবান্ এক নাম—এই তিনটী নাম।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ "প্রকাশ-বিশেষে" তিনটী নাম ধারণ করেন, ইহাই বলা হইল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই তিনটী নাম তাঁহার একই রূপের নহে, পরন্তু তাঁহার প্রকাশ-বিশেষের বা আবির্ভাব-বিশেষের নাম। "প্রকাশ-বিশেষে" শব্দের অন্তর্গত "বিশেষ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, একই প্রকাশ বা আবির্ভাবের তিনটী নাম নহে, বিশেষ বিশেষ প্রকাশের বিশেষ বিশেষ নাম; এক রকম প্রকাশের নাম ব্রহ্ম, আর এক রকম প্রকাশের নাম পরমাত্মা, আবার আর এক রকম প্রকাশের বা আবির্ভাবের নাম পূর্ণ ভগবান্; স্বয়ংরূপের নাম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপের অতিরিক্ত এই তিনটী আবির্ভাবের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে। এই পয়ারে প্রকাশ-শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; প্রকাশ-অর্থ এস্থলে আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি। ভগবান্-শব্দের তাৎপর্য্যের পর্য্যবসান শ্রীকৃষ্ণে; এজন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলে। পরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবৎস্বরূপও ভগবান্, কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বয়ং ভগবান্ নহেন; শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাই তাঁহাদের ভগবত্তার মূল। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্বরূপ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ; তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ; তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান্ বলা হয় (১৫শ পয়ার দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্ম—শক্তিবর্গ-লক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানম্। পরতত্ত্বের (পরমকারুণিকত্বাদি) ধর্ম্ম তাঁহার শক্তিবর্গ দ্বারা লক্ষিত হয়; এই সমস্ত শক্তিবর্গ-লক্ষিত-ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল-জ্ঞানই (অর্থাৎ জ্ঞান-সত্তামাত্র বা চিৎ-সত্তা মাত্রই) ব্রহ্ম; পরতত্ত্বের যে স্বরূপে শক্তির কোনও ক্রিয়া স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, যাহা চিৎসত্তা বা আনন্দ-সত্তামাত্র, তাহাই ব্রহ্ম। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি; কিন্তু তাঁহার আবার অনন্ত স্বরূপও আছেন, অর্থাৎ শক্তি-কার্য্যের তারতম্যানুসারে তিনি অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। এই সকল অনন্ত স্বরূপের মধ্যে এমন একটী স্বরূপ আছেন, যাঁহাতে তাঁহার অনন্ত-শক্তির মধ্যে একটী শক্তির লক্ষণও স্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই, সুতরাং একটী শক্তির ধর্ম্ম বা কার্য্যও যাঁহাতে দেখা যায় না; ইহা শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষস্বরূপ অর্থাৎ ইহার এমন কোনও গুণ বা বিশেষণ নাই, যদ্দ্বারা এই স্বরূপের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। এই স্বরূপটী কেবল চিৎ-সত্তা বা আনন্দ-সত্তা মাত্র। ইহার রূপ-গুণ-লীলাদি কিছুই নাই। এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপটীর নামই ব্রহ্ম। জ্ঞানমার্গের সাধক অদ্বৈতবাদিগণ এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপেরই উপাসক। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইলেও রূঢ়ি-অর্থে তাঁহার নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকেই বুঝায়।

পরমাত্মা—অন্তর্য্যামী। অন্তর্য্যামী তিন রকমের; সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী (কারণার্ণবশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষ); ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী (গর্ভোদশায়ী পুরুষ) এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী (ক্ষীরোদশায়ী চতুর্ভুজ পুরুষ)। ইহারা সকলেই সবিশেষ, রূপ-গুণাদি-বিশিষ্ট। ইহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি (প্রথম পরিচ্ছেদের ৭—১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, সুতরাং চিচ্ছক্তি-বিশিষ্ট; কিন্তু মায়িক সৃষ্টিকার্য্যের সহিত ইহাদের সংস্রব আছে বলিয়া মায়া-শক্তি লইয়াও ইহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়; কিন্তু তথাপি ইহারা মায়াতীত, মায়া-শক্তির নিয়ন্তা মাত্র। অন্তর্য্যামী তিন রকমের হইলেও পরবর্ত্তী ১২।১৩ পয়ারের মর্ম্মে বুঝা যায়, কেবল মাত্র ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকেই এই পয়ারে লক্ষ্য করা হইয়াছে; ইনি যোগ-মার্গের উপাস্য।

পূর্ণ ভগবান্—জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্যবীর্য্য-তেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ গুর্ণাদিভিঃ॥ বিষ্ণু পুরাণ॥ যাঁহাতে অশেষ-জ্ঞান, অশেষ শক্তি, অশেষ বল, অশেষ ঐশ্বর্য্য, অশেষ বীর্য্য এবং অশেষ তেজঃ আছে, কিন্তু যাঁহাতে হেয় প্রাকৃত গুণ নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত অশেষ গুণ আছে, তিনিই ভগবান্। পরবর্ত্তী ১৫।১৬ পয়ারের মর্ম্মে বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ নারায়ণকেই এই পয়ারে পূর্ণ ভগবান্ বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-স্বরূপ, ভক্তিমার্গের উপাস্য। ইনি চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ। কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে "পূর্ণ ভগবান্" স্থলে "স্বয়ং ভগবান্" পাঠ আছে; ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন আবির্ভাবের নামই উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নামের কথা বলা হয় নাই। অধিকন্তু, "স্বয়ং ভগবান্" পাঠ গ্রহণ করিলে পর-

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্মজিজ্ঞাসৈব ধর্ম্ম এব হি তত্ত্বমিতি কেচিৎ তত্রাহ বদন্তীতি। তত্ত্ববিদস্তু তদেব তত্ত্বং বদন্তি, কিং তৎ যৎ জ্ঞানং নাম। অদ্বয়মিতি ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নন্থ তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব নৈব তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈ রভিধানাদিত্যাহ ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি। সাত্বতৈর্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে ॥ শ্রীধরস্বামী ॥

বদন্তীতিতৈর্ব্যাখ্যাতং। তত্র বিগীতবচনা ইত্যত্র পরস্পরমিতি শেষঃ। তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিতি ধর্ম্মিণি সর্ব্বেষামভ্রমাৎ ধর্ম্ম এব তু ভ্রমাদিতি। যদ্বা, কিং তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ বদন্তীতি। জ্ঞানং চিদেকরূপম্। অদ্বয়ন্তঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতাদ্যোতনায় পরমসুখরূপত্বং তস্য জ্ঞানস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। অত্র শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য এব শাস্ত্রে ক্বচিদন্যত্রাপি তদেকং তত্ত্বং ত্রিধা শব্দ্যতে। ক্বচিদ্ ব্রহ্মেতি, ক্বচিৎ পরমাত্মেতি, ক্বচিৎ ভগবানিতি চ। কিন্তু শ্রীব্যাসসমাধিলব্ধাদ্ ভেদাৎ জীব ইতি চ শব্দ্যতে ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অন্তর্যামিত্বময়মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি। এবমেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন। জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমাত্মমেকমনন্তরং ত্ববহি ব্রহ্ম সত্যম্। প্রত্যক্ প্রশান্ত ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞকং যদ্‌বাসুদেবং কবয়ো বদন্তীতি। তস্মৈ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মন ইত্যত্র বরুণকৃতস্তুতৌ টীকা চ। পরমাত্মনে সর্ব্বজীবনিয়ন্ত্র ইত্যেষা। ধ্রুবং প্রতি শ্রীমনুনা চ। ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে আনন্দমাত্র উপপন্ন-সমস্ত-শক্তাবিতি। তত্রানন্দমাত্রং বিশেষ্যম্। সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি। বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতম্। ভগবচ্ছব্দার্থশ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তঃ। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈ র্গুণাদিভিরিতি। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ৪ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫—২১ পয়ারের সহিত এই পয়ারের এবং মূল-শ্লোকের অর্থ-সঙ্গতি থাকে না। ঝামটপুরের গ্রন্থেও "পূর্ণ ভগবান্" পাঠই দৃষ্ট হয়।

প্রকাশ-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটী নাম আছে, তাহার প্রমাণরূপে পরবর্ত্তী "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪। অন্বয়। তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ) তৎ (তাহাকে) [এব] (ই) তত্ত্বং (তত্ত্ব—পরমপুরুষার্থ বস্তু) বদন্তি (বলিয়া থাকেন), যৎ (যাহা) অদ্বয়ং (অদ্বয়) জ্ঞানং (জ্ঞান)। [তচ্চ] (সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম—এই নামে), পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা—এই নামে) ভগবান্ ইতি (ভগবান্—এই নামে) শব্দ্যতে (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ। যাহা অদ্বয়-জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন নামে অভিহিত হয়েন। ৪।

তত্ত্ব—পরম-সুখস্বরূপ বস্তু, সুতরাং পরম-পুরুষার্থ-বস্তু। **তত্ত্ববিৎ**—তত্ত্বজ্ঞ; পরম-পুরুষার্থ-বস্তুর স্বরূপ যিনি জানেন, তাঁহাকে তত্ত্ববিৎ বলে। এইরূপ তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, অদ্বয়-জ্ঞানই তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ পরম-পুরুষার্থভূত-বস্তু। **জ্ঞান**—চিদেকরূপ, যাহা কেবল মাত্র চিৎ যাঁহাতে অচিৎ বা জড় (প্রাকৃত) কিঞ্চিন্মাত্রও নাই, তাহাই জ্ঞান-বস্তু সচ্চিদানন্দ বস্তু। জ্ঞান-শব্দের চিদেকরূপ অর্থ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, তাঁহাতে যে শক্তি আছে, তাহাও চিচ্ছক্তি—পরন্তু জড়-শক্তি তাঁহাতে নাই। **অদ্বয়**—দ্বিতীয় শূন্য, একমেবাদ্বিতীয়ম্; ভেদশূন্য। ভেদ তিন রকমের—সজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ। এক জাতীয় একাধিক বস্তু থাকিলেই সজাতীয় (সমান জাতীয়) ভেদ সম্ভব

হয়; যেমন, রাম ও শ্যাম উভয়েই মানুষ, একই মনুষ্য-জাতিতে অবস্থিত; ইহাদের জাতি সমান বলিয়া ইহারা পরস্পরের সজাতীয় ভেদ। জ্ঞান-বস্তুর যদি এইরূপ সজাতীয় ভেদ না থাকে, তবে তাহা সজাতীয়ভেদশূন্য জ্ঞান হইবে। জ্ঞান হইল চিদ্‌বস্তু; একাধিক চিদ্ বস্তু থাকিলেই সজাতীয় ভেদ থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু বাস্তবিক একাধিক চিদ্‌বস্তু থাকিলেও যদি অপরাপর চিদ্‌বস্তুগুলি একই মূল চিদ্‌বস্তুর অংশ হয়, তাহা হইলে সজাতীয় ভেদ হইবেনা—পুত্র পিতার অংশ, সুতরাং পুত্রকে পিতা হইতে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র বস্তু বলা যায় না। যদি একাধিক স্বয়ংসিদ্ধ চিদ্‌বস্তু থাকে, তাহা হইলেই জ্ঞানের সজাতীয় ভেদ থাকিতে পারে। সজাতীয়ভেদশূন্য জ্ঞান হইবে সেই বস্তুটি—যাহার তুল্য স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোনও চিদবস্তু নাই; অপর অনেক চিদ্‌বস্তু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কোনটিই স্বয়ংসিদ্ধ নহে, তাহারা প্রত্যেকেই নিজের সত্তাদির জন্য অদ্বয়-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। আর ভিন্ন জাতীয় বস্তুই বিজাতীয় ভেদ—যেমন বৃক্ষ, মানুষের বিজাতীয় ভেদ। জ্ঞানের বিজাতীয় বস্তু কি? জ্ঞান হইল চিৎ-জাতীয় বস্তু; যাহা চিৎ নহে, যাহা প্রাকৃত বা জড়, তাহাই জ্ঞানের বিজাতীয় বস্তু; এই বিজাতীয় বস্তু যদি স্বয়ংসিদ্ধ না হয়, যদি এই বিজাতীয় বস্তু নিজের সত্তাদির জন্য ঐ জ্ঞানেরই অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে ঐ বিজাতীয় বস্তুও জ্ঞানের বিজাতীয় ভেদ হইবে না; কিন্তু যদি ঐ বিজাতীয় বস্তু স্বয়ংসিদ্ধ হয়, জ্ঞানের কোন অপেক্ষা না রাখে, তাহা হইলেই তাহা জ্ঞানের বিজাতীয় ভেদ হইবে। যে জ্ঞানের এইরূপ স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়, কি স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদ নাই, তাহাই **অদ্বয়জ্ঞান**। জ্ঞানবস্তুতে কোনও সময়েই স্বগতভেদ থাকিতে পারে না। স্বগত-শব্দের অর্থ নিজের মধ্যে। যে বস্তুর একাধিক উপাদান আছে, উপাদান-ভেদে তাহার মধ্যেই স্বগতভেদ থাকিতে পারে। যেমন, দালানের ইট আছে, চূণ আছে, লোহা আছে, কাঠ আছে; এই সমস্ত উপাদান পরস্পর বিভিন্ন; ইহারা দালানের স্বগত ভেদ। আবার উপাদানের বিভিন্নতা বশতঃ তাহাদের উপর শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্ন হইবে; পরস্পরের সহিত তাহাদের মিলনে পরিমাণের তারতম্যানুসারে দালানের বিভিন্ন অংশে কোনও শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইবে; শক্তিক্রিয়ার এইরূপ বিভিন্ন অভিব্যক্তিও স্বগতভেদ। জ্ঞান-বস্তুতে এইরূপ স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, জ্ঞান চিদেকরূপ, ইহাতে চিদ্ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু নাই; উপাদানগত ভেদ না থাকাতে ইহার যে কোনও অংশেই যে কোনও শক্তি অভিব্যক্ত হইতে পারে। জীবের ন্যায় জ্ঞানবস্তুতে দেহ-দেহি ভেদ নাই; জীবের দেহ জড়—অচিৎ, কিন্তু জীব স্বরূপে চিদ্‌বস্তু তাই জীবে দেহ-দেহি-ভেদ (স্বগত ভেদ) আছে; কিন্তু জ্ঞান-বস্তুতে এরূপ কোনও দেহ দেহি-ভেদ থাকিতে পারে না। আবার জীবের জড় দেহেও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পাঁচটী উপাদান আছে; চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে এই পাঁচটী বস্তুর তারতম্যানুসারে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের যোগে প্রকাশিত শক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে; তাই চক্ষু দ্বারা কেবল দেখাই যায়, কিন্তু শুনা যায় না; কর্ণ দ্বারা কেবল শুনা যায়, কিন্তু দেখা যায় না; ইত্যাদি। এই সমস্তই স্বগত-ভেদের ফল। চিদেকরূপ জ্ঞান-বস্তুতে বিভিন্ন উপাদান নাই বলিয়া এই জাতীয় পার্থক্য থাকিতে পারে না; জ্ঞান-বস্তুর প্রত্যেক অংশই অপর প্রত্যেক অংশের কাজ করিতে পারে; তাই ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমন্তি। ৫।৩২॥"

যাহাহউক, এক্ষণে বুঝাগেল, জ্ঞানবস্তু স্বভাবতঃই স্বগতভেদ-শূন্য; এই জ্ঞানবস্তু যদি স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-ভেদশূন্য এবং স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয়-ভেদশূন্য হয়, তবেই তাহাকে অদ্বয়-জ্ঞান বলে। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুই তত্ত্ব বা পরমসুখরূপ পরমার্থ-ভূত বস্তু এবং অদ্বয়-তত্ত্ব বলিয়া ইহাই অপর সকল জ্ঞান-বস্তুর মূল; অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুই স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ; অপর জ্ঞানবস্তুসকল স্বয়ংসিদ্ধ নহে, অন্য-নিরপেক্ষও নহে—তাহারা সকল বিষয়ে অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বের অপেক্ষা রাখে। এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু সকলের মূল নিদান বলিয়া ইহাই পরমার্থভূত বস্তু, সুতরাং তত্ত্ব-বস্তু। ইহাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অভিমত; সুতরাং এই মতই পরম শ্রদ্ধেয়। শ্রীকৃষ্ণই এই অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু, "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ১।২।৫৩॥"

এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুই কোনও স্থানে ব্রহ্ম, কোনও স্থানে পরমাত্মা এবং কোনও স্থানে ভগবান্ বলিয়া কথিত হয়েন।

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। | উপনিষদ্ কহে তারে—ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটি কি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বেরই নামান্তর বা ভিন্ন ভিন্ন নাম? না কি এই তিনটী তাঁহার আবির্ভাব-বিশেষের নাম? যদি এই তিনটী নাম একই অভিন্ন-বস্তুর নামান্তর মাত্র হয়, তাহা হইলে, সামান্য-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে ঐ তিনটী শব্দের বাচ্য তিনটী বস্তুর কোনও পার্থক্য থাকিবে না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। জল, বারি ও সলিল এই তিনটী শব্দ একই অভিন্ন বস্তুকে বুঝায়; জল-শব্দের বাচ্য যাহা, বারি-শব্দের বাচ্যও তাহা, সলিল-শব্দের বাচ্যও তাহা—এই তিনটী শব্দের বাচ্যে, সামান্য-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং জল, বারি ও সলিল—একই অভিন্ন বস্তুর নামান্তর মাত্র। কিন্তু বরফ, জল ও জলীয় বাষ্পের বাচ্য একই বস্তু নহে; শীতে জল জমিয়া যখন শক্ত স্ফটিকের আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে বলে বরফ; আবার উত্তাপযোগে জল যখন বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলে বাষ্প। বরফ, জল ও বাষ্পের উপাদান বা সামান্য-লক্ষণ অভিন্ন হইলেও, তাহাদের বিশেষ-লক্ষণ স্বতন্ত্র—বরফ শক্ত, জল তরল এবং বাষ্প বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য। এই জন্য এই তিনটী শব্দের বাচ্য এক অভিন্ন বস্তু নহে—পরন্তু বরফ, জল ও বাষ্প একই বস্তুর তিনটী অবস্থার বা তিনটী স্বরূপের নাম; বরফ বলিলে জল বা বাষ্পকে বুঝায় না; বাষ্প বলিলে বরফ বুঝায় না। ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনটী শব্দের বাচ্যও একই অভিন্ন বস্তু নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ম পয়ারের টীকায় এই তিনটী শব্দের বাচ্যবস্তুর লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে; এই তিনটী শব্দের বাচ্য তিনটী বস্তুর সামান্য লক্ষণ (সচ্চিদানন্দময়ত্ব) অভিন্ন হইলেও, তাহাদের বিশেষ লক্ষণ অভিন্ন নহে। বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ-লক্ষণের দ্বারা, সামান্য-লক্ষণের দ্বারা নহে; সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে তিনটী বিভিন্ন বস্তু বুঝাইতেছে; সামান্য-লক্ষণে (সচ্চিদানন্দময়ত্বাংশে) এই তিনটী বস্তুর সহিত অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুর ঐক্য থাকাতে এই তিনটী বস্তুকে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বেরই বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন আবির্ভাব বলা যায়—যেমন বরফ এবং জলীয়বাষ্প জলের বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন-স্বরূপ, তদ্রূপ। সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের নামান্তর নহে, পরন্তু অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুর বিভিন্ন আবির্ভাবেরই নাম। যে আবির্ভাবে চিদেকরূপ-জ্ঞানের কেবল সত্তামাত্র বিকশিত, কিন্তু যাহাতে কোনও শক্তির বিলাস নাই, তাঁহার নাম ব্রহ্ম। যে আবির্ভাবে জ্ঞানের সত্তা বিকশিত, শক্তিও বিকশিত (পূর্ণরূপে নহে, কিন্তু যাঁহাতে সাক্ষাদ্ভাবে বিজাতীয়-মায়াশক্তির সংশ্রব আছে (দ্রষ্টা রূপে), তাঁহার নাম পরমাত্মা। আর যে আবির্ভাবে সত্তা বিকশিত, শক্তিও পূর্ণরূপে বিকশিত এবং যাঁহার সহিত সাক্ষাদ্ভাবে বিজাতীয়-মায়াশক্তির কোনও সংশ্রব নাই, তাঁহার নাম ভগবান্। এই শ্লোকের "ভগবান্"-শব্দে স্বয়ং ভগবান্ এবং পরব্যোমস্থিত শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপকেও বুঝাইতে পারে।

মুখ্য অর্থে, মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকটীই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায় বটে, কিন্তু রূঢ়ি-অর্থে তাঁহার তিনটী আবির্ভাবকেই সূচিত করে। "ব্রহ্ম-আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়। রূঢ়িবৃত্তে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥ ২।২৪।৫৯॥" "ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার।১।২।২৯॥"

৮। ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইতেছে। **তাঁহার অঙ্গের**—সেই শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গের (দেহের)। **শুদ্ধ**—নির্ম্মল; প্রাকৃতত্বরূপ মলিনতাশূন্য; অপ্রাকৃত; চিন্ময়। **কিরণমণ্ডল**—জ্যোতিঃসমূহ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি চিন্ময়, অপ্রাকৃত। জ্যোতিষ্মান্ বস্তুর রূপের অনুরূপই তাহার জ্যোতিঃ হইয়া থাকে। আকাশের সূর্য্য প্রাকৃত বস্তু, তাহার জ্যোতিঃও প্রাকৃত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিঃও অপ্রাকৃত চিন্ময়।

উপনিষদ্—শ্রুতি; পরমার্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর শ্রুতি আছে; এক শ্রেণীর শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ এবং আর এক শ্রেণীর শ্রুতিতে সবিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পয়ারে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদিকা শ্রুতিকেই উপনিষদ্-শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্ঞানমার্গাবলম্বী অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ নির্ব্বিশেষ-শ্রুতিরই বিশেষ সমাদর করেন। **তাঁরে**—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের চিন্ময় কিরণমণ্ডলকে। **সুনির্ম্মল**—মায়ার স্পর্শশূন্য, মায়াতীত।

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।　　জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপনিষৎ কহে ইত্যাদি—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপর শ্রুতিশাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিকেই ব্রহ্ম বলেন। নির্ব্বিশেষ-শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি চিন্ময় এবং মায়াতীত বলিয়া অদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্মও চিন্ময় এবং মায়াতীত।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের সাধারণতঃ দুই ভাবে অভিব্যক্তি—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। "দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ। ভগবৎসন্দর্ভ—১০০ প্রকরণধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন।"

স্বয়ংরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণাদি তাঁহার সবিশেষ বা মূর্ত্ত প্রকাশ, আর ব্রহ্ম তাঁহার নির্ব্বিশেষ প্রকাশ। "ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশ। ২ ২০।১৩৫॥" স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের—সবিশেষত্বের পূর্ণতম বিকাশ। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃই তাঁহার অঙ্গ-কান্তি তাহা নহে; ইহা একটী উপমা মাত্র। আমরা জানি, সূর্য্য একটী সবিশেষ বস্তু, কিন্তু তাহার প্রভা নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষত্বাংশে ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্য-কিরণের সাদৃশ্য আছে এবং সবিশেষত্বাংশে কৃষ্ণের সহিত সূর্য্যের সাদৃশ্য আছে; তাই সূর্য্যের সহিত কৃষ্ণের উপমা দিয়া সূর্য্য কিরণের সহিত ব্রহ্মের উপমা দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের কিরণ তুল্য। লঘুভাগবতামৃতও একথাই বলেন। "ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তিকম্। ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্॥ ২১৬॥—নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ এবং অমূর্ত্ত ব্রহ্ম, সূর্য্য স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও তাহাই বলেন। "তদ্ ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজ্জুষোঃ॥ পূ ২।১৩৬॥" বাস্তবিক, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ প্রকাশই ব্রহ্ম—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

কোনও বস্তু সম্বন্ধে যাঁহার যতটুকু অনুভব, তিনি ততটুকুই বলিতে পারেন। যিনি দূর হইতে দুগ্ধ দেখিয়াছেন, মাত্র, কিন্তু স্পর্শ করেন নাই, কিম্বা স্বাদও গ্রহণ করেন নাই—দুগ্ধের শ্বেতত্বই তিনি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু তরলত্ব বা মাধুর্য্য তিনি অনুভব করিতে পারেন না; কেহ যদি বলে দুগ্ধ তরল এবং মধুর, তাহা হইলেও হয়তো তিনি তাহা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু যিনি দুগ্ধ আস্বাদনও করিয়াছেন, তিনি জানেন, দুগ্ধ শ্বেত, তরল এবং মধুর। ভগবদনুভব-সম্বন্ধেও এইরূপ; যাঁহার যে পরিমাণ ভগবদনুভব তিনি সেই পরিমাণ পরিচয়ই জানেন। প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা দেখিয়াছি, একমাত্র ভক্তিমার্গেই ভগবানের সমাক্-অনুভব সম্ভব; জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে তাহা সম্ভব নহে। জ্ঞানমার্গের অদ্বৈতবাদিগণ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ অঙ্গ-কান্তিমাত্র অনুভব করিতে পারেন; তাঁহাদের অনুভব-লব্ধ বস্তুকেই তাঁহারা পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। তাই তাঁহারা বলেন, নির্ব্বিশেষ কান্তিস্বরূপ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব। বাস্তবিক নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম পরতত্ত্ব নহেন। যাঁহারা ভক্তিমার্গের উপাসক, তাঁহারা জানেন, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্রহ্মে নাই; পূর্ণতম-বিকাশ আছে শ্রীকৃষ্ণে; তাই শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। এই পয়ার "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" এই অংশের অর্থ।

৯। জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ যে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের যথার্থ-অনুভব লাভ করিতে পারেন না, সূর্য্যের দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। সূর্য্যলোকবাসী দেবতাগণ সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে থাকেন। তাঁহারা দেখিতে পারেন, সূর্য্যের কর-চরণাদি-বিশিষ্ট আকার আছে, তাঁহার যানাদিও আছে। কিন্তু সূর্য্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত পৃথিবী হইতে আমরা সূর্য্যের কর-চরণাদি-বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাইনা—'আমাদের মনে হয়, সূর্য্য একটী জ্যোতিঃপুঞ্জ মাত্র—নির্ব্বিশেষ বস্তু, কর-চরণাদি-বিশিষ্টতা সূর্য্যের নাই; এইরূপই আমাদের অনুভব। "যথা মাংসময়ী দৃষ্টিঃ সূর্য মণ্ডলং প্রকাশমাত্রত্বেন গৃহ্ণাতি। দিব্যাতু প্রকাশমাত্রস্বরূপত্বেঽপি তদন্তর্গতদিব্যসভাদিকং গৃহ্ণাতি। এবমত্র ভক্তেরেব সমাক্তেন তয়ৈব ম্যক্ত্বং দৃ ত। তচ্চ ভগবানেবেতি তস্যৈব সম্যগ্রূপত্বং জ্ঞানস্তু অসমাক্ত্বে দর্শিতত্বাত্তেনাসম্যগেব দৃশ্যতে তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্যাসম্যগরূপত্বম্। ভগবৎসন্দর্ভঃ॥" কাচ-গোলকের মধ্যে অবস্থিত একটী দীপকে যদি আমরা বহু দূর হইতে দেখি, তাহা হইলে কাচ-গোলক আমরা দেখিতে পাইনা, দীপ-শিখা বা দীপাধারও দেখিতে পাইনা; আমরা দেখি একটা জ্যোতি-র্গোলক মাত্র। কিন্তু দীপের খুব নিকটে গিয়া দেখিলে, কাচগোলক, দীপ-শিখা,

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে কারিকে। নিষ্কলাদিস্বরূপং তৎ ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদকোটিষু। বিভূতিভির্ধরাদ্যাভির্ভিন্নং ভেদমুপাগতম্॥ সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ। তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্ফুটীকৃতঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দীপাধারাদি সমস্তই দেখিতে পাই; দীপ-শিখার আকার, সলিতা, সলিতার উপরিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ অংশও দেখিতে পাই। এইরূপে অবস্থানের বিভিন্নতা-অনুসারে একই প্রদীপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। ভগবদনুভব-সম্বন্ধেও এইরূপ। যাঁহারা জ্ঞান-মার্গের উপাসক, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের নির্ব্বিশেষ স্বরূপটী মাত্র অনুভব করিতে পারেন—সবিশেষ স্বরূপের অনুভব তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আবার যাঁহারা যোগমার্গের উপাসক, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের পরমাত্ম-স্বরূপকে অনুভব করিতে পারেন এবং যাঁহারা ভক্তি-মার্গের উপাসক, তাঁহারা তাঁহার **সম্যক্** অনুভব লাভ করিতে পারেন। উপাসনা-ভেদই অনুভব-পার্থক্যের হেতু।

উপাসনা-ভেদে অনুভব-পার্থক্যের কারণ এই। জীবের কোনওরূপ চেষ্টা দ্বারাই ভগবদনুভব সম্ভব নহে। ভগবদনুভবের একমাত্র হেতু ভগবৎকৃপা। শ্রুতিও একথা বলেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ কঠোপনিষৎ ।২।২৩॥" যাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা হয়, তাঁহাকেই তিনি নিজের স্বরূপ অনুভব করান এবং যে শক্তিতে তাঁহাকে অনুভব করা যায়, সেই শক্তিও তিনিই প্রকটিত করেন; তাঁহার শক্তি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ নহে। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ লক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥ লঘু ভা ৪২২॥" সাধকের চেষ্টা বা সাধন ভগবদনুভবের হেতু না হইলেও সাধনকে উপেক্ষা করা চলে না; সাধনের দ্বারা জীবের চিত্ত ভগবদনুভব-সম্পাদিকা শক্তিগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে; সুতরাং সাধনকে ভগবদনুভবের আনুষঙ্গিক বা গৌণ কারণ বলা যায়। সাধন, সাধকের চিত্তকে ভগবদনুভবের যোগ্য করার সঙ্গে সঙ্গে অনুভবের বৈশিষ্ট্যকেও নিয়ন্ত্রিত করে; যিনি যে ভাবে ভগবান্‌কে অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, সাধনের দ্বারাই সেই ভাবটী গঠিত এবং পরিস্ফুট হয়; ভগবদনুভবও এই ভাবের দ্বারাই আকারিত হয়; অর্থাৎ যিনি যে ভাবে শ্রীভগবান্‌কে অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীভগবান্‌ও তাঁহাকে সেইভাবেই নিজের অনুভব দান করেন। গীতায় শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।৪।১১॥" যাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপেই চিন্তা করেন; তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতিও এই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-চিন্তারই অনুকূল; এই জাতীয় ভাবই তাঁহাদের চিত্তে গঠিত এবং পরিস্ফুট হয়; সুতরাং অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বও নিজের নির্ব্বিশেষ স্বরূপকেই তাঁহাদের অনুভবের বিষয়ীভূত করেন। তাঁহার সবিশেষ-স্বরূপের অনুভব তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে; কারণ তাঁহাদের উপাসনা এবং মনোগত ভাব সবিশেষ-স্বরূপের অনুকূল নহে। এইরূপে, যোগমার্গের উপাসকগণ তাঁহার পরমাত্ম-স্বরূপের অনুভব এবং ভক্তিমার্গের উপাসকগণ তাঁহার স্বয়ংরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন।

চর্ম্মচক্ষে—চর্ম্মদ্বারা আবৃত মানুষের চক্ষুদ্বারা, সূর্য্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত পৃথিবী হইতে। **যৈছে**—যেমন। **সূর্য্য নির্ব্বিশেষ**—কর-চরণাদি-বিশিষ্টতাশূন্য জ্যোতিঃপুঞ্জমাত্র। **জ্ঞানমার্গ**—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক সাধন। **লৈতে নারে**—গ্রহণ করিতে পারে না, অনুভব করিতে পারে না। **কৃষ্ণের বিশেষ**—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি বিশিষ্ট সবিশেষ স্বরূপ।

ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিস্থানীয়, তাহার প্রমাণ স্বরূপে ব্রহ্মসংহিতার এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫। অন্বয়। জগদণ্ডকোটিকোটিষু (কোটি-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডে) অশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নং (অশেষ-

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নরাকৃতেঃ সান্দ্রচৈতন্যরাশেঃ কৃষ্ণস্য নিরাকারশ্চৈতন্যরাশিঃ প্রভাস্থানীয়ো ব্রহ্মপ্রকাশত্বেনোচ্যতে, ইত্যত্র প্রমাণং বাচনিকমাহ, যস্য প্রভেত্যাদি। প্রভবতো যস্য প্রভা তৎ ব্রহ্ম, তং গোবিন্দমহং ভজামীত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং ব্রহ্ম? ইত্যাহ জগদণ্ডকোটিকোটিষু অসংখ্যাতেষু জগদণ্ডেষু, বসুধাদিভির্বিভূতিভির্ভিন্নং কারণাত্মনা একং তৎকার্য্যাত্মনা অনেকখ্যাতমিত্যর্থঃ। নন্থ "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" ইত্যাদৌ প্রভোরেব পরেশাৎ কার্য্যং শ্রুতং, ন তু তৎপ্রভায়া ইতি চেৎ? উচ্যতে। প্রভোঃ প্রভৈব কার্য্যনিষ্পাদিকেতি বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি তৎপ্রভয়ৈব ক্ষুব্ধা প্রকৃতি র্জগদণ্ডান্যসূতেত্যর্থঃ। কেবলাদ্বৈতিভি র্যদ্ ব্রহ্মস্বরূপং নির্ণয়তে, তদত্র নাভিমতং তদ্ধি নির্ধর্ম্মকং শব্দাবাচ্যমদ্বিতীয়ঞ্চ। ইদং তু বিশুদ্ধত্ব-প্রকাশময়ত্বাদি ধর্ম্মযুক্, শাস্ত্রবাচ্যং, জগৎকারণত্বাৎ সদ্বিতীয়ঞ্চ ইতি মহদন্তরম্। কিঞ্চ, তদভিমতং ব্রহ্ম তু ন শ্রদ্ধেয়ং, তস্মিন্ প্রমাণাভাবাৎ; ন তাবৎ তত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণং, রূপাদিবিরহাৎ; নাপ্যনুমানং, তদ্বাপ্যলিঙ্গাভাবাৎ; ন চ শব্দঃ, প্রবৃত্তি-নিমিত্তস্য জাত্যাদের-ভাবাৎ; ন চ লক্ষণা, সর্ব্বশব্দাবাচ্যে তস্যা অসম্ভবাৎ; ন চ তৎপক্ষে তত স্সৃষ্টিঃ, তদ্ধেতোঃ সঙ্কল্পশক্তিবিহরাৎ, ন চোপদেশঃ, উপদেষ্টুরুপদেশস্য চাভাবাৎ। নন্থ ভ্রান্ত্যা তত্ত্বংসিদ্ধিঃ? মৈবম্। ক ভ্রমঃ- ব্রহ্মণি জীবে বা? নাদ্যঃ, বিজ্ঞানরাশেস্তস্য তদসম্ভবাৎ। নান্ত্যঃ, প্রাগভ্রান্তেস্তস্যৈবাভাবাৎ, ইতি তুচ্ছং তৎ॥ শ্রীজীবগোস্বামী॥ ৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বসুধাদি বিভূতি দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত) নিষ্কলং (পূর্ণ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন) অশেষভূতং (মূলভূত) [যৎ] (যেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), তং (সেই ব্রহ্ম) প্রভবতঃ (প্রভাবযুক্ত) যস্য (যাঁহার) প্রভা (কান্তি), তং (সেই) আদিপুরুষং (আদিপুরুষ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)।

অনুবাদ। অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত-বসুধাদি বিভূতিদ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন এবং অশেষভূত ব্রহ্ম—প্রভাবশালী যাঁহার প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৫।

জগদণ্ড—জগদ্রূপ অণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড। **জগদণ্ডকোটি-কোটিষু**—কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে; তাহার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে। **অশেষ-বসুধাদি**—অশেষ অর্থ অনন্ত; বসুধাদি অর্থ পৃথিবী-আদি, ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি লোক। **বিভূতি**—শ্রীভগবানের বিভূতি; পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, ষোড়শ বিকার (অর্থাৎ ক্ষিতি-অপ-তেজ-আদি পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়) পুরুষ, অব্যক্ত (প্রকৃতি), সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ব্রহ্ম ইত্যাদিই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীভগবানের বিভূতি। "পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্। শ্রীভা, ১১।১৬।৩৭॥" **ভিন্নং**—ভেদপ্রাপ্ত। **অশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্ন**—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী-আদি অনেক লোক আছে; এইরূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি পৃথিবী আদি লোক আছে; ইহাদের প্রত্যেক লোকেই বায়ু, আকাশ, জল, প্রভৃতি—শ্রীভগবানের অনন্ত বিভূতি আছে। এই সকল অনন্ত বিভূতি দ্বারা যিনি অনন্ত প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, (সেই ব্রহ্ম)। জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, উভয়ই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম কারণ এবং পৃথিবী বায়ু আকাশাদি তাঁহার অনন্ত কার্য্য। কারণ কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া কারণরূপে এক হইলেও ব্রহ্ম, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত-কার্য্যরূপে অনন্ত প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, এস্থলে ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলা হইল এবং এই শ্লোকে ব্রহ্মকে আবার শ্রীগোবিন্দের প্রভা বা অঙ্গকান্তিও বলা হইয়াছে; তাহা হইলে শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তিই হইল জগতের কারণ; এই অঙ্গকান্তিই অনন্ত বিভূতি দ্বারা অনন্তরূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি বলেন, শ্রীগোবিন্দই বহু হওয়ার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন; "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্। তৈঃ উঃ ২।৬॥"; এই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টির সূচনা; সুতরাং শ্রীগোবিন্দই জগতের কারণ। ব্রহ্মসংহিতাও একথাই বলেন। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥" কিন্তু তাঁহার প্রভার কারণত্বের কথা শুনা যায় না। তথাপি ব্রহ্মকে

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম—গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥ ১০

সে গোবিন্দ ভজি আমি—তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগতের কারণ বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিচরণ বলেন, "প্রভোঃ প্রভৈব কার্য্যনিষ্পাদিকো বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি, তৎপ্রভয়ৈব ক্ষুব্ধা প্রকৃতি র্জগদণ্ডান্যসূতেত্যর্থঃ। শ্রীগোবিন্দের প্রভাই কার্য্য-নিষ্পাদিকা—ইহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভাস্থানীয় ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রভাদ্বারা প্রকৃতি ক্ষুব্ধা হইয়াছে এবং অনন্তকোটি জগৎ প্রসব করিতে সমর্থা হইয়াছে। সুতরাং প্রভা বা ব্রহ্মই জগতে অব্যবহিত কারণ।"

ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলে আরও প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মের যে স্বরূ নির্ণয় করিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, শব্দের অবাচ্য এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু এস্থলে যে ব্রহ্মের কথা বল হইতেছে, তিনি ধর্ম্মযুক্ত, শব্দবাচ্য এবং সদ্বিতীয়; কারণ, তিনি জগতের কারণ। কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম এবং এই শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম কি একই বস্তু নহে? উত্তর—এই শ্লোকে উক্ত ব্রহ্ম কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম নহেন। এই শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ; কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না। কারণ, নিঃশক্তিক বলিয়া তাঁহার সঙ্কল্প-শক্তি নাই, অথচ সঙ্কল্প ব্যতীতও বৈচিত্র্যপূর্ণ এই জগৎ রচিত হইতে পারে না।

নিষ্কলং—কলা (অংশ) নাই যাহার; পূর্ণ। **অনন্তং**—অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপক। **তশেষভূতং** মূলভূত, কারণ। **প্রভবতঃ**—প্রভাবযুক্তের; যাঁহার প্রভাব আছে, তাঁহার। **প্রভা**—জ্যোতিঃ, অঙ্গকান্তি। **আদিপুরুষ**—যিনি সকলের আদি, সকলের মূল (সুতরাং ব্রহ্মেরও মূল); কিন্তু যাঁহার আদি বা মূল কেহ নাই। **গোবিন্দ**—শ্রীকৃষ্ণ, গোপবেশ-বেণুকর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।

এই শ্লোকটী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উক্তি; শ্রীগোবিন্দের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন—"অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি পৃথিবী-আদি লোক আছে; ইহাদের প্রত্যেক লোকেই বায়ু আকাশ প্রভৃতিরূপে ভগবানের অনন্ত বিভূতি বিরাজিত; পৃথিব্যাদিও তাঁহারই বিভূতি। পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মই জগদাদি সৃষ্টবস্তুর কারণ; তিনি কারণরূপে এক হইয়াও অনন্ত-কার্য্যরূপে অনন্তরূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এতাদৃশ ব্রহ্মও যাঁহার প্রভা বা অঙ্গকান্তি, আমি সেই শ্রীগোবিন্দের ভজন করি।"

শ্রীগোবিন্দ ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও শ্রীগোবিন্দ সবিশেষ-আবির্ভাব এবং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব; সুতরাং শ্রীগোবিন্দ হইলেন ধর্ম্মী এবং ব্রহ্ম হইলেন তাঁহার ধর্ম্ম; যেমন সূর্য্য ধর্ম্মী, আর কিরণ তাঁহার ধর্ম্ম, তদ্রূপ। তাই শ্রীগোবিন্দকে সূর্য্যস্থানীয় মনে করিয়া ব্রহ্মকে প্রভাস্থানীয় মনে করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা, তাহার প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সৃষ্টিশক্তিরূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি অদ্বৈতবাদীদিগের নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম। তথাপি, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের প্রমাণ-স্বরূপ সধর্ম্মক-ব্রহ্ম প্রতিপাদক এই শ্লোক উদ্ধৃত করার হেতু বোধ হয় এই যে, এই শ্লোকে গোবিন্দকে "আদি পুরুষ" বলায় এবং অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দ স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্য হওয়ায়, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মও যে শ্রীগোবিন্দেরই বিভূতি, তাহাই প্রমাণিত হইল। অধিকন্তু "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" এই প্রমাণানুসারে নিরাকার চৈতন্যরাশিরূপ ব্রহ্ম যে, সান্দ্র-চৈতন্য-রাশিরূপ শ্রীগোবিন্দেরই প্রভাস্থানীয়, তাহাও প্রমাণিত হইল।

১০-১১। এই দুই পয়ারে "যস্যপ্রভা প্রভবতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইতেছে।

বিভূতি—প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তূনি ইতি চক্রবর্ত্তী। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিব্যাদি যে সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের বিভূতি। **তাঁহার প্রসাদে**—তাঁর (সেই গোবিন্দের) কৃপায়। শ্রীগোবিন্দের শক্তিতেই ব্রহ্মা ব্যষ্টিজীবাদির সৃষ্টি করেন। **মোর**—আমার, ব্রহ্মার॥ **সৃষ্টি-শক্তি**—জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি। এই দুই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি

তথাহি (ভাঃ ১১।৬।৪৭)—

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥৬॥

আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয় ॥ ১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সন্ন্যাসিনো হি ব্রহ্মচর্য্যাদিক্লেশৈঃ কথঞ্চিত্তরন্তি বয়স্তুনায়াসেনৈব তরিষ্যাম ইত্যাহ বাতবসনা ইতি। ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ঊর্দ্ধরেতসঃ ॥ শ্রীধরস্বামী ॥

বাতবসনাদ্যাস্তৈস্তৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সাধনৈঃ ব্রহ্মাখ্যং তব ধাম। তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি তারতেত্যর্জ্জুনং প্রতি ত্বদুক্তে স্তবৈব তেজোবিশেষং তে যান্তি। সত্যং তে যান্ত, বয়ন্তু ন তৎ যিয়াসামঃ, কিন্তু ত্বন্মুখচন্দ্রমধুরস্মিতসুধাপানমত্তা এব তিষ্ঠাসাম ইতি ভাবঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ ৬ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬। অন্বয়। মুনয়ঃ (মননশীল) বাতবসনাঃ (দিগম্বর) শ্রমণাঃ (পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ (ঊর্দ্ধরেতা) শান্তাঃ (কামনাশূন্য) অমলাঃ (বিমলচিত্ত) সন্ন্যাসিনঃ (সন্ন্যাসিগণ) তে (তোমার) ব্রহ্মাখ্যং (ব্রহ্মনামক) ধাম (তেজ) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন)।

অনুবাদ। পরমার্থ-বিষয়ে মননশীল, দিগম্বর, পরমার্থ-বিষয়ে শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা, কামনাশূন্য, বিমলচিত্ত, সন্ন্যাসিগণ তোমার (ভগবানের) ব্রহ্ম-নামক তেজকে প্রাপ্ত হয়েন। ৬।

কোন কোন গ্রন্থে "বাতবসনাঃ" স্থলে "বাতরসনাঃ" পাঠান্তর আছে। অর্থ একই; রসনা অর্থও বসন। 'বাতরসনেতি রসনা-শব্দেন বস্ত্রং লক্ষ্যতে হিরণ্যরসন ইত্যত্র চতুর্থে তৈরেব তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ ॥ দীপিকা-দীপন-টীকা ॥"

বাতবসনাঃ—বাত (বায়ু)ই বসন (বস্ত্র) যাঁহাদের, যাঁহারা বস্ত্র পরিধান করেন না; দিগম্বর। **শ্রমণ**—অন্য বিষয়ে পরিশ্রম না করিয়া যাঁহারা পরমার্থবিষয়েই পরিশ্রম করেন; সাধনকার্য্য-রত। **ঊর্দ্ধমন্থিনঃ**—ঊর্দ্ধরেতা; যাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ করেন না—স্ত্রীসঙ্গের ইচ্ছাও যাঁহাদের নাই। **শান্ত**—ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধিবশতঃ যাঁহাদের চিত্তে অন্য কামনা নাই, তাঁহাদিগকে শান্ত বলে। "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ২।১৯।১৩২॥" **অমলাঃ**—যাঁহাদের মধ্যে মলিনতা নাই; বিশুদ্ধচিত্ত। **সন্ন্যাসী**—দেহ-দৈহিক বিষয় সম্যকরূপে ত্যাগ করিয়াছেন যিনি। **ব্রহ্মাখ্য ধাম**—ব্রহ্মনামক তেজ (অঙ্গকান্তি)। **ধাম**—তেজ, কিরণ, কান্তি।

ব্রহ্মচর্য্য-ক্লেশসহিষ্ণু সন্ন্যাসিগণ শ্রীভগবানের ব্রহ্ম-নামক তেজ বা অঙ্গকান্তিকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি। এই শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের উক্তি। সাযুজ্য-মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ সিদ্ধাবস্থায় যে জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ধাম প্রাপ্ত হয়েন, অন্যত্রও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥১।৫।৩২॥ সিদ্ধ লোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণাঃ হতাঃ ॥ ভ, র, সি, পূ, ২।১৩৮॥"

এই পর্য্যন্ত "যদদ্বৈতং"-শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থ শেষ হইল।

১২। এক্ষণে "যদদ্বৈতং" শ্লোকের "য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভব" এই দ্বিতীয় চরণের অর্থ করিতেছেন। যোগশাস্ত্রে যেই ভগবৎস্বরূপকে অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বলা হয়, তিনিও শ্রীগোবিন্দের অংশমাত্র, ইহাই তাৎপর্য্য।

আত্মান্তর্য্যামী—আত্মা (পরমাত্মা) ও অন্তর্য্যামী। ইনি প্রত্যেক ব্যষ্টিজীবের হৃদয়ে অবস্থিত প্রাদেশ-পরিমিত চতুর্ভুজ পুরুষ। **যোগশাস্ত্র**—যোগ-মার্গ প্রতিপাদক শাস্ত্র। যাঁহারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ কামনা করেন, তাঁহাদিগকে যোগী বলে; তাঁহাদের অনুসরণীয় শাস্ত্রের নাম যোগশাস্ত্র। **অংশ-বিভূতি**—শ্রীগোবিন্দের অংশস্বরূপ বিভূতি (ঐশ্বর্য্য)।

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ ১৩

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪২)—
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৭ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবমবয়বশো বিভূতীরুপবর্ণ্য সামস্ত্যেন তাঃ প্রাহ, অথবেতি। বহুনা পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন বিভূতিবিষয়কেণ জ্ঞানেন তব কিং প্রয়োজনম্? হে অর্জ্জুন! চিদচিদাত্মকং হরবিরিঞ্চিপ্রমুখং কৃৎস্নং জগদহমেকেনৈব প্রকৃত্যান্তর্য্যামিনা-পুরুষাখ্যেনাংশেন বিষ্টভ্য প্রষ্টুত্বাৎ স্রষ্টা ধারকত্বাৎ ধৃত্বা ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্য পালকত্বাৎ পালয়িত্বা চ স্থিতোঽস্মীতি সর্জ্জনাদীনি মদ্বিভূতয়ঃ মদ্ব্যাপ্যেষু সর্ব্বেষ্বৈশ্বর্য্যাদিসর্ব্বাণি বস্তূনি মদ্বিভূতিতয়া বোধ্যানীতি ॥ বলদেব বিদ্যাভূষণঃ ॥ ৭ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩। শ্রীগোবিন্দের অংশ পরমাত্মা এক বস্তু, তিনি বহু নহেন; কিন্তু জীব অনন্ত; একই পরমাত্মা কিরূপে অনন্তকোটি জীবে অবস্থান করিতেছেন, সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। একই সূর্য্য যেমন অনন্ত স্ফটিকের প্রত্যেকটীতে প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মা অনন্তকোটি জীবে ব্যষ্টিজীবান্তর্য্যামিরূপে প্রকাশিত হয়েন। এস্থলে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রকাশত্বাংশেই দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য; সর্ব্ববিষয়ে এই দৃষ্টান্তের প্রযোজ্যতা নাই। অনন্তস্ফটিকে সূর্য্য প্রকাশিত হয় প্রতিবিম্বরূপে; প্রতিবিম্ব অবাস্তব বস্তু। কিন্তু জীব-হৃদয়ে পরমাত্মা প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়েন না—বাস্তবরূপেই প্রকাশিত হয়েন; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই এক হইয়াও তিনি অনন্তকোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতে পারেন। পরমাত্মার প্রতিবিম্ব সম্ভবপরও নহে; কারণ, পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন বিভু বস্তু। পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব; বিভু-বস্তুর প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে।

দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অনন্ত প্রকারের অনন্ত-জীব আছে; সৃষ্টি-লীলানুরোধে একই পরমাত্মা এই সমস্ত জীবের প্রত্যেকের মধ্যেই অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত। ইহা দেখিয়া, কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারে যে, বিভিন্ন জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মাও বিভিন্ন; এই আশঙ্কা-নিরসনের নিমিত্ত এই পয়ারে বলা হইল—পরমাত্মা একই বস্তু, বহু নহেন। আপন কর্ম্মফলে জীব মায়িক দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীবদেহে পরমাত্মার অবস্থিতি কর্ম্মফলজন্য নহে, ইহা তাঁহার লীলামাত্র; পরমাত্মার কর্ম্ম নাই, কারণ তিনি মায়াতীত। জীবদেহের সঙ্গে পরমাত্মার কোনও সম্বন্ধও নাই; তিনি নির্লিপ্তভাবে জীবান্তর্য্যামিরূপে জীবদেহে অবস্থিত। একই বায়ু যেমন বিভিন্ন বেণুরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ষড়্জাদি বিভিন্ন ভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একই পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন বলিয়া, আপাতঃ-দৃষ্টিতে দেহাদি-উপাধিভেদে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বিভিন্ন বেণুরন্ধ্রগত বায়ু যেমন একই বস্তু, তদ্রূপ বিভিন্ন জীব-দেহগত পরমাত্মাও অবিচ্ছিন্ন বস্তু। "বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদি-সংজ্ঞিতঃ। অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণ-২।১৪।৩২॥"

অনন্ত—অসংখ্য। **স্ফটিক**—এক রকম স্বচ্ছ প্রস্তর। **যৈছে**—যেমন। **এক-সূর্য্য**—একই সূর্য্য, বহু সূর্য্য নহে। **ভাসে**—প্রকাশিত হয়। একই সূর্য্য বহু স্ফটিকে প্রকাশিত হয়; বহু স্ফটিকে যে বহু প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহারা একই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, বহু সূর্য্যের প্রতিবিম্ব নহে। **তৈছে**—সেইরূপে। **জীবে**—অনন্ত-কোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে। **প্রকাশে**—প্রকাশিত হয়।

"তৈছে জীবে" ইত্যাদি স্থলে ঝামটপুরের গ্রন্থে "তৈছে গোবিন্দের অংশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ।" এইরূপ পাঠান্তর আছে। এস্থলে ব্রহ্মাণ্ডে অর্থ—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনন্তকোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে।

এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপে গীতা ও ভাগবতের শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। **অন্বয়**। অথবা (কিম্বা) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) এতেন (এইরূপ) বহুনা (পৃথক্ পৃথক্

তথাহি (ভাঃ ১।৯।৪২)—

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৮ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পরমাত্মত্বস্থাপনায় তত্র বিভুমত্বং দর্শয়ন্ স্বমত্যুপকল্পনমেবোপসংহরতি তমিতি। তমিমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামিরূপেণ নিজাংশেন শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতম্। কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যুক্তদিশা তত্তদ্রূপেণ ভিন্নমূর্ত্তিমংস্থ বসন্তমপি একমভিন্নমূর্ত্তিমেব সমধিগতোঽস্মি। অয়ং পরমানন্দবিগ্রহ এব ব্যাপকঃ স্বান্তর্ভূতেন নিজাকারবিশেষেণান্তর্য্যামিতয়া তত্র তত্র স্ফুরতীতি বিজ্ঞাতবানস্মি। যতোঽহং বিধূতভেদমোহঃ। অতৈব কৃপয়া দূরীকৃতো ভেদমোহো ভগবদ্বিগ্রহস্য ব্যাপকত্বাসম্ভাবনাজনিত-নানাত্ব-জ্ঞানলক্ষণো মোহো যস্য তথা-ভূতোঽহম্। তেষু ব্যাপকত্বে হেতুঃ। আত্মকল্পিতানাং আত্মন্যেব পরমাশ্রয়ে প্রাদুষ্কৃতানাম্। অত্র দৃষ্টান্তঃ প্রতিদিশমিতি। প্রাণিনাং নানাদেশস্থিতানামবলোকনং প্রতি যথৈক এবার্কো বৃক্ষকুড্যাদ্যপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সংপূর্ণত্বেন সব্যবধানত্বসংপূর্ণত্বেনানেকধা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তোঽয়মেকস্যৈব তত্র তত্রোদয় ইত্যেতন্মাত্রাংশে। বস্তুতস্তু ভগবদ্বিগ্রহোঽচিন্ত্যশক্ত্যা তথা তথা ভাসতে। সূর্য্যস্তু দূরস্থবিস্তীর্ণাত্মতাস্বভাবেনেতি শেষঃ। অথবা তং পূর্ব্ববর্ণিত-স্বরূপং ইমমগ্রত এবোপবিষ্টং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি সন্তমপি সমধিগতোঽস্মি, যদপ্যন্তর্য্যামিরূপমেতস্মাদ্রূপাদন্যাকারং তথাপ্যেতদ্রূপমেবাধুনা তত্র তত্র তথা পশ্যামি সর্ব্বতো মহাপ্রভাবস্যৈব তস্য রূপস্যাগ্রতোঽন্যস্য রূপস্য স্ফুরণাশক্তেরিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তো দেশভেদেঽপ্যভেদ-বোধনায় জ্ঞেয়ম্ ন তু পূর্ণত্ববিবক্ষায়ৈ ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনেক বিষয়ে) জ্ঞাতেন (জ্ঞানদ্বারা) তব (তোমার) কিং (কি) [প্রয়োজনং] (প্রয়োজন) ? অহং (আমি) একাংশেন (এক অংশ দ্বারা—পরমাত্মরূপে) ইদং (এই) কৃৎস্নং (সকল) জগৎ (জগৎ) বিষ্টভ্য (ব্যাপিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত)।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, "অথবা, হে অর্জ্জুন! পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই সকল বহু বিষয় জানিবার তোমার প্রয়োজন কি ? আমিই এক অংশদ্বারা (পরমাত্মরূপে) এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি"। ৭।

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজের অনেক বিভূতির বিষয়ে উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—অর্জ্জুন! পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক বিভূতির কথা জানিয়া কি হইবে ? এক কথাতেই সমস্ত বলিতেছি শুন। এই যে চিজ্জড়াত্মক জগৎ দেখিতেছ—যাহাতে চিৎ—জীব এবং জড়—প্রকৃতি, এই দুইই বর্ত্তমান—আমিই এক অংশে, পরমাত্মরূপে তাহাকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি ; প্রকৃতির অন্তর্য্যামি যে পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামি যে পুরুষ, কিম্বা ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামি যে পুরুষ—তাঁহাদের প্রত্যেকেই আমার অংশ। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—তাঁহারাও আমারই অংশ—সৃষ্টিকর্ত্তারূপে আমিই জগতের সৃষ্টি করি, পালনকর্ত্তারূপে আমিই জগতের পালন করি, সংহারকর্ত্তারূপে আমিই জগতের সংহার করি। আমি সর্ব্বব্যাপী, আমিই সমস্তকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং সমস্ত জীবে যে শ্রীগোবিন্দের অংশ প্রকাশিত আছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৮। অন্বয়। প্রতিদৃশং (প্রত্যেকের দৃষ্টিতে) নৈকধা (বহু প্রকারে) [প্রতিভাতং] (প্রতিভাত) একং (একই) অর্কং ইব (সূর্য্যের ন্যায়), আত্মকল্পিতানাং (স্ব-নির্ম্মিত) শরীরভাজাং (দেহধারী প্রাণিগণের) হৃদি হৃদি (হৃদয়ে হৃদয়ে—প্রত্যেকের হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতং (অধিষ্ঠিত) তং (সেই) ইমং (এই) অজং (জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণকে) বিধূত-ভেদমোহঃ (দূরীভূত-ভেদমোহ) অহং (আমি) সমধিগতঃ (প্রাপ্ত) অস্মি (হইয়াছি)।

অনুবাদ। ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—"একই সূর্য্য যেরূপ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন লোকের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ জন্মরহিত এই শ্রীকৃষ্ণও স্বনির্ম্মিত জীবকুলের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকাশিত হয়েন। (এই শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় অদ্য) আমার ভেদ-মোহ দূরীভূত হওয়ায় সেই এই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম (উপলব্ধি করিতে পারিলাম)। ৮।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রতিদৃশং—বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জীব আছে; তাহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে। **নৈকধা**—ন একধা; একরূপে নহে, বহুরূপে। **অর্ক**—সূর্য্য। একটীমাত্র সূর্য্য আকাশে আছে; কিন্তু বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন লোকের প্রত্যেকেই যেমন আকাশস্থ ঐ একই সূর্য্যকে তাহার নিকটে বলিয়াই মনে করে, এইরূপে ঐ একই সূর্য্য যেমন বহুস্থানে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ। **আত্মকল্পিতানাং**—শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মিত। **শরীরভাজাং**—দেহধারী জীবগণের। দেহধারী জীবগণ যে শ্রীভগবানেরই রচিত, "আত্মকল্পিতানাং শরীরভাজাং" বাক্যে তাহাই বলা হইল। **তং**—সেই পরমাত্মাকে, যিনি দেহীদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। **ইমং**—এই সম্মুখভাগে দৃষ্ট। **অজং**—যাঁহার জন্ম নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **বিধুতভেদমোহঃ**—যাঁহার ভেদ-জ্ঞানরূপ মোহ দূরীভূত হইয়াছে (সেই আমি—ভীষ্ম)। **ভেদমোহ**—ভেদজ্ঞানরূপ মোহ। ভীষ্মদেব বলিতেছেন—"শ্রীভগবান্ অনন্ত কোটি জীব সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মরূপে তাহাদের প্রত্যেকের চিত্তেই অবস্থান করেন। ভগবদ্‌বিগ্রহের বিভুত্ব অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন জীবের হৃদয়ে অবস্থিত বিভিন্ন পরমাত্মাকেও আমি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করিতাম। (জীবহৃদয়স্থিত পরমাত্মগণকে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মনে করাই ভেদজ্ঞান)। এই ভেদ-জ্ঞানরূপ যে মোহ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাহা এখন আমার দূরীভূত হইয়াছে। এই মোহ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়াই আমি এখন উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, শ্রীভগবদ্‌-বিগ্রহ বিভু—সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তিনি এক হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে অনন্তকোটি জীবের হৃদয়ে অনন্তকোটি অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন; এবং আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে—এই যে আমার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন—ইনিই পরমাত্মরূপে অনন্তকোটি জীবে অবস্থিত। আকাশস্থ একই সূর্য্য যেমন বহুস্থানে অবস্থিত বহুলোকের প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ একই শ্রীকৃষ্ণ অনন্তকোটি জীবের চিত্তে পরমাত্মরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। একই বস্তুর বহুরূপে প্রকাশত্বাংশেই এই দৃষ্টান্ত। সূর্য্য দূরদেশে অবস্থিত বলিয়া বহুস্থান হইতে দৃষ্ট হয়; কিন্তু পরমাত্মা বিভু বলিয়া এক হইয়াও বহুস্থানে বহুরূপে প্রকটিত হয়েন। ১৩শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪। **সেইত গোবিন্দ**—ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা যাঁহার অংশ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দ। স্বয়ং তিনিই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যে ও শ্রীগোবিন্দে কোনও পার্থক্য নাই। **জীবনিস্তারিতে** ইত্যাদি—মায়াবদ্ধজীবের নিস্তার-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের মত দয়ালু আর কেহই নাই। জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত অনেক সময়ে অনেক অবতার জগতে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া যেরূপ সার্ব্বজনীন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, এরূপ আর কাহারও হয় নাই। কেবল ইহাই নহে—অন্যান্য অবতার জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মাদির উপদেশ দিয়া জীবের উদ্ধারের উপায় করিয়াছেন; কিন্তু যদ্দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অন্তরঙ্গ-সেবা পাওয়া যায়, সেই প্রেমভক্তি শ্রীচৈতন্য ব্যতীত আর কেহই দেন নাই, দিতে পারিতেনও না; কারণ, দুর্ল্লভ ব্রজপ্রেম ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহই দিতে পারেন না। "সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ল, ভা, পূ ৫।৩৭॥" ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার বিশিষ্টতা। সকল অবতারই জীব-নিস্তারের উপায় উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আস্বাদন-লাভের উপায়টী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অপর কেহই জানান নাই, দেনও নাই। ইহাই জীব-নিস্তার-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার বৈশিষ্ট্য।

যদদ্বৈতং শ্লোকের মর্ম্মানুসারে ব্রহ্ম হয়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশবিভব; কিন্তু ঐ শ্লোকের অর্থ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার তাঁহার উক্তির প্রমাণস্বরূপে ব্রহ্মসংহিতার, শ্রীমদ্‌ভাগবতের এবং শ্রীগীতার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, শ্রীগোবিন্দের বা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম এবং তাঁহারই অংশ অন্তর্য্যামী;

পরব্যোমেতে বৈসে—নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥ ১৫
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
'পূর্ণ তত্ত্ব' যাঁরে কহে—নাহি যাঁর সম ॥ ১৬
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি বা অংশ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন না। এজন্য কাহারও সন্দেহ জন্মিতে পারে আশঙ্কা করিয়াই এই পয়ারে বলিলেন, শ্রীগোবিন্দে ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে কোনও পার্থক্য নাই; জীব-নিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—এতদুভয়ের একত্ব-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তিই ব্রহ্ম এবং তাঁহারই অংশ পরমাত্মা। এপর্য্যন্ত "যদদ্বৈতং" শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অর্থ শেষ হইল।

১৫। এক্ষণে "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ ইত্যাদি" অংশের অর্থ করিতেছেন। পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিলাস, ইহাই স্থূলার্থ।

পরব্যোম—মহাবৈকুণ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণরূপ ব্যতীত অন্য যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটী চিন্ময় নিত্যধাম আছে; এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ধামসমূহের সমষ্টিগত নাম পরব্যোম। পরব্যোমের অধিপতি ভগবৎস্বরূপের নাম শ্রীনারায়ণ। তাঁহার কান্তার নাম শ্রীলক্ষ্মী। **বৈসে**—বসেন; অধিপতিরূপে বিরাজ করেন। **ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ**—সমগ্র ঐশ্বর্য্য (সর্ব্ববশীকারিত্বের সমগ্রশক্তি), সমগ্র বীর্য্য (মণিমন্ত্রাদির ন্যায় অচিন্ত্য শক্তি), সমগ্র যশঃ (সদ্‌গুণের খ্যাতি), সমগ্র শ্রী (সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ), সমগ্রজ্ঞান (সর্ব্বজ্ঞতা) এবং সমগ্র বৈরাগ্য (প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি), এই ছয় রকম ভগ বা ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণরূপে যাঁহাতে বিদ্যমান, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। **লক্ষ্মীকান্ত**—লক্ষ্মীদেবীর কান্ত বা পতি; লক্ষ্মী যাঁহার কান্তা।

এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ :—যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্, তাঁহার নাম নারায়ণ; তিনি পরব্যোমে বিরাজ করেন।

১৬। **বেদ**—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদ; ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্রই বেদ। **ভাগবত**—শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ। **উপনিষদ্**—বেদের ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণায়ক অংশের নাম উপনিষদ। **আগম**—তন্ত্রশাস্ত্র। **যাঁরে**—যে ভগবান্ নারায়ণকে। **পূর্ণতত্ত্ব**—পূর্ণবস্তু; যাহাতে কোনও কিছুরই অভাব নাই। **নাহি যাঁর সম**—যাঁহার সমান আর কেহ নাই।

১৭। **ভক্তিযোগে**—ভক্তিমার্গের সাধনে। ভগবান্‌কে সেব্য এবং নিজকে সেবক মনে করিয়া ভগবানের সেবা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যিনি ভজন করেন, তাঁহাকে বলে ভক্ত, আর তাঁহার সাধনকে বলে ভক্তিযোগ। **যাঁহার দর্শন**—যে নারায়ণের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পায়েন (ভক্ত)। যাঁহারা ভক্তিমার্গের উপাসক, একমাত্র তাঁহারাই শ্রীভগবানের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পাইতে পারেন। **যেন**—যেমন। **সবিগ্রহ**—বিগ্রহের সহিত; করচরণাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি। **দেবগণ**—সূর্য্যলোকবাসী, অথবা সূর্য্যলোকের নিকটবর্ত্তী দেবতাগণ। যে সমস্ত দেবতা সূর্য্যলোকে, অথবা সূর্য্যলোকের নিকটবর্ত্তী কোনও লোকে বাস করেন, তাঁহারা সূর্য্যের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপ দেখিতে পায়েন। তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তি-মার্গের উপাসক, ভক্তির কৃপায় তাঁহারা ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইয়া যায়েন বলিয়া, শ্রীভগবানের কর-চরণাদি-বিশিষ্টরূপের দর্শন পায়েন। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষই ভক্তি; তাই ভক্তির কৃপায় জীব শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারে, সুতরাং শ্রীভগবানের করচরণাদি-বিশিষ্ট রূপও দর্শন করিতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

জ্ঞান-যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্মআত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ ১৮
উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা ॥ ১৯
সেই নারায়ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।
একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার-বিভেদ ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮। **জ্ঞান-যোগমার্গে**—জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে। যাঁহারা ভগবানের নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতিকে জ্ঞানমার্গ বলে। যাঁহারা পরমাত্মার সহিত সংযোগ কামনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা-পদ্ধতিকে যোগ বলে। **তাঁরে**—ভগবান্ নারায়ণকে। **ব্রহ্ম-আত্মারূপে**—(জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে এবং (যোগমার্গের উপাসকগণ) পরমাত্মারূপে। যাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহারা ভগবানের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন; আর যাঁহারা যোগমার্গের উপাসক, তাঁহারা পরমাত্ম-স্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ইঁহাদের কেহই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণ-স্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন না; স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনুভব তো দূরের কথা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পয়ারে বলা হইল, ভক্ত ভগবানের দর্শন পায়েন, জ্ঞানী তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে এবং যোগী তাঁহাকে পরমাত্মরূপে অনুভব করেন; ইহাতে বুঝা গেল, ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী এই তিনজনেই ভগবানের অনুভব লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এই তিন জনের অনুভবের যে পার্থক্য আছে, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে। ভক্তের অনুভব যোগীর অনুভবের তুল্য নহে; আবার যোগীর অনুভবও জ্ঞানীর অনুভবের তুল্য নহে। উপাসনার পার্থক্যই এই অনুভব-পার্থক্যের হেতু (পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই অনুভব-পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত সূর্য্যের উপমা দেওয়া হইয়াছে। একই সূর্য্যকে, পৃথিবীস্থ জীবগণ দেখে কিরণ-জালরূপে, দেবতারা দেখেন বিগ্রহরূপে এবং সূর্য্যলোক-বাসিগণ দেখেন তাঁহার কর-চরণ-বিশিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার রথাদির বৈশিষ্ট্য। তদ্রূপ, শ্রীভগবান্ একই বস্তু হইলেও জ্ঞানী অনুভব করেন তাঁহার অঙ্গকান্তিরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে, যোগী অনুভব করেন তাঁহার অংশস্বরূপ পরমাত্মাকে এবং ভক্ত অনুভব করেন তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ স্বরূপকে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের শক্তির বিলাস নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, লীলা নাই; সুতরাং জ্ঞানিগণ কেবল আনন্দ-সত্তা মাত্র অনুভব করেন। পরমাত্মার রূপ আছে, সৃষ্টিকার্য্য-সম্বন্ধিনী লীলাও আছে; কিন্তু জীব-সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, সাক্ষিমাত্র; ভক্তচিত্ত-বিনোদনার্থ বৈচিত্র্যময়ী লীলাও তাঁহার নাই। যোগী তাঁহাকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার লীলার অভাবে আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব করিতে পারেন না। তথাপি, জ্ঞানীর অনুভব অপেক্ষা যোগীর অনুভব শ্রেষ্ঠ; কারণ, যোগী ভগবানের একটী আনন্দ-ঘনরূপের মাধুর্য্য অন্তরে অনুভব করিতে পারেন। ভক্তের উপাস্য ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ: তাঁহার পরিকর আছেন, পরিকরদের সহিত লীলাও আছে। ভক্ত তাঁহাকে ভিতরেও অনুভব করিতে পারেন, বাহিরেও অনুভব করিতে পারেন; তাঁহার পরিকরত্ব লাভ করিয়া তাঁহার সেবা-সুখ-বৈচিত্রীও অনুভব করিতে পারেন; সুতরাং জ্ঞানী ও যোগীর অনুভব অপেক্ষা ভক্তের অনুভব শ্রেষ্ঠ।

উপাসনা-ভেদে—উপাসনার (সাধনের) পার্থক্য অনুসারে। "উপাসনানুসারেণ দত্তে হি ভগবান্ ফলম্। —সাধকের উপাসনানুসারেই ভগবান্ ফল দিয়া থাকেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ।৪।২৮৯॥" **জানি ঈশ্বর-মহিমা**—ঈশ্বরের মহিমা জানা যায়; যাঁহার যেরূপ উপাসনা, তাঁহার ভগবদনুভবও তদনুরূপ হয়। **অতএব সূর্য্য** ইত্যাদি—এই জন্য সূর্য্যের সঙ্গে ভগবানের উপমা দেওয়া হইয়াছে। একই-সূর্য্য যেমন বিভিন্ন স্থানবাসীর নিকটে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তদ্রূপ একই ভগবান্ বিভিন্ন উপাসকের নিকটে বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়েন। ২।৯।১৪১ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২০। "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণ য ইহ ভগবান্" ইত্যাদি বাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন। যেই নারায়ণকে বিভিন্ন উপাসক বিভিন্নরূপে অনুভব করেন, সেই নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।

স্বরূপ-অভেদ—স্বরূপে অভিন্ন; স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনারায়ণ একই বস্তু; উভয়েই সচ্চিদানন্দ-

ইঁহো ত দ্বিভুজ, তিঁহো ধরে চারি হাথ।
ইঁহো বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥ ২১

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৯ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাঃ মম কিমায়াতং তত্রাহ—নারায়ণস্ত্বমিতি। নহীতি কাকা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি কুতোহং নারায়ণ ইতি চেদত আহ—সর্ব্বদেহিনামাত্মাসীতি। এবমপি কিং নারায়ণো ন ভবসি নারং জীবসমূহোঽয়নম্ আশ্রয়ো যস্য স তথেতি ত্বমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মত্বান্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ! ত্বং নারায়ণো নহীতি পুনঃ কাকু অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ ততশ্চ নারস্যায়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স তথেতি পুনস্তমেবাসাবিতি। কিঞ্চ, ত্বমখিল-লোক-সাক্ষী অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি, অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। নন্বেবং নারায়ণ-পদব্যুৎপত্তৌ ভবেদেবং তত্ত্বন্যথা প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নারায়ণোঽঙ্গমিতি। নরাদ্ভূতা যেঽর্থাঃ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাং যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ, তথা স্মর্য্যতে—"নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥" ইতি। তথা—আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইতি চ। নন্বু মন্মূর্ত্তেরপরিচ্ছিন্নায়াঃ কথং জলাশ্রয়ত্বমত আহ, তচ্চাপি সত্যং নেতি ॥ শ্রীধরস্বামী।

নারায়ণস্ত্বম্ যদ্বা অধীশ প্রথমপুরুষস্যাপ্যুপরিবর্ত্তমানো নারায়ণস্ত্বং নারাণাং দ্বিতীয়-তৃতীয়-পুরুষভেদানাং সমূহো নারং তৎসমষ্টিরূপঃ প্রথমপুরুষ এব তস্যাপ্যয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স অতঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মা যস্তৃতীয়পুরুষো যশ্চাখিল-লোকসাক্ষী দ্বিতীয়পুরুষো যশ্চ নরভূজলায়নাৎ তৃতীয়পুরুষো নারায়ণঃ সন্নসি কিন্তু স স তবাঙ্গং ত্বং পুনরঙ্গীত্যর্থঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥

তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাস্তেন মম কিং তত্রাহ, নারায়ণস্ত্বং নহীতি কাকা নারায়ণো ভবস্যেবেত্যর্থঃ। হে অধীশ! ঈশানামপ্যধিপতে! "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি ত্বদুক্তেঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি আত্মত্বাদেবাখিল

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঘন-বিগ্রহ। **একই বিগ্রহ**—তাঁহাদের বিগ্রহ (দেহ) স্বরূপতঃ একই, অভিন্ন। **আকার-বিভেদ**—আকার-অর্থ অঙ্গ-সন্নিবেশ; বিভেদ অর্থ পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও অঙ্গ-সন্নিবেশে তাঁহাদের পার্থক্য আছে। শ্রীনারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল; কারণ, "একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম। ১।১.৩৮॥" পরবর্ত্তী ৪৭শ পয়ারে গ্রন্থকার স্পষ্টভাবেই নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়া তত্ত্ব-নির্ণয় করিয়াছেন। "অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম-নারায়ণ। তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ত্ব-নিরূপণ॥" আকার-বিভেদের পরিচয় পরবর্ত্তী পয়ারে দেওয়া আছে।

২১। **ইঁহো**—শ্রীকৃষ্ণ। **তিঁহো**—শ্রীনারায়ণ। **চক্রাদিক সাথ**—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। শ্রীকৃষ্ণের দুই হাত, কিন্তু শ্রীনারায়ণের চারি হাত; শ্রীকৃষ্ণের হাতে থাকে বেণু; কিন্তু শ্রীনারায়ণের হাতে থাকে, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তাই, আকারে শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে পার্থক্য আছে; অথচ স্বরূপতঃ তাঁহারা অভিন্ন; এজন্য শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যে স্বরূপতঃ অভিন্ন, নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৯। অন্বয়। ত্বং (তুমি) নারায়ণঃ (নারায়ণ) ন হি (নও)? [অপি তু নারায়ণ এব ত্বং] (বাস্তবিক তুমি নারায়ণই হও); [যতঃ] (যে হেতু) সর্ব্বদেহিনাং (সমস্ত দেহীদিগের) আত্মা (আত্মা) অসি (হও); অধীশ (হে ঈশ্বর-সমূহের অধিপতে)! [ত্বম্] (তুমি) অখিল-লোকসাক্ষী (সমস্ত লোকের দ্রষ্টা) [অসি] (হও); নরভূজলায়নাৎ (জীব-হৃদয়ে এবং জলে বাসহেতু) [যঃ প্রসিদ্ধঃ]

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

লোকসাক্ষী চ স চ নারায়ণো জীবমাত্রান্তর্য্যামিত্বাদাত্মা সাক্ষী চেত্যতস্ত্বদেকাংশ এব সোঽবগম্যতে ইতি ত্বমেব স ইত্যর্থঃ। নন্থ ব্রহ্মন্নহং কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামা বৃন্দাবনস্থঃ, স তু নারশব্দোক্তজলস্থত্বান্নারায়ণনামেত্যতঃ কথমহমেব স ইতি তত্রাহ—নরভূজলায়নাৎ—"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইতি নিরুক্তের্নরোদ্ভূতজলবর্ত্তিত্বাৎ যো নারায়ণঃ স তবাঙ্গং ত্বদংশত্বাদিতিভাবঃ অতস্তৎকুক্ষিগতোঽপ্যহং ত্বৎকুক্ষিগত এব। কিঞ্চ, "স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য" ইত্যুক্ত্যা তব বালবপুর্ব্বাসুদেববপুশ্চ সচ্চিদানন্দময়ত্বেনৈব বর্ণিতং তথা তচ্চাপ্যঙ্গং নারায়ণাখ্যং সত্যং সর্ব্বকাল-দেশবর্ত্তি-শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং এব, নতু বৈরাজস্বরূপমিব মায়য়া মায়িকমিত্যর্থঃ। চকারাদন্যদপি মৎস্যকূর্ম্মাদ্যঙ্গং সত্যম্॥ চক্রবর্ত্তী॥ ৯॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তব (তোমার) অঙ্গং (দেহ, মূর্ত্তি), তৎ (সেই অঙ্গ) চ অপি (ও) সত্যং (অপ্রাকৃত, সত্য) এব (ই), [তৎ] তাহা) তব (তোমার) মায়া (মায়া) ন (নহে)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন "তুমি কি নারায়ণ নও? (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি নারায়ণ ; যেহেতু) তুমি সমস্ত দেহীদিগের আত্মা হও ; এবং হে অধীশ! তুমি সকল-লোকের সাক্ষী হও (অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কর্ম্ম সকল নিরীক্ষণ কর) ; আর, জীবের হৃদয় এবং জল যাঁহার আশ্রয়, (সেই প্রসিদ্ধ) নারায়ণও তোমার অঙ্গ (বা মূর্ত্তি-বিশেষ) ; তাহাও (তোমার অঙ্গ এই নারায়ণও) সত্যবস্তু, তাহা তোমার মায়া (মায়িক বস্তু) নহে। ৯।

প্রকট-ব্রজলীলা-কালে গোপশিশুগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বৎস-চারণ করিতেন, তখন এক দিন ব্রহ্মা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য গোপশিশুগণকে এবং সমস্ত বৎসগণকে চুরি করিয়াছিলেন ; পরে নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া অপরাধ-ক্ষমার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা যাহা নিবেদন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে ; "নারায়ণস্ত্বং" মিত্যাদি শ্লোকও ঐ সমস্ত শ্লোকের মধ্যে একটী। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি?—আমি কি তোমা হইতেই উৎপন্ন হই নাই? অর্থাৎ আমি তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি।" একথা বলিয়াই ব্রহ্মা আশঙ্কা করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন—"ব্রহ্মন্! তুমি তো নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছ ; আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ—একথা কেন বলিতেছ?" এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা **"নারায়ণাস্ত্বমিত্যাদি"** শ্লোকে বলিলেন "হে শ্রীকৃষ্ণ! নারায়ণস্ত্বং ন হি? তুমি কি নারায়ণ নহ? অর্থাৎ তুমিই নারায়ণ—মূল নারায়ণই তুমি। কিরূপে তুমি নারায়ণ, তাহা বলিতেছি।" "নার" এবং "অয়ন" এই শব্দদ্বয়ের সমবায়ে "নারায়ণ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। "নার" এবং "অয়ন" এই দুইটী শব্দের বিভিন্ন রূপ অর্থ করিয়া ব্রহ্মা দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ। প্রথমতঃ "নারং জীবসমূহঃ—নার শব্দের অর্থ জীব-সমূহ, সমস্ত জীবগণ (শ্রীধর স্বামী)," আর "অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়।" নার (অর্থাৎ জীবসমূহ) আশ্রয় যাঁহার তিনি নারায়ণ। পরমাত্মরূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি জীবের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন ; সুতরাং নার বা জীবসমূহই পরমাত্মার (বা পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের) আশ্রয় বা অয়ন বলিয়া পরমাত্মাই নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মার মূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ। এইরূপ অর্থ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা বলিলেন **"সর্ব্বদেহিনাং আত্মা অসি**—হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সমস্ত জীবেরই আত্মা বা পরমাত্মা ; পরমাত্মরূপে তুমি জীব-সমূহের (নারের) মধ্যে অবস্থান করিতেছ ; সুতরাং জীব-সমূহ (বা নার) তোমার আশ্রয় (বা অয়ন) ; কাজেই তুমি নারায়ণ!" দ্বিতীয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে "অধীশ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। **অধীশ**—ঈশানাং অধিপতিঃ (চক্রবর্ত্তী) ; ঈশ্বর-সমূহের অধিপতি বা প্রবর্ত্তক। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই তিন পুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অব্যবহিত কারণ ; সুতরাং এই তিন পুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের এবং জীব-সমূহের ঈশ্বর ; আবার শ্রীকৃষ্ণ হইতেই এই তিন পুরুষের উদ্ভব, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রবর্ত্তক বা অধীশ্বর। সুতরাং উক্ত ঈশ্বর-সমূহের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণই হইলেন অধীশ।

অস্যার্থঃ—

শিশু-বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ।　　অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ— ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উক্ত তিন পুরুষের প্রত্যেকের সাধারণ নাম নারায়ণ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আশ্রয় (অয়ন) বা মূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মূল নারায়ণ। অথবা, **নার**—নর-সম্বন্ধি বস্তু; নর-সম্বন্ধে ঈশ্বর বলিয়া উক্ত পুরুষত্রয়কেও "নার" বলা যায়; আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের (নারের) অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ (অধীশ-শব্দের ধ্বনি হইতে এইরূপ অর্থ হইতে পারে)। তৃতীয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব স্থাপন করিতে যাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমিই নারায়ণ, যেহেতু তুমি **অখিল-লোকসাক্ষী**।" অখিল-লোক-শব্দে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সমূহে যত প্রাকৃত জীব আছে এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিতে যত অপ্রাকৃত জীব আছে, সেই সমস্ত জীবকে (নারকে) বুঝায়। এই সমস্ত জীবের (নারের) সাক্ষী—অখিল-লোকসাক্ষী। যিনি দেখেন, তাঁকে বলে সাক্ষী; শ্রীকৃষ্ণ অখিল-লোকের ত্রৈকালিক কর্ম্মাদি দেখেন বলিয়া তিনি অখিল-লোকসাক্ষী। অয়্ ধাতুর এক অর্থ—জানা বা দেখা। (নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণঃ ইতি চক্রবর্ত্তী)। অয়্ ধাতু হইতে অয়ন-শব্দ নিষ্পন্ন; সুতরাং অয়ন-শব্দের অর্থ—জানা বা দেখা। অখিল-লোকের (নারের) (ত্রৈকালিক কর্ম্মের) জানা বা দেখা (অয়ন) যাঁহা দ্বারা হয় অর্থাৎ যিনি অখিল-লোকসাক্ষী, তিনিই নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ অখিল-লোকের ত্রৈকালিক কর্ম্মের সাক্ষী বলিয়া তিনিই নারায়ণ। এই পর্য্যন্ত বলিয়া ব্রহ্মার মনে আর একটী আশঙ্কার উদয় হইল। তিনি মনে করিলেন, নার-শব্দের একটী অর্থ জল (আপো নারা); এই জলই অয়ন বা আশ্রয় যাঁহার তিনিই নারায়ণ; প্রথম-পুরুষ কারণ-জলে থাকেন, সুতরাং কারণ-জল (নারা) তাঁহার আশ্রয় বলিয়া তিনিই নারায়ণ। এইরূপে গর্ভোদক দ্বিতীয়-পুরুষের আশ্রয় বলিয়া তিনিও নারায়ণ এবং ক্ষীরোদক তৃতীয়-পুরুষের আশ্রয় বলিয়া তিনিও নারায়ণ; এইরূপে তিন পুরুষই নারায়ণ হয়েন। আবার নর হইতে উদ্ভব যাহাদের, তাহাদিগকে নার বলা যায়; সুতরাং নরোদ্ভব জীব-সমূহই (নারই) আশ্রয় বা অয়ন যাঁহার (যে পরমাত্মার) তিনিও নারায়ণ। এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মা আশঙ্কা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন যে, "ব্রহ্মন্! নারা বা জল যাঁহাদের অয়ন বা আশ্রয়, সেই পুরুষাবতারত্রয়ই নারায়ণ হইতে পারেন; অথবা নরোদ্ভব জীব-সমূহই (বা তাহাদের হৃদয়ই) যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ হইতে পারেন। তুমি আমাকে নারায়ণ বলিতেছ কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ।" **নর**—বিষ্ণু (শব্দকল্পদ্রুমধৃত মেদিনীকোষ)। **নরভূ**—নর (বিষ্ণু) হইতে উদ্ভূত।

নরভূজলায়নাৎ—নরভূ (নর হইতে উদ্ভূত জীব বা জীব-হৃদয়) এবং জলই অয়ন (আশ্রয়) = নরভূ-জলায়ন। নরভূজলায়নাৎ অর্থাৎ জীব-হৃদয়কে এবং জলকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া যিনি **নারায়ণ**-নামে প্রসিদ্ধ, সেই নারায়ণ তোমারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) অঙ্গ (অংশ), আর তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহার অঙ্গী (অংশী); অংশ ও অংশীর অভেদ-বশতঃ, তুমিই (শ্রীকৃষ্ণই) নারায়ণ। আবার আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ তো অপরিচ্ছিন্ন বিভুবস্তু, তাঁহার অংশও অপরিচ্ছিন্ন বিভুবস্তু; শ্রীকৃষ্ণের অংশ যে নারায়ণ, তিনি কিরূপে পরিচ্ছিন্ন জীবের হৃদয়ে এবং জলে অবস্থান করেন? তবে কি নারায়ণ পরিচ্ছিন্ন অনিত্য মায়িক বস্তু? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা আবার বলিলেন—"না, তাহা নয়; তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া—তোমার অংশ যে নারায়ণ, তিনিও সচ্চিদানন্দময়, সত্য, সর্ব্বদেশ-কালবর্ত্তী এবং শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক; তিনি বৈরাজ-স্বরূপের ন্যায় মায়িক বস্তু নহেন।"

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২২। "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন ২২-২৫ পয়ারে। **শিশু-বৎস** শিশু ও বৎস; গোপশিশু ও গোবৎস; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার সখা যে সকল গোপ-বালক বৎস চরাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহারা যে সমস্ত বৎসকে চরাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে। **হরি**—হরণ করিয়া, চুরি করিয়া। **ক্ষমাইতে**—ক্ষমা করাইতে (শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা); **মাগেন**—যাচ্ঞা করেন। **প্রসাদ**—প্রসন্নতা, কৃপা (শ্রীকৃষ্ণের)।

তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা-মাতা -- আমি তোমার তনয় ॥ ২৩
পিতা-মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম—মোরে করহ প্রসাদ ॥ ২৪
কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ? ॥ ২৫
ব্রহ্মা বলেন—তুমি কি না হও নারায়ণ ?।
তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ—॥ ২৬
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্ট্যে যত জীব-রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অনেক গোপ-বালক বৎস চরাইতে গিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের আবার অনেক বৎস ছিল। ব্রহ্মা ঐ সমস্ত গোপ-বালককে এবং সমস্ত বৎসকে চুরি করিয়াছিলেন; পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কার্য্যদ্বারা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইয়াছেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা করিলেন— যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করেন। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি।

২৩। এই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি। **তোমার**—শ্রীকৃষ্ণের। **নাভিপদ্ম**—নাভিরূপ পদ্ম। **জন্মোদয়**—জন্মরূপ উদয়; উদ্ভব। **তনয়**—পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার নাভিপদ্ম হইতেই আমার উদ্ভব; সুতরাং তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা; আমি তোমার পুত্র।" "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন "জগদ্ভ্রয়াস্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ। বিনির্গতোঽজস্থিতি বাঙ্ন বৈ মৃষা কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি। শ্রীভা ১০।১৪।১৩॥" এই শ্লোকের মর্ম্মই এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৪। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা; আমি তোমার সন্তান। অজ্ঞ সন্তান পিতা-মাতার নিকট কত অপরাধই করিয়া থাকে; পিতামাতা অপরাধী সন্তানকে দণ্ড দিতে সমর্থ;-কিন্তু স্নেহবশতঃ দণ্ড না দিয়া তাঁহারা সন্তানকে ক্ষমাই করিয়া থাকেন। হে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কৃপা করিয়া তোমার অজ্ঞ অপরাধী এই সন্তানকে ক্ষমা কর, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা।"

২৫। এই পয়ার শ্রীকৃষ্ণের (সম্ভাবিত) উক্তি। ব্রহ্মার উল্লিখিত কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে কিছু বলিয়াছেন, এরূপ উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে নাই; ব্রহ্মার কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিতে পারেন বলিয়া ব্রহ্মা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে এই পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের এই সম্ভাবিত উক্তি এইরূপ—"ব্রহ্মন্! তুমি যে বলিলে, আমি তোমার পিতামাতা, তুমি আমার সন্তান, যেহেতু আমার নাভিপদ্ম হইতেই নাকি তোমার উদ্ভব হইয়াছে—তাহা কিরূপে হইতে পারে? কারণ, নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতেই তোমার জন্ম হইয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। আমি তো নারায়ণ নই? আমি গোপ-বালক—গোপ মাত্র; আমি কিরূপে তোমার পিতামাতা হইতে পারি?"

এইরূপে শ্লোকব্যাখ্যার উপক্রম করিয়া পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

২৬। ব্রহ্মা বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যে বলিলে, নারায়ণই আমার পিতামাতা, তুমি নও। কিন্তু তুমি কি নারায়ণ নও? বাস্তবিক তুমিই নারায়ণ; কেন তোমাকে নারায়ণ বলিতেছি, তাহা বলি শুন।" এই পয়ার শ্লোকস্থ "নারায়ণস্ত্বং ন হি" অংশের অর্থ।

তুমি কি না হও নারায়ণ—তুমি কি নারায়ণ হও না?

২৭। তিন পয়ারে শ্লোকস্থ "সর্ব্বদেহিনামাত্মা অসি" অংশের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে মূল নারায়ণ, তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্ট্যে—প্রাকৃত সৃষ্টিতে এবং অপ্রাকৃত সৃষ্টিতে; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে।

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ-আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি—তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥ ২৮

'নার'-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
'অয়ন'-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপ্রাকৃত সৃষ্টি বলিতে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের প্রকাশ বুঝায়; কারণ, ভগবদ্ধাম নিত্য, তাহা সৃষ্টবস্তু নহে। যত জীবরূপ—যে সকল জীবের রূপ বা মূর্ত্তি আছে; যে সমস্ত জীব আছে। জীব দুই রকমের—মায়াবদ্ধ সংসারী জীব এবং নিত্য-মায়ামুক্ত জীব; নিত্যমুক্ত জীব ভগবৎ-পার্ষদগণের অন্তর্ভুক্ত। "সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার। নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥ ২।২২।৮-৯॥" আলোচ্য পয়ারে প্রথম অর্দ্ধে এই উভয় প্রকার জীবের কথাই বলা হইয়াছে। অধিকন্তু, যে সমস্ত জীব সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবৎ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও বলা হইয়াছে। ইহা শ্লোকস্থ "সর্ব্বদেহী" শব্দের অর্থ। **তাহার**—জীবসমূহের।

আত্মা—সর্ব্বব্যাপক বস্তু। "আত্মা-শব্দে কহে—কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ। সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ ॥ ২।২৪।৫৬॥" শ্রীধরস্বামি-চরণও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ। শ্রীভা ১১।২।৪৫ ভাবার্থ-দীপিকা।" এই পয়ারে আত্মা-শব্দের তাৎপর্য্য আশ্রয়; সমস্ত জীবের আত্মা যিনি, তিনি সমস্তজীবকে ব্যাপিয়া বিরাজিত আছেন বলিয়া, তিনি ব্যাপক আর জীব ব্যাপ্য; সুতরাং তিনি আশ্রয়, আর জীব তাঁহার আশ্রিত। আত্মা-শব্দের এক অর্থ দেহও হয় (বিশ্ব-প্রকাশ); জীবের আত্মা—জীবের দেহ বা জীবের উপাদান; মূলস্বরূপ শব্দে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

মূলস্বরূপ—মূল-উপাদান; জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ বলিয়া জীবের মূলস্বরূপ বা অংশী হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; জীবের উপাদান-কারণও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন জীবের মূল উপাদান।

"প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহে যে সকল প্রাকৃত জীব আছে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে যে সমস্ত অপ্রাকৃত নিত্যমুক্ত এবং সাধনসিদ্ধ জীব আছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি তাঁহাদের সকলেরই মূল উপাদান এবং মূল আশ্রয়।" পরবর্ত্তী পয়ারে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

২৮। **পৃথী**—পৃথিবী। **যৈছে**—যেরূপ। **ঘটকুলের**—ঘটসমূহের; মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত বস্তুসমূহের। **কারণ-আশ্রয়**—কারণ এবং আশ্রয়। কারণ দুই রকমের—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ; যে বস্তুদ্বারা কোনও জিনিষ প্রস্তুত হয়, সে বস্তুকে বলে ঐ জিনিষের উপাদান-কারণ; যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান-কারণ। আর যে বস্তু ঐ জিনিসটী প্রস্তুত করে, তাহাকে বলে ঐ জিনিষের নিমিত্ত-কারণ; যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত-কারণ। পৃথিবী ঘটসমূহের উপাদান-কারণ মাত্র। মৃত্তিকাদ্বারা ঘটাদি যে সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা হয়, সে সমস্ত বস্তু পৃথিবীর উপরেই অবস্থিত থাকে; তাই পৃথিবীকে ঘটকুলের আশ্রয় বা আধার বলা হইয়াছে। **জীবের নিদান**—জীবসমূহের কারণ। কারণ-শব্দে উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ উভয়কে বুঝাইলেও পৃথিবীর দৃষ্টান্তে কেবল উপাদান-কারণই লক্ষিত হইতেছে। **সর্ব্বাশ্রয়**—সমস্ত জীবের আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব বলিয়াই তিনি সমস্তেরই আশ্রয়, সুতরাং জীবসমূহেরও আশ্রয়। **নিদান**—আদি কারণ।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"ঘটাদির উপাদান এবং আশ্রয় যেমন পৃথিবী, তদ্রূপ জীবসমূহের উপাদান এবং আশ্রয় তুমি (শ্রীকৃষ্ণ)।" এইরূপে "সর্ব্বদেহিনাং আত্মা" এই বাক্যের অর্থ করিলেন—"সমস্ত জীবের উপাদান এবং আশ্রয়।" কিন্তু এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

২৯। নারায়ণ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিতেছেন। নার এবং অয়ন এই দুইটী শব্দের যোগে নারায়ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নার-শব্দের অর্থ জীবসমূহ; আর অয়ন-শব্দের অর্থ আশ্রয়। নারের অয়ন অর্থাৎ জীবসমূহের আশ্রয় যিনি, তিনি নারায়ণ। পূর্ব্ববর্ত্তী-পয়ারসমূহে দেখান হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই জীবসমূহের আশ্রয়; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই

অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ—॥ ৩০
জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাহা-সভা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥ ৩১
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা
তোমার শক্তিতে তারা জগত রক্ষিতা ॥ ৩২
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নারায়ণ। ইহাই এই পয়ারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। **নিচয়**—সমূহ। **তাহার**—সর্ব্বজীব-নিচয়ের, জীবসমূহের।

পূর্ব্ব-পয়ারদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জীবের উপাদান ও আশ্রয় বলা হইলেও এই পয়ারে কেবল আশ্রয়রূপেই তাঁহার নারায়ণত্বের প্রমাণ করা হইল; শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব-প্রমাণে তাঁহার উপাদানত্ব এস্থলে ধরা হয় নাই।

৩০। **অতএব**—পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত কারণবশতঃ। **তুমি**—শ্রীকৃষ্ণ। **মূল-নারায়ণ**—জীবসমূহের মূল আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মূল নারায়ণ বলা হইল। **এই এক হেতু**—শ্রীকৃষ্ণ যে মূল নারায়ণ, তাহার এক হেতু। **দ্বিতীয় কারণ**—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের দ্বিতীয় হেতু (পরবর্ত্তী তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে)।

৩১। এক্ষণে শ্লোকস্থ "অধীশ" শব্দের অর্থ করিতেছেন। অধীশ অর্থ—ঈশ্বর-সকলের অধিপতি। শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর-সকলের অধিপতি, তিন পয়ারে তাহা দেখাইয়া তাঁহার নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জীবের ঈশ্বর—জীবের প্রভু, জীবসমূহের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনকর্ত্তা। **পুরুষাদি-অবতার**—পুরুষ আদিতে যে সমস্ত অবতারের; কারণার্ণবশায়ী প্রথম-পুরুষ, গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষ। ইহারাই সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ও পালনের কর্ত্তা; সুতরাং সাক্ষাদ্‌ভাবে ইহারাই ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবসমূহের ঈশ্বর; ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ-অবতার। **তাহা সভা হৈতে**—পুরুষাদি-অবতার অপেক্ষা। **তোমার**—শ্রীকৃষ্ণের। **ঐশ্বর্য্য**—মহিমা, বশীকারিতাশক্তি; ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদিকাশক্তি। **অপার**—অসীম, অনেক বেশী। পুরুষাদি-অবতার হইতেও যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অনেক বেশী, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে দেখাইতেছেন।

৩২। এই পয়ারের অন্বয়—"তুমি সর্ব্বপিতা, তোমার শক্তিতে তাঁহারা জগত-রক্ষিতা; অতএব তুমি অধীশ্বর।"

সর্ব্বপিতা—পুরুষাদি-অবতার-সকলের পিতা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বা মূল॥ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই পুরুষাদি-অবতারের আবির্ভাব বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মূল অংশী বলিয়া, তিনি তাঁহাদের পিতা।

তোমার শক্তিতে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই পুরুষাদি-অবতার জগতের সৃষ্টি ও পালন করেন। সুতরাং পুরুষাদি-অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অনেক বেশী; শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যই পুরুষাদি অবতারের ঐশ্বর্য্যের মূল; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরও ঈশ্বর; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই অধীশ্বর। এইরূপ অর্থে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপাদিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৩৩। অয়ন-শব্দের অর্থ আশ্রয় হইলেও আশ্রয়দাতাই রক্ষক হয়েন বলিয়া অয়ন-শব্দে রক্ষা বা পালনও বুঝাইতে পারে; পুরুষাদি-অবতারকে এই পয়ারে "নারের অয়ন" এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে "জগত-রক্ষিতা" বলায়, অয়ন শব্দ এস্থলে "রক্ষণ" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

নারের—জীবসমূহের। **অয়ন**—রক্ষণ বা পালন। **নারের অয়ন**—জীবসমূহের রক্ষণ অর্থাৎ জীবসমূহের রক্ষক পুরুষাদি-অবতার। **যাতে**—যে হেতু। **করহ পালন**—শক্তি-আদি দ্বারা রক্ষা কর।

নারের (জীব-সমূহের) অয়ন (পালন) করেন বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হয়েন; শ্রীকৃষ্ণ আবার এই পুরুষাদি-অবতারকে পালন করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল পালনকর্ত্তা বা মূল নারায়ণ হইলেন। পুরুষাদি-অবতার

তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৪
ইথে যত জীব,—তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জানসব মর্ম্ম ॥৩৫

তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি গতি ॥৩৬
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই জীব-জগৎ পালন করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল রক্ষক বা মূল নারায়ণ হইলেন। প্রথম প্রকারের অর্থে অয়ন শব্দের অর্থ "আশ্রয়" এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে অয়ন শব্দের অর্থ "পালন" ধরা হইয়াছে।

৩৪-৩৫। **তৃতীয়কারণ**—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্বের তৃতীয় হেতু। ৩৪-৩৭ পয়ারে শ্লোকস্থ "অখিল লোকসাক্ষী" শব্দের অর্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন। এই কয় পয়ার ব্রহ্মার উক্তি।

বহু বৈকুণ্ঠাদিধাম—বৈকুণ্ঠাদি অনন্ত ভগবদ্ধাম।

ইথে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ও অনন্ত ভগবদ্ধামে। **যত জীব**—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত মায়াবদ্ধ জীব আছে এবং অনন্ত ভগবদ্ধামে যত মায়মুক্ত জীব আছে, তাহারা সকলে। ইহা শ্লোকস্থ "অখিললোক" শব্দের অর্থ। **তার**—ঐ সমস্ত জীবের। **ত্রৈকালিককর্ম্ম**—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিন কালের কর্ম্ম। মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত জীব-সকল অতীতকালে যে কর্ম্ম করিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে যাহা করিবে, তৎসমস্ত কর্ম্ম। **তাহা দেখ**—ত্রৈকালিক কর্ম্ম দেখ। **মর্ম্ম**—অভিপ্রায়। **সাক্ষী**—জীবসমূহের ত্রৈকালিক-কর্ম্ম তুমি দেখ এবং ঐ সমস্ত কর্ম্মে তাহাদের অভিপ্রায়ও তুমি জান এবং তাহাদের (জীবসমূহের) যে সমস্ত অভিপ্রায় কর্ম্মে অভিব্যক্ত হয় নাই, হৃদয়ে মাত্র অবস্থিত, তাহাও তুমি জান; অতএব, সর্ব্বতোভাবেই তুমি জীবসমূহের কর্ম্মের ও মর্ম্মের সাক্ষী বা দ্রষ্টা।

এই দুই পয়ারে শ্লোকস্থ "অখিললোকসাক্ষী"-শব্দের অর্থ করা হইল।

৩৬। শ্রীকৃষ্ণ জীবের ত্রৈকালিক কর্ম্মাদি কেন দেখেন এবং তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইতেছে।

তোমার দর্শনে—শ্রীকৃষ্ণকৃত দর্শনে। **স্থিতি**—অবস্থান, অস্তিত্ব। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন বলিয়াই সমস্ত জগৎ রক্ষা পাইতেছে।

নাহি স্থিতি গতি—স্থিতি ও গতি (উপায়) থাকিতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন না করিলে জগতের অস্তিত্ব-রক্ষার অন্য কোনও উপায়ও (গতিও) নাই। এই পয়ারে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী ভাবে দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত জগৎ ও জগদ্বাসী জীব রক্ষা পাইতে পারেনা; জগৎ রক্ষার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ জীবের ত্রৈকালিক কর্ম্মাদি দর্শন করেন।

এস্থলে, **অয়ন**—দর্শন। নারের (জীব-সমূহের) অয়ন (দর্শন) করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ হইলেন। ইহাই তৃতীয় হেতু।

৩৭। প্রশ্ন হইতে পারে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই দৃষ্টিদ্বারা প্রকৃতিতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করেন, তাঁহা হইতেই ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি হয়; আবার গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষই প্রতি জীবের অন্তর্য্যামী সাক্ষী। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের ও জীবের দ্রষ্টা বলিয়া এবং তাঁহাদের দৃষ্টিই ব্রহ্মাণ্ডের ও জীবের স্থিতি-কারণ বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হয়েন; এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন? এই প্রশ্নের উত্তরই ৩৭শ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে।

নারের—জীব-সমূহের। **অয়ন**—দর্শন। **যাতে**—যাহা হইতে বা যাহা কর্ত্তৃক। **নারের অয়ন**

কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীবহৃদি জলে বৈসে, সে-ই নারায়ণ ॥ ৩৮
ব্রহ্মা কহে—জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ, এ সত্য বচন ॥ ৩৯
কারণাব্ধি-ক্ষীরোদ-গর্ভোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাতে—নারের (জীব-সমূহের) অয়ন (দর্শন) হয় যাহা কর্ত্তৃক ; জীবসমূহের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা পুরুষাদি-অবতার। **কর দরশন**—এই পুরুষাদি-অবতারকে দর্শন কর বলিয়া, তোমার ইচ্ছাতেই তাঁহারা আবির্ভূত হয়েন বলিয়া এবং তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই তাঁহারা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি করেন বলিয়া। **তাহাতেও**—সেই হেতুও ; পুরুষাদি-অবতারকে দর্শন কর বলিয়াও।

জীবসমূহের দ্রষ্টা বলিয়া পুরুষাদি-অবতারই নারায়ণ হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতেই পুরুষাদি-অবতারের দৃষ্টিক্ষমতা জন্মে বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির অভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও ক্ষমতা থাকেনা বলিয়া মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের মূল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ হইলেন।

৩৮। উপরোক্ত অর্থ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন আশঙ্কা করিতেছেন ; সেই প্রশ্ন এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রশ্নটী এই :—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "ব্রহ্মন্! তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছিনা। যিনি জলে এবং অন্তর্য্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে বাস করেন, তিনিইতো নারায়ণ ; ইহা সর্ব্বজনবিদিত ; তথাপি তুমি আমাকে নারায়ণ বলিতেছ কেন ?"

জীবহৃদিজলে বৈসে—জীবের হৃদয়ে এবং জলে বাস করেন যিনি। যিনি জীবের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। জীব বা জীবের হৃদয় তাঁহার আশ্রয়, নার (জীব-সমূহ) তাঁহার অয়ন (আশ্রয়) বলিয়া তিনি নারায়ণ। আর, নারা অর্থ আপ বা জল ; নারা (বা জল) অয়ন (বা আশ্রয়) যাঁহার অর্থাৎ যিনি জলে বাস করেন, তিনিও নারায়ণ। পুরুষাদি-অবতার জলে বাস করেন—প্রথম-পুরুষ বাস করেন কারণ-জলে, দ্বিতীয়-পুরুষ বাস করেন ব্রহ্মাণ্ডগর্ভজলে, আর তৃতীয়-পুরুষ বাস করেন ক্ষীরোদকে ; সুতরাং তিন পুরুষাবতারও নারায়ণ।

সেই নারায়ণ—যিনি জীবের হৃদয়ে বা জলে বাস করেন, তিনিই তো প্রসিদ্ধ নারায়ণ। এই পয়ার শ্লোকস্থ "নরভূজলায়নাৎ নারায়ণঃ"-অংশের অর্থ।

৩৯। পূর্ব্বপয়ারোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ব্রহ্মা।

জলে জীবে যেই নারায়ণ—জলে এবং জীবে (জীবহৃদয়ে) যেই নারায়ণ বাস করেন। **সে সব**—সে সকল প্রসিদ্ধ নারায়ণ।

ব্রহ্মা বলিলেন "হে শ্রীকৃষ্ণ! কারণোদকে, গর্ভোদকে, ক্ষীরোদকে এবং জীব-সমূহের হৃদয়ে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারাই প্রসিদ্ধ নারায়ণ, একথা সত্যই। কিন্তু তাঁহারা তোমারই অংশ—একথাও সত্য।" পরবর্ত্তী ৪৫শ পয়ারে এই বাক্যের উপসংহার করিয়াছেন।

৪০। কারণার্ণবশায়ী নারায়ণাদি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন, তাহা বলিতেছেন, ৪০—৪৩ পয়ারে। অংশ ও অংশীতে পার্থক্য এই যে, যে স্বরূপে মূলস্বরূপ অপেক্ষা কম-শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে অংশ বা স্বাংশ বলে। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল, ভা, ১৭।"

কারণাব্ধি ইত্যাদি—কারণাব্ধি (কারণ-সমুদ্র)-শায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ী, এই তিন পুরুষ। **মায়াদ্বারা**—মায়া ও মায়িক-বস্তুর সহায়তায়। **মায়ী**—মায়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ; শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির নাম মায়া ; মায়া শ্রীভগবান্ হইতে বহুদূরে, কারণার্ণবের বাহিরে অবস্থান করেন।

মায়ার দুই অংশ, গুণ-মায়া ও নিমিত্ত-মায়া। গুণ-মায়া মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের গৌণ-নিমিত্ত কারণ ; মূল নিমিত্ত-কারণ ও মূল উপাদান কারণ হইলেন ঈশ্বর (বিশেষ বিচার আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দৃষ্টিদ্বারা

সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষনামী ॥ ৪১
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৪২
এসভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শক্তি সঞ্চার করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধা করেন, তাহা হইতে ক্রমে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়; দ্বিতীয়-পুরুষ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভস্থ জলে, ব্রহ্মার অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান -করেন; তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াই ব্রহ্মা ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টি করেন। আর তৃতীয়-পুরুষ প্রতি জীবের অন্তর্য্যামিরূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, আবার একস্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডস্থ-ক্ষীরোদ-সমুদ্রেও অবস্থান করেন। এইরূপে মায়ার সংশ্রবে থাকিয়া, মায়া নিয়ন্তারূপে তিন পুরুষ সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মায়ার সহিত সংস্রব আছে বলিয়া তাঁহারা মায়ী (কিন্তু তাঁহার জীবের ন্যায় মায়ার অধীন নহেন, মায়াই তাঁহাদের অধীন তাঁহারা মায়ার নিয়ন্তা মাত্র, মায়াতীত বস্তু। মায়ার সাহচর্য্যে তাঁহারা সৃষ্টিলীলা নির্ব্বাহ করিলেও মায়ার সহিত তাঁহাদের স্পর্শ নাই, পরবর্ত্তী ৪৪শ পয়ারে এবং ১১শ শ্লোকে ইহা পরিস্ফুটরূপে বলা হইয়াছে)।

৪১-৪২। উক্ত তিন পুরুষের মধ্যে কে কাহার অন্তর্য্যামী, তাহা বলিতেছেন।

এই তিন জলশায়ী—কারণ-জলশায়ী প্রথমপুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভ-জলশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ, এই তিন পুরুষ। **সর্ব্বঅন্তর্য্যামী**—ব্রহ্মাণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব-সকলের অন্তর্য্যামী। **ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের**—সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের, মায়ার। **আত্মা**—অন্তর্য্যামী। **পুরুষ-নামী**—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা মায়ার অন্তর্য্যামী, তিনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা মায়ার নিয়ন্তা বলিয়া। পরবর্ত্তী পয়ারে গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ীর নাম উল্লেখ করায়, পুরুষ-নামী শব্দে এস্থলে কারণার্ণবশায়ীকেই বুঝাইতেছে। **হিরণ্য-গর্ভের**—ব্রহ্মার। যিনি গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ, তিনি সমষ্টি-জীব-রূপ ব্রহ্মার বা [illegible] ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী। **ব্যষ্টিজীব**—প্রত্যেক জীব। যিনি ক্ষীরোদকশায়ী নারায়ণ, তিনি প্রতিজীবের অন্তর্য্যামী। এইরূপে তিনপুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব-সমূহের অন্তর্য্যামী, তাঁহারা সর্ব্বান্তর্য্যামী।

৪৩। তিন পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহা দেখাইতেছেন।

এসভার—তিন পুরুষের। **দর্শনেতে**—দৃষ্টিতে। **মায়াগন্ধ**—মায়ার সহিত সম্বন্ধ; মায়ার প্রতি এবং মায়িক বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করেন বলিয়াই তাঁহাদের দৃষ্টিতে মায়ার সম্বন্ধ আছে। **তুরীয়**—চতুর্থ; তিন নারায়ণের (পুরুষের) কথা বলিয়া পরবর্ত্তী চতুর্থ বস্তু কৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিতেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে তুরীয় বলা হইয়াছে।

তুরীয় কৃষ্ণের—উক্ত তিন নারায়ণের পরবর্ত্তী চতুর্থ বস্তু যে উপাধিহীন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার। **নাহি মায়ার সম্বন্ধ**—শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলায় মায়ার সহিত তাঁহার কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। কপাটিনীমায়া শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথে যাইতেও লজ্জিত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের লীলায় নিজের প্রভাব বিস্তার করা তো দূরের কথা। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। শ্রীভা ২।৫।১৩॥" মায়িক সৃষ্টি-কার্য্যে নিয়োজিত আছেন বলিয়া এবং মায়িক বস্তুর সাহায্যেই মায়িক সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় বলিয়া, অধিকন্তু, মায়িক বস্তুর স্রষ্টা বলিয়া তিন পুরুষের লীলায় মায়ার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলায় বা কার্য্যে মায়ার সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহাই পুরুষাদির অংশত্বের এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশিত্বের হেতু। পুরুষাদির দৃষ্টি মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্তা, কিন্তু তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি মায়ার সহিত সম্বন্ধশূন্যা; এজন্য পুরুষাদির মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অপেক্ষা কম; কিন্তু যে স্বরূপে মূল স্বরূপ অপেক্ষা কম শক্তির প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই মূল স্বরূপের অংশ বা স্বাংশ বলে। "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরীতঃ। ল, ভা, ১৭।" সুতরাং মাহাত্ম্যের ন্যূনতাবশতঃ তিন পুরুষ হইলেন অংশ এবং মাহাত্ম্যের পূর্ণতা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী। ঘটাদি

তথাহি (ভাঃ ১১।১৫।১৬) স্বামিটীকায়াম্,—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যত্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তুরীয়স্য লক্ষণমাহ বিরাটিতি। বিরাট্ স্থূলদেহঃ, হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মদেহঃ, কারণং মহত্তত্ত্বাদি বা মায়া, এতে ঈশস্য উপাধয়ঃ ভেদকা ইত্যর্থঃ। এতৈঃ ত্রিভিঃ বিরাজাদিভিঃ হীনং রহিতং যদ্বস্তু তৎ তুরীয়ং চতুর্থং নারায়ণং প্রচক্ষতে কথয়ন্তীতি তুরীয়লক্ষণম্। এতেন চ অত্রেদমপি ব্যজ্যতে, যথা ঘটাকাশঃ পটাকাশঃ মঠাকাশঃ ইত্যত্র ঘটাদ্যুপাধিনা তে আকাশাঃ অংশাঃ তদভাবেনচ মহাকাশঃ অংশী, তথা বিরাজাদ্যুপাধিনা তে শ্রীনারায়ণাঃ অংশাঃ, তদভাবেন চ শ্রীকৃষ্ণঃ অংশী ইতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী ॥ ১০ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেমন আকাশ হইতে ভিন্ন বস্তু, মায়াও তদ্রূপ পুরুষত্রয় হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তু। ঘটাদির সম্বন্ধযুক্ত-আকাশ যেমন ঘটাদির সম্বন্ধশূন্য বৃহদাকাশের অংশ, তদ্রূপ মায়ার সম্বন্ধযুক্ত পুরুষত্রয়ও মায়ার সম্বন্ধহীন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ঘট-মধ্যস্থ আকাশ এবং বৃহদাকাশ এক জাতীয় বস্তু হইয়াও ভিন্নজাতীয়-বস্তু-ঘটাদির সম্বন্ধবশতঃ ঘটাকাশ যেমন বৃহদাকাশের অংশ হইল, তদ্রূপ পুরুষত্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণ এক জাতীয় (সচ্চিদানন্দময়) বস্তু হইয়াও মায়ার সম্বন্ধবশতঃ পুরুষত্রয় মায়া-সম্বন্ধহীন শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন। মায়ায় সম্বন্ধই পুরুষের অংশত্বের হেতু। (পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

তিন পুরুষরূপ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহাই এই পয়ারে প্রমাণিত হইল। ইহা শ্লোকস্থ "নারায়ণোঽঙ্গং নরভৈব"-অংশের তাৎপর্য্য।

শ্লো। ১০। **অন্বয়।** বিরাট্ (স্থূলদেহ) চ (এবং) হিরণ্যগর্ভঃ (সূক্ষ্মদেহ) চ (এবং) কারণং (মহত্তত্ত্বাদি বা মায়া) ইতি (এই সমস্ত) ঈশস্য (ঈশ্বরের—পুরুষের) উপাধয়ঃ (উপাধি—ভেদক); ত্রিভিঃ (এই তিন উপাধির সহিত) হীনং (সম্বন্ধশূন্য) যৎ (যে) [বস্তু] (বস্তু), তৎ (তাহা) তুরীয়ং (তুরীয়—চতুর্থ) প্রচক্ষ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও মায়া এই তিনটি পুরুষের উপাধি (ভেদক); এই তিন উপাধির সহিত সম্বন্ধশূন্য যে বস্তু, তাহাকে তুরীয় বলে। ১০।

বিরাট্—আমরা যাহা দেখিতে পাই, সেই স্থূল জগৎ। **হিরণ্যগর্ভ**—স্থূল জগতের সূক্ষ্মাবস্থা; স্থূলত্বলাভ করার পূর্ব্বে জগৎ যে অবস্থায় ছিল, তাহা। **কারণ**—প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ত্বাদি বা প্রকৃতি। ইহা হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্বাবস্থা, পরিদৃশ্যমান্ জগতের বা মায়ার আদি অবস্থা। অন্তর্য্যামিরূপে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ জগতের প্রত্যেকের মধ্যে এক এক পুরুষ অবস্থান করেন।

এই শ্লোকে তুরীয়ের লক্ষণ বলা হইয়াছে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও মায়া এই তিন উপাধি যাহার নাই, সেই বস্তুই তুরীয়; ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। কিন্তু **উপাধি**-শব্দের তাৎপর্য্য কি? ইহা একটী পারিভাষিক শব্দ। নৈয়ায়িকদের মতে, যাহা সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু সাধনের ব্যাপক নহে, তাহাকে উপাধি বলে। "সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা। স উপাধি র্ভবেত্তস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে ॥ যথা, ধূমবান্ বহ্নিরিত্যত্র আর্দ্রকাষ্ঠত্বঃ উপাধিঃ।" বহ্নি বা আগুনের সঙ্গে আর্দ্রকাষ্ঠের যোগ হইলে ধূম উৎপন্ন হয়; এস্থলে ধূম হইল সাধ্য বস্তু, আর বহ্নি বা আগুন হইল ধূমের হেতু বা সাধন; আর্দ্রকাষ্ঠের সংযোগ হওয়াতে যখন ধূমের উৎপত্তি হইল, তখন সাধ্য-ধূমে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু আগুন জ্বালাইতে আর্দ্রকাষ্ঠের প্রয়োজন হয় না বলিয়া ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয় না। এইরূপে সাধ্য-ধূমে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব থাকায় এবং ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্দ্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব না থাকায়, ধূমোৎপাদন-কার্য্যে আর্দ্রকাষ্ঠ হইল অগ্নির উপাধি। তদ্রূপ, পুরুষত্রয় মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন বলিয়া, সৃষ্টিকার্য্য হইল সাধ্য, পুরুষত্রয় তাহার হেতু বা সাধন; আর্দ্রকাষ্ঠের সাহচর্য্যে ধূমোৎপাদনের ন্যায়, মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া সৃষ্টিকার্য্যে মায়ার ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয়; কিন্তু পুরুষত্রয়ের আবির্ভাব-বিষয়ে মায়ার সাহচর্য্যের অপেক্ষা নাই বলিয়া

যদ্যপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার। | তথাপি তৎস্পর্শ নাহি—সভে মায়াপার ॥৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরুষত্রয়রূপ সাধনে মায়ার ব্যাপকত্ব নাই। সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে মায়া হইল পুরুষত্রয়ের উপাধি। এইরূপে স্থূলদেহ (বিরাট), সূক্ষ্ম দেহ (হিরণ্যগর্ভ) এবং কারণও পুরুষত্রয়ের উপাধি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন না বলিয়া মায়ার সহিত, (সুতরাং মায়িক উপাধিত্রয়ের সহিত) তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। তাই তিনি তুরীয়, ইহাও ব্যঞ্জিত হইল।

অথবা, যেমন ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ অনবচ্ছিন্ন বৃহদাকাশেরই অংশ—বৃহদাকাশই এই ঘটাকাশের হেতু বা সাধন। ঘটাকাশ বা ঘটাকার আকাশের অবচ্ছিন্নত্ব হইল সাধ্য। ঘটের সাহচর্য্যে আকাশের এই অবচ্ছিন্নত্ব উৎপন্ন হয় বলিয়া, ঘটাকাশে ঘটের ব্যাপকত্ব আছে। কিন্তু বৃহদাকাশে ঘটের ব্যাপকত্ব নাই। সুতরাং ঘট হইল আকাশের উপাধি। তদ্রূপ, বিরাটাদির সাহচর্য্যে—ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী, মায়ার অন্তর্য্যামী ইত্যাদিরূপে জীবাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া—পুরুষত্রয় ঘটাকাশের ন্যায় অবচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন; তাই বিরাটাদি তাঁহাদের উপাধি। ঘটাদি-উপাধি যুক্ত ঘটাকাশাদি যেমন ঘটাদি-উপাধিশূন্য বৃহদাকাশের অংশ, তদ্রূপ বিরাটাদি-উপাধিযুক্ত পুরুষত্রয় (নারায়ণ) বিরাটাদি-উপাধি শূন্য শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অংশী—ইহাও ব্যঞ্জিত হইল।

উপাধি দ্বারা বস্তু ভেদ প্রাপ্ত হয়; যেমন বৃহদাকাশ ঘটাদিদ্বারা ঘটাকাশাদিরূপ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষত্রয়ও এইরূপে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ ইত্যাদিরূপে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও উপাধি নাই বলিয়া তিনি কোনওরূপ ভেদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। ভেদ প্রাপ্ত বস্তুই সমজাতীয় ভেদহীন বস্তুর অংশ; যেমন ঘটাকাশ বৃহদাকাশের অংশ; তদ্রূপ পুরুষত্রয়ও শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

শ্রীকৃষ্ণ যে বিরাটাদি-উপাধি হীন, সুতরাং তুরীয় এবং তুরীয় বলিয়া তিনি যে লোকসৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত পুরুষরূপ নারায়ণের অংশী—ইহাই এই শ্লোক হইতে প্রমাণিত হইল।

৪৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০শ পয়ারে বলা হইয়াছে "তাতে সব মায়ী—তিন পুরুষই মায়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।" আবার "বিরাট্" ইত্যাদি শ্লোকেও বলা হইল, তাঁহারা মায়িক-উপাধি-বিশিষ্ট। কিন্তু সাধারণ জীবও মায়িক-উপাধি-বিশিষ্ট, মায়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। তবে কি তিন পুরুষও জীবই? তাঁহারা যদি জীবই হয়েন, তবে তাঁহারা অন্তর্য্যামীই বা কিরূপে হইতে পারেন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া এই পয়ারে বলা হইয়াছে—"যদিও মায়ার সংশ্রবেই তিন পুরুষকে সৃষ্টি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, সুতরাং যদিও তাঁহারা মায়িক উপাধিবিশিষ্ট, তথাপি তাঁহাদের সহিত মায়ার স্পর্শ নাই, তাঁহারা প্রত্যেকেই মায়াতীত। জীব মায়াধীন। তাঁহারা মায়াতীত বলিয়াই অন্তর্য্যামী হইতে পারেন।"

তিনের—তিন পুরুষের। **মায়া লঞা ব্যবহার**—মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। **তথাপি**—মায়ার সাহচর্য্য থাকিলেও। **তৎস্পর্শ**—মায়ার স্পর্শ। **সভে**—সকলে, তিন পুরুষের প্রত্যেকেই। **মায়াপার**—মায়ার অতীত, মায়ার স্পর্শের বাহিরে। স্বরূপ-লক্ষণে তিন পুরুষই সচ্চিদানন্দময়, সুতরাং তাঁহারা স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাই মায়ার অধিকার॥" এইজন্য তিন পুরুষকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারা মায়াতীত। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও তিন-পুরুষ মায়ার স্পর্শশূন্য হইয়া থাকিতে পারেন। পরবর্ত্তী শ্লোক তাহার প্রমাণ।

তিন পুরুষে এবং জীবে পার্থক্য এই যে, প্রথমতঃ, তিন পুরুষ এবং জীব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেও তিন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অংশ, স্বাংশ; কিন্তু জীব তাঁহার স্বাংশ নহে, তাঁহার তটস্থাখ্য জীবশক্তির অংশ মাত্র; জীবকে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ বলে। দ্বিতীয়তঃ, মায়াবদ্ধ জীব মায়ার অধীন, মায়াকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু তিন পুরুষ মায়াতীত, তাঁহারা মায়ার নিয়ন্তা, তাঁহাদের উপর মায়ার কোনও অধিকার নাই; মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, তিন পুরুষের সৃষ্টি-শক্তি আছে, কিন্তু জীবের তাহা নাই। চতুর্থতঃ, জীব স্বরূপে অণু, কিন্তু তিন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ স্বরূপ বলিয়া স্বরূপে পূর্ণ (ল- ভা, পূ, ৪৪।৪৫)।

তথাহি (ভাঃ ১।১১।৩৯)—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ১১।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রাকৃতগুণেষসক্তত্বে হেতুঃ এতদিতি। অতএবাদৌ প্রকৃতিগুণময়ে প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্নপি সদৈব তদ্‌গুণৈর্ন যুজ্যত ইতি যৎ এতদীশস্যেশনমৈশ্বর্য্যম্। তত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তঃ যথেতি তদাশ্রয়া প্রকৃত্যাশ্রয়া বুদ্ধিঃ জীবজ্ঞানং যথা যুজ্যতে তথা নেতি; অন্বয়ে বা তদাশ্রয়া শ্রীভগবদাশ্রয়া পরমভাগবতানাং বুদ্ধির্যথা প্রকৃতিস্থা কথঞ্চিত্তত্র পতিতাপি ন যুজ্যতে তদ্বৎ। এবমোক্তং তৃতীয়ে। ভগবানপি বিশ্বাত্মা লোকবেদপথানুগঃ। কামান্ সিষেবে দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাশ্রিত ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ১১॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১১। **অন্বয়।** ঈশস্য (ঈশ্বরের) এতৎ (ইহা) ঈশনং (ঐশ্বর্য্য); [কিং তৎ ঈশনং] (সেই ঐশ্বর্য্যটী কি) ? প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে থাকিয়া) অপি (ও) তদ্‌গুণৈঃ (মায়ার গুণ সুখদুঃখাদি দ্বারা) সদা (সর্ব্বদা—কোনও সময়েই) [ন যুজ্যতে] (যুক্ত হয়েন না); যথা (যেমন) তদাশ্রয়া (ভগবদাশ্রয়া) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি—মতি) আত্মস্থৈঃ (দেহস্থ সুখ দুঃখাদি দ্বারা) [ন যুজ্যতে] (যুক্ত হয় না)।

অথবা, ঈশস্য (ঈশ্বরের) এতৎ (ইহা) ঈশনং (ঐশ্বর্য্য); [কিং তৎ ঈশনং] (সেই ঐশ্বর্য্যটী কি)? তদাশ্রয়া (প্রকৃত্যাশ্রয়া—মায়ার আশ্রিতা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি—মতি) আত্মস্থৈঃ (দেহস্থিত সুখ-দুঃখাদি) [গুণৈঃ] (গুণ দ্বারা) যথা (যেমন) যুজ্যতে (যুক্ত হয়), প্রকৃতিস্থোঽপি (প্রকৃতির বা মায়ার মধ্যে থাকিয়াও) [ঈশঃ] (ঈশ্বর) তদ্‌গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণের সহিত) [তথা] (সেইরূপ) ন যুজ্যতে (যুক্ত হয় না)।

অনুবাদ। (পরমভাগবতদিগের) ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি যেমন দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহের সুখদুঃখাদি গুণের সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রূপ মায়াতে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না—ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য।

অথবা, (সাধারণ জীবের) দেহস্থিত-বুদ্ধি যেরূপ দেহের সুখ-দুঃখাদির সহিত যুক্ত হয়, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়িক গুণের সহিত সেইরূপ যুক্ত হয়েন না—ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। ১১।

ঈশনং—ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বরিক শক্তি। **প্রকৃতিস্থঃ**—প্রকৃতিতে বা প্রকৃতির (মায়ার) সংশ্রবে অবস্থিত।

তদ্‌গুণৈঃ—তাহার (প্রকৃতির) গুণের সহিত।

আত্মস্থৈঃ—আত্মা অর্থ দেহ; দেহস্থিত গুণের সহিত; দেহের সুখ-দুঃখাদির সহিত। **তদাশ্রয়া বুদ্ধিঃ**—তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যে বুদ্ধি; পরমভাগবতদিগের ভগবদাশ্রিতা বুদ্ধি; অথবা, মায়াবদ্ধ জীবের মায়াশ্রিতা বুদ্ধি।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৪শ পয়ারে বলা হইয়াছে যে, মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও পুরুষত্রয় মায়াতীত, মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না; এই শ্লোকে তাহার হেতু দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের একটী অচিন্ত্য-শক্তি এই যে, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও তিনি মায়ার গুণে আসক্ত হয়েন না—মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পুরুষত্রয় শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলিয়া ঈশ্বর; তাঁহাদেরও ঐরূপ অচিন্ত্য-শক্তি আছে; তাই মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝাইয়াছেন। যাঁহারা পরমভাগবত, তাঁহাদের মন, বুদ্ধি আদি সমস্তই শ্রীভগবানের আশ্রিত; মায়িক জগতের সুখ-দুঃখাদিতে তাঁহাদের মন বা বুদ্ধি কখনও লিপ্ত হয় না; ঈশ্বরাশ্রিত বুদ্ধিই যখন মায়িকগুণে লিপ্ত হয় না, তখন ঈশ্বর যে লিপ্ত হইবেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্যতিরেক দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। মায়িক জীবের মায়িকী বুদ্ধি মায়িক বস্তুতে যেরূপ আসক্ত হয়, শ্রীভগবান্ মায়ার মধ্যে

সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয় ? ॥ ৪৫
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪৬
অতএব ব্রহ্মবাক্যে—পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ত্ব-বিবরণ ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকিয়াও সেইরূপ আসক্ত হয়েন না—তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। মায়িক বস্তুতেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপত্র জলেই থাকে, কিন্তু জল তাহার উপর কোনও ক্রিয়া করিতে পারে না—জলের মধ্যে কাপড় বা অন্য কোনও বস্তু রাখিলে তাহা যেমন ভিজিয়া যায়, তাহার গায়ে যেমন জল লাগিয়া থাকে, পদ্মপত্রে তেমন ভাবে জল লাগে না। তদ্রূপ, মায়াবদ্ধ জীবকে মায়িক গুণ অভিভূত করিতে পারে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে মায়া তাঁহার উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়াতীত—যেমন জলের মধ্যে থাকিয়াও পদ্মপত্র জল-স্পর্শশূন্য অবস্থায় থাকে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবেই মায়া তাঁহা হইতে দূরে থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহাই বলেন। "ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকম্ ।১।১।১॥ স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়াগুণপ্রবাহম্ ।১০।৩৭।২২॥"

৪৫। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! নারায়ণ-নামক পুরুষত্রয়ের তুমিই পরম-আশ্রয়; তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হওয়াতেই তাঁহাদের নারায়ণত্ব প্রসিদ্ধ; সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ; ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে ?"

সেই তিন পুরুষের—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের। **ইথে**—ইহাতে।

৪৬। শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন—"পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই মূল নারায়ণ; যেহেতু পুরুষত্রয় তাঁহারই অংশ, তিনি তাঁহাদের অংশী; এমতাবস্থায়, তুমি আমাকে মূল নারায়ণ বলিতেছ কেন ?" এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে পুরুষত্রয়ের অংশী বলিয়া মূল নারায়ণ, তাহা সত্যই; কিন্তু সেই পরব্যোমাধিপতি তো তোমারই বিলাস-মূর্ত্তি; সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ।"

প্রথম পরিচ্ছেদের "সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী" ইত্যাদি ৭ম শ্লোকানুসারে শ্রীবলদেবই পুরুষত্রয়ের অংশী হয়েন; কিন্তু এই পয়ারে পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণকে পুরুষত্রয়ের অংশী বলা হইয়াছে। ইহার হেতু এই; পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণ এবং বলদেব—উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি; বিলাসত্ব-হিসাবে তাঁহাদের অভেদ-মনন করিয়াই বোধ হয় নারায়ণকে পুরুষত্রয়ের অংশী বলা হইয়াছে।

সেই তিনের—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ীর। **অংশী**—পুরুষত্রয় যাঁহার অংশ; মূল। **পরব্যোম-নারায়ণ**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। **তেঁহ**—পরব্যোম-নারায়ণ। **বিলাস**—১।১।৩৮ পয়ারে বিলাসের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

৪৭। এক্ষণে গ্রন্থকার "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্" এই বাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন। উক্ত বাক্যের অর্থ-করণ উপলক্ষেই ২০শ পয়ারে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়া তাহার প্রমাণস্বরূপ "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। ২২-৪৬ পয়ারে এই শ্লোকের অর্থ শেষ করিয়া এক্ষণে মূলবাক্যের অর্থোপসংহার করিতেছেন।

অতএব—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার সমূহের মর্ম্মানুসারে। **ব্রহ্মবাক্যে**—"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মার ব্যাক্যানুসারে। **তত্ত্ব-বিবরণ**—তত্ত্বের নির্দ্ধারণ।

"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুসারে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি ইহাই নিরূপিত হইল।

নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি, স্পষ্টভাবে তাহা শ্লোকে উল্লিখিত হয় নাই; তবে শ্লোকের মর্ম্ম এবং ব্রহ্মার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বচন-ভঙ্গী হইতে তাহা বুঝা যায়। যিনি স্বরূপে অভিন্ন, কিন্তু আকৃতিতে ভিন্ন, তাঁহাকে বলে বিলাস। শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"নারায়ণস্ত্বং ন হি?—তুমি কি নারায়ণ নও? অর্থাৎ তুমিই নারায়ণ।" এই বাক্যে বুঝা গেল, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অভিন্ন। আবার "নারায়ণোঽহঙ্গং" এই বাক্যে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা দেহ বলা হইল। শ্রীকৃষ্ণে যখন দেহ-দেহী ভেদ নাই, তখন এই অঙ্গ বা দেহ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি-বিশেষকেই বুঝায়। নারায়ণ বলিলে পরব্যোমাধিপতিকেই সাধারণতঃ বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং ব্রহ্মার বাক্যভঙ্গীতে বুঝা গেল—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে অভিন্ন, কিন্তু নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই বিগ্রহ নহেন; নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্ত্তি বা আবির্ভাব-বিশেষ। আবার শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, নারায়ণ চতুর্ভুজ—ইহাও প্রসিদ্ধ কথা। সুতরাং স্বরূপে অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের আকৃতিতে ভেদ আছে; তাই শ্রীনারায়ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি—ব্রহ্মার বাক্যভঙ্গী হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ উভয়ে যখন স্বরূপে অভিন্ন এবং উভয়ের আকৃতিতে যখন পার্থক্য আছে, তখন কে কাহার বিলাস, তাহা কিরূপে স্থির করা যায়? শ্রীকৃষ্ণও তো নারায়ণের বিলাস হইতে পারেন? উত্তর—না, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস হইতে পারেন না; কারণ, শ্লোকে নারায়ণকেই কৃষ্ণের অঙ্গ বলা হইয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণ হইলেন নারায়ণের অঙ্গী; ইহাতে অঙ্গী-কৃষ্ণ অপেক্ষা অঙ্গ-নারায়ণের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা সূচিত হইল; মূলস্বরূপ অপেক্ষা বিলাসেরই ন্যূনতা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় (প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৫শ শ্লোক-টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং নারায়ণই বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ মূলস্বরূপ।

৪৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে নানাবিধ বিরুদ্ধমত খণ্ডনের উপক্রম করিতেছেন।

এই শ্লোক—"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক। **তত্ত্ব-লক্ষণ**—তত্ত্বের লক্ষণ আছে যাহাতে। যে যে লক্ষণ দ্বারা তত্ত্বের নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা আছে যাহাতে। ইহা শ্লোকের বিশেষণ। "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকটী তত্ত্ব-লক্ষণ, অর্থাৎ তত্ত্ব-নির্ণায়ক লক্ষণযুক্ত; যে যে লক্ষণ দ্বারা তত্ত্ববস্তুর নিরূপণ করা যায়, তাহা এই শ্লোকে পাওয়া যায়। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, আর শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অঙ্গী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই মূল স্বরূপ, স্বয়ং ভগবান্—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-নির্ণায়ক লক্ষণ এবং ইহাই এই শ্লোকে পাওয়া যায়। সুতরাং এই শ্লোকটী তত্ত্ব-লক্ষণ। **ভাগবত-সার**—শ্রীমদ্ভাগবতের সার শ্লোক। স্বয়ং ভগবানের লীলা-বিবরণাদিই ভাগবতের মুখ্য আলোচ্য বিষয়; তাহার মধ্যে আবার স্বয়ং-ভগবানের তত্ত্বই হইল মুখ্যতম বিষয়; কারণ, ভগবৎ-স্বরূপের লীলাদি তাঁহার তত্ত্বের অনুকূলই হইয়া থাকে; সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব অবগত না হইলে ভগবৎ-লীলার রহস্য বুঝা যায় না। তত্ত্বকে ভিত্তি বা আশ্রয় করিয়াই গুণ-লীলাদির বর্ণনাদি করিতে হয়; ভগবৎ-তত্ত্বই হইল ভাগবতের মুখ্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় বা সারবস্তু; সুতরাং যে শ্লোকে ভগবত্তত্ত্ব-নির্ণায়ক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সার-শ্লোক। এইরূপে "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোক হইল শ্রীমদ্ভাগবতের সার-শ্লোক; কারণ, ইহাতে স্বয়ং ভগবানের বিশেষ লক্ষণ বলা হইয়াছে যে, তিনি অঙ্গী; নারায়ণাদি তাঁহার অঙ্গ। **পরিভাষা**—পদার্থ-বিবেচকাচার্য্যাণাং যুক্তিযুক্তা বাক্—ইতি কাব্যপ্রকাশটীকায়াং চণ্ডীদাসঃ। বস্তু-তত্ত্ব-বিবেচক আচার্য্যদিগের যুক্তিযুক্ত বাক্য; কোনও তত্ত্ব-বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তিদিগের সার-সিদ্ধান্ত বা নিয়ামক সিদ্ধান্ত। কোনও তত্ত্ব-বিষয়ে সিদ্ধান্ত-রাজ।

সর্ব্বত্রাধিকার—সকলস্থলেই অধিকার। নিজের রাজ্যের মধ্যে সকল স্থানেই যেমন রাজার অধিকার অব্যাহত থাকে, তদ্রূপ, কোনও তত্ত্ব-বিষয়ে যে স্থলে যে আলোচনাই থাকুক না কেন, ঐ তত্ত্বের পরিভাষা-বাক্যের সেই স্থলেই অধিকার থাকিবে অর্থাৎ ঐ তত্ত্বের আলোচনায় সর্ব্বত্রই পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিতে হইবে; পরিভাষা-বাক্যই সর্ব্বত্র সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। **ইহার**—নারায়ণস্ত্বং ইত্যাদি শ্লোকের। **পরিভাষারূপে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের-"নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকই পরিভাষা-বাক্য বা নিয়ামক-সিদ্ধান্ত। এই

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥ ৪৯

'অবতারী—নারায়ণ, কৃষ্ণ—অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য-আকার।'॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোকটী সর্ব্বতত্ত্ব-বিদ্ ব্রহ্মার উক্তি—ভগবান্ স্বয়ংই ব্রহ্মার নিকটে (চতুঃশ্লোকীতে) নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং কৃপা করিয়া নিজের উপদিষ্ট বিষয়ে ব্রহ্মার অনুভব জন্মাইয়াছেন; সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্মার উক্তিকে স্বয়ং ভগবানের উক্তি বলিয়াই মনে করা যায়; কাজেই ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণ্য বাক্য আর কিছু থাকিতে পারেনা; তাই ঐ শ্লোকটীকে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরিভাষা-বাক্য বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই যে—শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গী বা অংশী, নারায়ণ (সুতরাং অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপও) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা অংশ—শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহাই পরিভাষা-বাক্য বা নিয়ামক-সিদ্ধান্ত; শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিচারে সর্ব্বত্রই এই সিদ্ধান্ত রক্ষা করিয়া—এই সিদ্ধান্তের অনুগতভাবে অর্থ করিতে হইবে। (ইহাই "পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার" বাক্যের তাৎপর্য্য।)

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ব্রাহ্মণকুমারদ্বয়ের আনয়নের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যখন অষ্টভুজ-ভগবানের পুরীতে গমন করিয়াছিলেন, তখন সেই কোটিব্রহ্মাণ্ডস্থ চতুর্ম্মুখের অধীশ্বর অষ্টভুজ-ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে। কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরাম্ হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে॥ শ্রীভা ১০।৮৯।৫৮॥" এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে বুঝা যায় যে, অষ্টভুজ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তাঁহার অংশ বলিলেন—"মে (আমার) কলাবতীর্ণৌ—কলয়া অবতীর্ণৌ (অংশে অবতীর্ণ তোমরা)।" কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ঘটে; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিভিন্নশ্লোকের একবাক্যতাও থাকেনা; শ্রীমদ্-ভাগবতের অন্যত্রও দেখা যায়—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—১।৩।২৮॥" এক শ্লোকে যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে, অন্য শ্লোকে তাঁহাকে অষ্টভুজ-ভগবানের অংশ বলা হইল; স্বয়ং ভগবান্ কাহারও অংশ হইতে পারেন না, অংশের স্বয়ংভগবত্তা থাকিতে পারেনা। পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিলে সর্ব্বত্র একবাক্যতা রক্ষিত হইতে পারে। পরিভাষা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অংশী; সর্ব্বত্রই এই সিদ্ধান্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়া "দ্বিজাত্মজা" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিলে "কলাবতীর্ণৌ" শব্দের অর্থ এইরূপ হইবে—"কলাভিঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ যুক্তৌ অবতীর্ণৌ—সমস্ত শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ অর্থাৎ পূর্ণতমস্বরূপ।" এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ, অষ্টভুজ-ভগবানের অংশ হয়েন না, পরন্তু পূর্ণতমস্বরূপ বলিয়া অংশীই হয়েন।

৪৯। উক্ত পরিভাষা-বাক্যের অনুগতভাবে অর্থ করিলে ব্রহ্ম, আত্মা বা পরমাত্মা এবং ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ ইঁহারা যে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই হয়েন, পরন্তু অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব নহেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়; কিন্তু তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকগণ অন্যরূপ অর্থই করিয়া থাকে।

"যদদ্বৈতং" শ্লোকের অর্থ উপলক্ষ্যে, "যস্য প্রভা প্রভবতঃ" ইত্যাদি এবং "মুনয়ো বাতবসনাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিসদৃশ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ; "অথবা বহুনৈতেন" ইত্যাদি এবং "তমিমমহমজং" ইত্যাদি শ্লোকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ; আর "নারায়ণস্ত্বং" ইত্যাদি শ্লোকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। এক্ষণে বিরুদ্ধ-মতের উত্থাপন করিয়া খণ্ডনের উপক্রম করিতেছেন— মূর্খ অর্থ করে আর" ইত্যাদি বাক্যে।

কৃষ্ণের বিহার—শ্রীকৃষ্ণ যে যে রূপে বিহার করেন, সেই সেইরূপ; শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। **এ অর্থ**—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা।

মূর্খ—তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি। **আর**—অন্যরূপ, তত্ত্ব-বিরুদ্ধ।

৫০। খণ্ডনের অভিপ্রায়ে একটী বিরুদ্ধ-মতের উত্থাপন করিতেছেন। তাহা এই:—"নারায়ণই অবতারী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ; এই সিদ্ধান্তের হেতু এই যে, নারায়ণ চতুর্ভুজ—ঈশ্বরাকার, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ—মনুষ্যাকার।

এইমতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবতপদ্য দক্ষ ॥৫১

তথাহি (ভাঃ—১।২।১১)—
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মানুষ অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রাধান্য, সুতরাং মনুষ্যাকার শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা, ঈশ্বরাকার নারায়ণের প্রাধান্য ; সুতরাং নারায়ণই অংশী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ"। ইহাই তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধ মত।

অবতারী—যাঁহা হইতে অবতারের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে বলে অবতারী ; অংশী। **অবতার**—সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের নিমিত্ত অবতারী হইতে যে স্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে বলে অবতার ; অংশ। **তেঁহ**—নারায়ণ। **ইহ**—কৃষ্ণ। **মনুষ্য-আকার**—মানুষের ন্যায় দ্বিভুজ।

পরব্যোমাধিপতিকে নারায়ণ বলে ; তিন পুরুষের প্রত্যেককেও নারায়ণ বলে ; এই চারি নারায়ণের মধ্যে কাহাকে এই পয়ারে অবতারী বলা হইল ? প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের অনন্ত বাহু, অনন্ত চক্ষু, অনন্ত মস্তক ; তৃতীয় পুরুষ ও পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ। পয়ারে অবতারী নারায়ণকে চতুর্ভুজ বলিয়া উল্লেখ করায়, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অনন্ত-বাহু প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষ এই পয়ারের লক্ষ্য নহেন ; পরব্যোমাধিপতি অথবা ক্ষীরাব্ধিশায়ী তৃতীয় পুরুষই এই পয়ারের লক্ষ্য ; কারণ, তাঁহারাই চতুর্ভুজ। অবতার বলিতে পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার প্রভৃতি সকলকেই বুঝায় ; সুতরাং যাঁহা হইতে এই সকল অবতারের আবির্ভাব হয়, তিনিই অবতারী। তৃতীয়-পুরুষ নিজেই পুরুষাবতার এবং গুণাবতারও ; সুতরাং তিনি অবতার মাত্র, অবতারী হইতে পারেন না। ইহাতে বুঝা যায়, পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণকেই এই পয়ারে অবতারী বলা হইয়াছে। অথবা, শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া, অবতারী শব্দে যদি—যাঁহা হইতে অবতার-রূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন,—কেবল তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষীরাব্ধিশায়ী চতুর্ভুজ নারায়ণও এই পয়ারের লক্ষ্য হইতে পারেন ; পরব্যোমাধিপতিও হইতে পারেন। লঘু-ভাগবতামৃত হইতে জানা যায়, বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষীরাব্ধিশায়ীর অবতারও বলিয়া থাকেন (ল-ভা-শ্রীকৃষ্ণামৃত ১৩৭-১৪০)। ইঁহাদের যুক্তি এই যে, "শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত দেবগণ ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে যাইয়া, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণেরই উপাসনা করিয়াছিলেন এবং ক্ষীরোদশায়ীর মুখেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন ; সুতরাং দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত ক্ষীরোদশায়ীই অবতীর্ণ হইয়া "কৃষ্ণ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। (ল, ভা, শ্রীকৃষ্ণামৃত ১৪০॥)।" আবার কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বিলাসও বলিয়া থাকেন (ল, ভা, শ্রীকৃষ্ণামৃত ২২৬-২৯৯)।

৫১। **এইমতে**—পূর্ব্বপয়ারোক্ত প্রকারে। **নানারূপ**—বহু প্রকার। **করে পূর্ব্বপক্ষ**—বিরুদ্ধমত উত্থাপিত করে। ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মত এই :—কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার, সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন ; কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাব্ধিশায়ীর কেশের অবতার ; কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমাধিপতির বিলাস ; কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতির প্রথমব্যূহ যে বাসুদেব, সেই বাসুদেবের অবতারই শ্রীকৃষ্ণ ; আবার কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ মহাকালপুরের ভূমাপুরুষের অংশ ; ইত্যাদি। **তাহাকে**—পূর্ব্বপক্ষকে। **নির্জ্জিতে**—পরাজিত করিতে ; বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিতে। **ভাগবত-পদ্য**—শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক। **দক্ষ**—সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাঁহারা এইরূপ বিরুদ্ধমত উত্থাপিত করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকই তাঁহাদের বিরুদ্ধ-মতের খণ্ডন করিতে সমর্থ। বিরুদ্ধমত-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে "বদন্তি" ইত্যাদি, "এতে চাংশঃ" ইত্যাদি, এবং "অত্র সর্গঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক এবং "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়াদি এই পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শুন ভাই! এই শ্লোক করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥ ৫২
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥ ৫৩
এইশ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫২। **শুন ভাই**—পূর্ব্বপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বলিতেছেন। **এই শ্লোক**—পূর্ব্বোক্ত "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোক। **মুখ্যতত্ত্ব**—প্রধানতম তত্ত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। **তিন**—তিন রূপে। **তাহার প্রচার**—সেই মুখ্যতত্ত্বের আবির্ভাব।

পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির উত্তরে, গ্রন্থকার বলিতেছেন "বদন্তি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ-বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তোমার যুক্তি ভিত্তিহীন। এই শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, অদ্বয়-জ্ঞানই (১।২।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) মুখ্যতত্ত্ব-বস্তু; উপাসনাভেদে এই অদ্বয়-জ্ঞানরূপ মুখ্যতত্ত্ব-বস্তুই স্বয়ংরূপ ব্যতীত আরও তিনটী পৃথক্ পৃথক্ রূপে আবির্ভূত হয়েন। মুখ্যতত্ত্ব একবস্তু মাত্র, তাহা একাধিক নহেন; স্বয়ংরূপ ব্যতীত আর যে তিনরূপে তিনি আত্মপ্রকট করেন, সেই তিন রূপের কোনও রূপই মুখ্যতত্ত্ব নহেন, মুখ্যতত্ত্বের আবির্ভাব-বিশেষ মাত্র।"

৫৩। সেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কে এবং তাঁহার তিনপ্রকারের আবির্ভাবই বা কে, তাহা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ও পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নারায়ণ—এই তিনই তাঁহার আবির্ভাব।

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু—স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য পরমতত্ত্ব (১।২।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ব্রহ্ম**—নিরাকার নির্ব্বিশেষ আনন্দ-সত্তামাত্র স্বরূপ। **আত্মা**—পরমাত্মা, অন্তর্য্যামী। **ভগবান্**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ (১।২।১৫-১৬ পয়ারের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। **তাঁর**—অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের। **রূপ**—আবির্ভাব।

৫৪। "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন।

এই শ্লোকের—"বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকের। **তুমি**—প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। **নির্ব্বচন**—কথা বলিবার শক্তিশূন্য, অন্য কোনও যুক্তি দেখাইতে অসমর্থ।

পরতত্ত্বের শ্রুতিবিহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচার ব্রহ্মসূত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়; ব্রহ্মসূত্রের বাক্যই স্বতঃপ্রমাণ বেদের বাক্য। ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণের সঙ্গে যাহার ঐক্য নাই, এমন কোনও প্রমাণই শ্রদ্ধেয় নহে। শ্রীমদ্ভাগবত সেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥ ইতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস (১০।২৮৩) ধৃত গারুড়বচন।"; শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তসার (সর্ব্ববেদান্ত-সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। শ্রীভা ১২।১৩।১৫ ॥); আবার, যিনি ব্রহ্মসূত্রের সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই ব্যাসদেব নিজেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছেন; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতেই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাসদেবের স্বীয় অভিপ্রায় জানিতে পারা যায়; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ-শিরোমণি; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের সহিত যে যুক্তির বা প্রমাণের ঐক্য নাই, সেই প্রমাণ বা যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারেনা। কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তাঁহার আবির্ভাব-বিশেষ (বিলাসরূপ ১।২।৪৬); সুতরাং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অবতারী হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু বলিয়া ক্ষীরাব্ধিশায়ী নারায়ণাদিও তাঁহার অবতারী হইতে পারেন না। ইহাই যখন প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেব সিদ্ধান্ত, তখন ইহার প্রতিকূলে কোনরূপ যুক্তি-প্রমাণই গ্রহণীয় হইতে পারেনা—এইরূপই এই পয়ারের প্রথমার্দ্ধের তাৎপর্য্য।

আর এক শুন ইত্যাদি—পূর্ব্বোক্ত শ্লোক ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের আরও একটী শ্লোক (নিম্নোদ্ধৃত এতে চাংশ ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষকে বলিতেছেন—"শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকের প্রমাণ তো দেখাইলাম; আর একটী প্রমাণও বলিতেছি, শুন।" **বচন**—শ্লোক, প্রমাণ।

তথাহি (ভাঃ—১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবং পরমাত্মানং সাঙ্গমেব নির্দ্ধার্য্য প্রোক্তানুবাদপূর্ব্বকং শ্রীভগবন্তমপ্যাকারেণ নির্দ্ধারয়তি এত ইতি। ততশ্চ এতে পূর্ব্বোক্তাঃ চ-শব্দাদনুক্তাশ্চ প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুংসঃ পুরুষস্য অংশকলাঃ, কেচিৎ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন দ্বিবিধাঃ। কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ। কেচিত্তু কলাঃ বিভূতয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ, স কৃষ্ণস্তু ভগবান্, এষ পুরুষস্যাপ্যবতারী ভগবানিত্যর্থঃ। অত্র অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্তলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে, নতু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্তলক্ষণধর্ম্মত্বে সিদ্ধে মূলত্বমেব সিদ্ধ্যতি। নতু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বং এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি। তত্র চ স্বয়ংএব ভগবান্, নতু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া, নতু বা ভগবত্তাধ্যাসেনেত্যর্থঃ। নচাবতারপ্রকরণে পঠিত ইতি সংশয়ঃ। পৌর্ব্বাপর্য্যৈঃ পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদিতি ন্যায়াৎ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধঃ। * * *। অত এতৎ প্রকরণেঽপি অন্যত্র ক্বচিদপি ভগবচ্ছব্দমকৃত্বা তত্রৈব ভগবানহরদ্ভরমিতি কৃতবান্। ততশ্চাস্যাবতারেষু গণনা তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজপরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজজন্মাদিলীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকল-লোকদৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈবেত্যাগতম্। * * *। অবতারশ্চ প্রাকৃত বৈভবেঽবতরণমিতি কৃষ্ণসাহচর্য্যেণ রামস্যাপি পুরুষাংশত্বাত্যায়ো জ্ঞেয়ঃ। অত্র তু-শব্দোঽংশকলাভ্যঃ পুংসশ্চ সকাশাৎ ভগবতো বৈলক্ষণ্যং বোধয়তি। যদ্বা অনেন তু-শব্দেন সাবরণা শ্রুতিরিয়ং প্রতীয়তে। ততশ্চ সাবরণা শ্রুতির্বলবতীতি ন্যায়েন শ্রুত্যৈব শ্রুতমপ্যন্যেষাং মহানারায়ণাদীনাং স্বয়ং ভগবত্ত্বং গুণীভূতমাপদ্যতে। এবং পুংস ইতি ভগবানিতি চ প্রথমমুপক্রমোদ্দিষ্টস্য শব্দদ্বয়স্য তৎসহোদরেণ তেনৈব চ শব্দেন প্রতিনির্দ্দেশাত্তাবেব খল্বেতাবিতি স্মারয়তি। উদ্দেশপ্রতিনির্দ্দেশয়োঃ প্রতীতিঃ স্থগিততা তন্নিরসনায় বিদ্বদ্ভিরেক এব শব্দঃ প্রযুজ্যতে তৎসমো বা। যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমবিষয়ো ভবতীতি। ইন্দ্রারীতি পদ্যার্দ্ধং ত্বত্র নান্বেতি। তু-শব্দেন বাক্যস্য ভেদাৎ। তচ্চ তাবতৈবাকাঙ্ক্ষাপরিপূর্ত্তেঃ একবাক্যত্বে তু চ-শব্দ এবাকরিষ্যত। ততশ্চেন্দ্রারীত্যত্র অর্থাৎ ত এব পূর্ব্বোক্তা মৃড়য়ন্তীত্যায়াতি। অত্র বিশেষজিজ্ঞাসায়াং কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। তত্তৎপ্রসঙ্গে চ দর্শয়িষ্যতে ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥১৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। এতে চ (এই সমস্ত—উক্ত এবং অনুক্ত অবতার সকল) পুংসঃ (পুরুষের) অংশকলাঃ (অংশ এবং বিভূতি); [ইহ] (এই প্রকরণে) [বিংশতিতমাবতারত্বেন] (বিংশতিতম অবতাররূপে) [যঃ] (যিনি) [কথিতঃ] (উক্ত হইয়াছেন), [সঃ] (সেই) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণ) তু (কিন্তু) স্বয়ং (নিজেই) ভগবান্ (ভগবান্)। [তে চ অবতারাঃ] (সেই সমস্ত অবতার) ইন্দ্রারিব্যাকুলং (ইন্দ্রশত্রু দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত) লোকং (জগৎকে) যুগে যুগে (প্রত্যেক যুগে, যুগাবতার-সময়ে) মৃড়য়ন্তি (সুখী করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ। উক্ত এবং অনুক্ত অবতার সকল পুরুষের অংশ ও বিভূতি; (অবতারগণের নামোল্লেখ সময়ে বিংশতিতম অবতাররূপে যাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই) শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু (পুরুষের অংশ নহেন, বিভূতি নহেন, অংশী পুরুষও নহেন, কিন্তু তিনি) স্বয়ং ভগবান্। (উক্ত অবতার-সকল) দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উপদ্রুত জগৎকে যুগে যুগে সুখী করিয়া থাকেন। ১৩।

এতে—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে কৌমার-শৌকরাদি যে সমস্ত অবতারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা। **চ**—অনুক্ত সমুচ্চয়-অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অবতার অসংখ্য, সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। কয়েক অবতারের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, আরও অনেকেরই নাম উল্লেখ করা হয় নাই; এতে-শব্দে উল্লিখিত এবং চ-শব্দে অনুল্লিখিত অবতার-সমূহকে বুঝাইতেছে; ইঁহারা সকলেই পুরুষের অংশ। **অংশকলাঃ**—অংশ এবং কলা। অংশ দুইরকম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

—স্বয়ং অংশ এবং অংশাবিষ্টতা হেতু অংশ; স্বয়ং অংশ আবার দুইরকম—পুরুষের সাক্ষাৎ অংশ এবং অংশের অংশ। অংশাবিষ্ট—শক্তি-আদি দ্বারা আবিষ্ট। কলা—বিভূতি। অবতার-সমূহের মধ্যে কেহবা পুরুষের সাক্ষাৎ অংশ, কেহবা পুরুষের অংশের বা অংশাংশের অংশ, কেহবা পুরুষের শক্তি-আদি দ্বারা আবিষ্ট, আবার কেহবা পুরুষের বিভূতি। **কৃষ্ণস্তু**—কৃষ্ণঃ+তু; কিন্তু কৃষ্ণ। স্বয়ং ভগবান্‌ই হউন, আর তাঁহার অন্য কোনও স্বরূপই হউন, যিনিই প্রাকৃত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, সাধারণতঃ তাঁহাকেই অবতার বলা হয়; "অবতারঃ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণম্—ক্রমসন্দর্ভঃ।" অবতারের এই সাধারণ সংজ্ঞা-অনুসারে প্রকট-লীলা-কালে স্বয়ং ভগবান্‌কেও অবতার বলা হয়। তাই, সাধারণ সংজ্ঞানুসারে অবতারের উল্লেখ-কালে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রারম্ভে প্রথম স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে (জন্মগুহ্যাধ্যায়ে) অন্যান্য অবতারের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে (১।৩.২৩ শ্লোকে); শ্রীকৃষ্ণকে বিংশতিতম অবতার বলা হইয়াছে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণও এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর ঐ শ্লোকেই বলরামচন্দ্রকে ঊনবিংশ অবতার বলা হইয়াছে। অবতার-সমূহের সঙ্গে সাধারণ-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ করা হইলেও অন্যান্য অবতার হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য-জ্ঞাপনও করা হইয়াছে—অন্য কোন অবতারকেই "ভগবান্" বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে "ভগবান্" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ ভরম্॥ ১।৩।২৩—ঊনবিংশে ও বিংশ অবতারে ভগবান্ রামকৃষ্ণরূপে বৃষ্ণিবংশে জন্মলীলা প্রকট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন।" তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই বলা হইয়াছে, লোক-সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ভগবান্ পুরুষরূপ ধারণ করিলেন। "জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।" (ইহা হইতে বুঝা গেল, ভগবান্ ও পুরুষ একই আবির্ভাবের দুইটী নাম নহে; ভগবান্ হইতেই পুরুষের আবির্ভাব)। যাহা হউক, এই পুরুষ হইতে নানাবিধ অবতারের আবির্ভাব হয়। "এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। ১।৩।৫॥" এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রীসূত-গোস্বামী কৌমার-শৌকরাদি অনেক অবতারের নাম করিলেন, সঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণের নামও করিলেন। ইহাতে কাহারও হয়তো সন্দেহ হইতে পারে যে, কৌমার-শৌকরাদি যেরূপ অবতার, রামকৃষ্ণও বোধ হয় সেইরূপ অবতারই; নতুবা একসঙ্গে একই প্রকরণে সকলের নাম উল্লিখিত হইত না। এরূপ সন্দেহের আশঙ্কা করিয়াই শ্রীসূত-গোস্বামী প্রথমে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য অবতারের ন্যায় একপর্য্যায়ভুক্ত নহেন; যেহেতু, রামকৃষ্ণের নিজস্ব ভগবত্তা আছে (তাই তাঁহাদিগকে "ভগবান্" বলা হইয়াছে); কিন্তু অন্যান্য অবতার-সকলের নিজস্ব ভগবত্তা নাই (তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে "ভগবান্" শব্দ এই প্রকরণে উল্লিখিত হয় নাই), তাঁহাদের ভগবত্তার মূল অন্যের (শ্রীকৃষ্ণের) ভগবত্তা।

ইঙ্গিতে একথা বলিয়া পরে "এতে চাংশকলাঃ" শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, অন্যান্য অবতার-সকল পুরুষের অংশ-কলা মাত্র; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্। একথা জানাইবার অভিপ্রায়েই বলিলেন—"কৃষ্ণস্তু"—তু-শব্দে অন্যান্য অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য বা বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে; সেই বিশেষত্ব বা পার্থক্যটী এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, অন্য কেহ স্বয়ং ভগবান্ নহেন।

ভগবান্ স্বয়ং—পুরুষের অংশ বা ভগবানের অংশ বলিয়াই যাঁহার ভগবত্তা নহে; পরন্তু যাঁহার নিজেরই ভগবত্তা আছে। "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ১।২।৭৪॥" যাঁহার ভগবত্তা স্বয়ংসিদ্ধ, অন্য-নিরপেক্ষ। **ইন্দ্রারি**—ইন্দ্রের অরি (শত্রু) দৈত্য। **ইন্দ্রারিব্যাকুলং**—দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। **মৃড়য়ন্তি**—দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়া জগৎকে সুখী করেন। **যুগে যুগে**—প্রতি যুগে, যথাসময়ে।

পুরুষের অংশরূপ অবতারগণ প্রাকৃত প্রপঞ্চে কি নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েন, তাহা বলিতেছেন—"ইন্দ্রারিব্যাকুলং" ইত্যাদি বাক্যে। অসুরসংহার-পূর্ব্বক, তাহাদের অত্যাচার হইতে জগৎকে উদ্ধার করিয়া জগতের সুখ-বিধানের নিমিত্তই এই সমস্ত অবতারের প্রাকট্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন অবতীর্ণ হয়েন, তাহাও ইহা হইতে ব্যঞ্জিত হইতেছে—তিনিও

আনন্দ-বিধানের নিমিত্তই অবতীর্ণ হয়েন; কাহার আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত? জন্মাদি-লীলা-প্রকটন দ্বারা তাঁহার পরিকরবর্গের আনন্দ-চমৎকারিতা বিধানের উদ্দেশ্যেই প্রাকৃত প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। "নিজ-পরিজন-বৃন্দানামানন্দ-বিশেষ-চমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজ-জন্মাদিলীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতি। ক্রমসন্দর্ভঃ॥"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইলেও অবতার-সমূহের মধ্যেই যখন তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন অন্যান্য অবতারের ন্যায় তাঁহারাও যে পুরুষের অংশকলা নহেন, ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে? উত্তর :—প্রথমত পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্; এই নিয়মানুসারে, প্রথমতঃ পুরুষের অংশরূপ অবতার-সমূহের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও, পরে যখন তাঁহাদিগকে ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে, তখন তাঁহারা পুরুষের অংশ হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, সামান্যবিধি অপেক্ষা বিশেষ-বিধির বলবত্তা বশতঃ অবতার-সামান্য-কথনে রামকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও বিশেষ-কথনে যখন তাঁহাদিগকে ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে, তখন অন্যান্য অবতারের ন্যায় তাঁহারা পুরুষের অংশ হইতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, "শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিতি"—ইত্যাদি নিয়মানুসারে শ্রুতি-লিঙ্গাদির পর পর দুর্ব্বলত্ব বশতঃ শ্রুতিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য; সুতরাং সামান্য-অবতার-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইলেও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধঃ। ক্রমসন্দর্ভ।—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, এই শ্রুতিদ্বারা প্রকরণ বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তিনি পুরুষের অংশরূপে অবতার নহেন—ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে।"

আরও প্রশ্ন হইতে পারে, রামকৃষ্ণকে ভগবান্ বলা হইল (১।৩।২৩ শ্লোকে); এবং পরে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলা হইল, কিন্তু রাম বা বলরাম সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হইল না। এমতাবস্থায় বলরামের স্বরূপ কি? উত্তর :—রামকৃষ্ণকে যখন ভগবান্ বলা হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বলরামচন্দ্র পুরুষের অংশ নহেন; অবশ্য তিনি স্বয়ং ভগবান্ও নহেন; স্বয়ং ভগবান্ একাধিক থাকিতে পারেন না; কাজেই তিনি স্বয়ং ভগবানের অংশ-রূপ অবতার (পুরুষের অংশরূপ নহেন); অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন কলেবর বা বিলাস-মূর্ত্তিই হইবেন।

আরও প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যদি অন্যান্য অবতারের পর্য্যায়ভুক্তই না হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিংশতিতম অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইল কেন? উত্তর :—স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার একদিনে একবার অবতীর্ণ হয়েন; তাঁহার অবতরণের সময়ে যদি যুগাবতারাদির সময়ও উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও যুগাবতারাদি আর স্বতন্ত্র ভাবে অবতীর্ণ হয়েন না, কৃষ্ণের শরীরের মধ্যেই তাঁহারা আশ্রয় লাভ করেন, সেই স্থান হইতেই তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। যে কল্পের অবতার-সমূহের কথা প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সেই কল্পে বিংশতিতম যুগাবতারের সময়েই স্বয়ং ভগবানের অবতারের সময় হইয়াছিল বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই অবতীর্ণ হইলেন, বিংশতিতম যুগাবতার আর স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হইলেন না; পরন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহমধ্যেই অবস্থিত রহিলেন; এই দেহমধ্যস্থ যুগাবতার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ভূভার-হরণাদি যুগাবতারের কার্য্য-নির্ব্বাহ করাইলেন। যুগাবতারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায়, শ্রীকৃষ্ণের দেহদ্বারাই যুগাবতারের কার্য্য-নির্ব্বাহ হইয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই বিংশতিতম অবতার বলা হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণের যেই হয় অবতারকাল। ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল॥ পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ ১।৪।৮-৯॥" শ্রী, ভা, ১।৩।২৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ ভূভার হরণ করিয়াছেন, কিন্তু ভূভার-হরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে (স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে ভূ-ভারহরণ।১।৪।৭); ইহা যুগাবতারের কার্য্য। ইহা হইতেও বুঝা যায়, স্বয়ং ভগবানের অভ্যন্তরস্থিত যুগাবতারের কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে বিংশতিতম অবতার বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে যুগাবতার মাত্র নহেন, পরন্তু স্বয়ং ভগবান্, তাহা অন্যান্য লীলা (ব্রজলীলাদি) দ্বারা প্রমাণিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার নহেন, পরন্তু তিনি যে অবতারী, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল। এই শ্লোকটীও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিভাষা-শ্লোক।

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৫৫
তবে সূতগোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৫৬
অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অবতংস ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৫। এক্ষণে তিন পয়ারে "এতে চাংশ" শ্লোকের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম দুই পয়ারে তাহার সূচনা করিতেছেন।

সব অবতারের—যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি সমস্ত অবতারের এবং স্বয়ং ভগবানের অবতরণের। অবতার-শব্দের সাধারণ সংজ্ঞা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থে দ্রষ্টব্য।

সামান্য লক্ষণ—সাধারণ চিহ্ন; সমস্ত অবতারের মধ্যেই যে লক্ষণ দৃষ্ট হয়; ভগবদ্ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণই এই সাধারণ লক্ষণ। অবতারের স্বরূপ, সময় ও লীলাদি দ্বারা বিশেষ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হয়। **তার মধ্যে**—সমস্ত অবতারের মধ্যে। **কৃষ্ণচন্দ্রের**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের। **করিল গণন**—উল্লেখ করা হইয়াছে। অবতার-সমূহের নামোল্লেখ-কালে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামও একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য)

৫৬। **তবে**—সমস্ত অবতারের সঙ্গে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করায়। **সূত-গোসাঞি**—নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে উগ্রশ্রবা-নামক সূত শ্রীশুকদেব-গোস্বামীর কথিত শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতার-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীসূতগোস্বামীরই উক্তি। **পাঞা বড় ভয়**—অত্যন্ত ভীত হইয়া; অন্যান্য অবতারের সঙ্গে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ করায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া সূতগোস্বামীর ভয় হইয়াছে। বিশেষতঃ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, অবতারের মধ্যে তাঁহার নাম দেখিয়া তাঁহারা হয়তো শ্রীকৃষ্ণকেও সাধারণ অবতার বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাহাতে বিপ্রলিপ্সা বা জ্ঞান-শাঠ্যের আশঙ্কা করিয়াও সূতগোস্বামীর ভয় হইতে পারে। **যার যে লক্ষণ**—উল্লিখিত অবতার সমূহের মধ্যে যাঁহার যে বিশেষ পরিচয় বা স্বরূপ তাহা; তাঁহাদের মধ্যে কে কে অবতারী-পুরুষের অংশ, আর কে স্বয়ং-ভগবানের অংশ, কে-ই বা ভগবান্ (যিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে স্বয়ংই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন,) এ সব সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ। **করিল নিশ্চয়**—নির্দ্ধারিত করিলেন; স্পষ্টরূপে জানাইলেন (সূত-গোসাঞি)।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারে "সূত গোসাঞি" স্থলে "শুকদেব" পাঠ আছে; কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের অবতার-সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি শ্রীসূতগোস্বামীরই উক্তি, শ্রীশুকদেবের উক্তি নহে।

৫৭। যে অবতারের যে লক্ষণ বা স্বরূপ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন। এই পয়ারে "এতে চাংশ" শ্লোকের সার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা এই:—অবতার-প্রকরণে যাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, (বলদেব তাঁহার বিলাস-রূপ অংশ) এবং অন্যান্য অবতারগণ কেহ বা পুরুষের অংশ, আর কেহ বা পুরুষের বিভূতি।

অবতার সব—শ্রীকৃষ্ণ (এবং শ্রীবলদেব) ব্যতীত অন্য সমস্ত উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত অবতার। **পুরুষের**—ষোড়শ-কলাত্মক পুরুষের। সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ অংশে পুরুষ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই পুরুষ শ্রীভগবানের অংশ। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থ এবং শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। **কলা**—বিভূতি (ক্রমসন্দর্ভ)। **অংশ**—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য। প্রাকৃত জগতে কোনও বস্তুর বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদযোগ্য খণ্ডকে তাহার অংশ বলা হয়; কিন্তু শ্রীভগবানের অংশ-অবতার এইরূপ নহেন, শ্রীভগবানের বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদযোগ্য খণ্ডমাত্র নহেন; শ্রীভগবান্ বিভু—সর্ব্বব্যাপক বস্তু, তাঁহার কোনও বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদযোগ্য অংশ

পূর্ব্বপক্ষ কহে—তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম-নারায়ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৫৮
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার ? ॥ ৫৯
তারে কহে—কেন কর কুতর্কানুমান ?।
শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকিতে পারে না। বাস্তবিক, অংশই হউন, আর স্বয়ংরূপই হউন, ভগবৎ-স্বরূপ মাত্রই পূর্ণ, নিত্য, শাশ্বত। "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হ্রাসোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥ পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ল, ভা, শ্রীকৃষ্ণামৃত।৪৪॥" সমস্ত স্বরূপ পূর্ণ হইলেও শক্তিসমূহের অভিব্যক্তির তারতম্য-অনুসারে অংশ ও অংশী সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যে স্বরূপে সমস্ত শক্তি পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহার নাম স্বয়ংরূপ; আর যে সকল স্বরূপে সমস্ত শক্তি অভিব্যক্ত হয় নাই, অভিব্যক্ত হইলেও পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই সমস্ত স্বরূপকে বলে অংশ; এইরূপে স্বাংশ এবং বিলাসাদি সমস্তই স্বয়ংরূপের অংশ; কারণ, স্বাংশ-বিলাসাদিতে স্বয়ংরূপের ন্যায় শক্তির বিকাশ নাই। "অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ। তথাপ্যখিল-শক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নো ভবেৎ ॥ অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশ-প্রকাশিতা। পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তি-প্রকাশিতা ॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত ॥৪৫।৪৬।" স্বয়ংরূপ যদৃচ্ছাক্রমে নানাশক্তি প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু অংশরূপ তাহা পারেন না—ইহাই পার্থক্য। এস্থলে শক্তি-শব্দের তাৎপর্য্য এই :—"শক্তিরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোমুখা গুণাঃ। ল-ভা, কৃষ্ণামৃত ॥৮৯॥—ঐশ্বর্য্য (নিখিল-স্বামিত্ব), মাধুর্য্য (সর্ব্বাবস্থায় চারুতা), কৃপা (অহৈতুকী ভাবে পরদুঃখ-নাশের ইচ্ছা), তেজঃ (কাল ও মায়াদিকেও অভিভবকারী প্রভাব) এবং সর্ব্বজ্ঞতা, ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তবশ্যতাদি গুণকে শক্তি বলে।"

সর্ব্ব-অবতংস—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সকলের আশ্রয় এবং সমস্ত কারণের কারণ।

৫৮।৫৯। কবিরাজ-গোস্বামী পূর্ব্ব পয়ারে "এতে চাংশ" শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, কেহ কেহ হয়তো তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন; খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তাই তিনি দুই পয়ারে সম্ভাবিত আপত্তি উত্থাপিত করিতেছেন। আপত্তিটী এই :—"কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্—এইরূপ অন্বয় ধরিয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে পূর্ব্ব-কথিতরূপ অর্থ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ—এইরূপ অন্বয় করিলে শ্লোকের অর্থ হইবে এই যে, স্বয়ং ভগবানই (পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই) কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার—ইহাই সমীচীন অর্থ।" ৫৮।৫৯ পয়ারে পূর্ব্বপক্ষের এই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষ—আপত্তিকারী। **তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান**—কবিরাজ! তুমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহাতো অতি সুন্দর! (ইহা পূর্ব্বপক্ষের উপহাস-উক্তি); তাৎপর্য্য এই যে, "কবিরাজ! তুমি যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, শ্লোকের অর্থে তাহা প্রকাশ পায় না। শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বলিতেছি, শুন।" **পরব্যোম-নারায়ণ**—পরব্যোমাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণ। **স্বয়ং ভগবান্**—নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্, কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ নহেন। (ইহা বিরুদ্ধবাদীর অর্থ) **তিঁহো**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। **আসি ইত্যাদি**—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই কৃষ্ণরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন। সুতরাং নারায়ণের অবতারই কৃষ্ণ। শ্লোক হইতে এইরূপ অর্থই পাওয়া যাইতেছে; এ সম্বন্ধে আবার বিচার কি থাকিতে পারে। **শ্লোকে**—"এতে চাংশ" শ্লোকে।

৬০। কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতেছেন। **তারে কহে**—পূর্ব্বপক্ষকে বলে (কবিরাজ গোস্বামী)। **কুতর্কানুমান**—কুতর্কমূলক অনুমান। শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের নাম কুতর্ক। **অনুমান**—ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানজন্য জ্ঞানকে অনুমান বলে (শব্দকল্পদ্রুম)। যেমন, কোনও পর্ব্বতে ধূম দেখিলেই তাহাতে অগ্নি আছে বলিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই অনুমান। এইরূপে, "এতে চাংশ" শ্লোকে "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইভাবে শব্দগুলি বসাইলে একরূপ অন্বয় হইতে পারে বটে এবং এই অন্বয়-মূলে একটা অর্থও হইতে পারে। ইহা

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ—
অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৪

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥ ৬১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ইত্যাদি। অনুবাদং জ্ঞাতবস্তু, অনুক্ত্বা ন কথয়িত্বা, তু অবধারণে, বিধেয়ং অজ্ঞাতবস্তু ন উদীরয়েৎ ন কথয়েৎ। যতঃ ন হি অলব্ধাস্পদং ন লব্ধং আস্পদং স্থানং যেন তথাভূতং কিঞ্চিৎ কুত্রচিদপি প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্ঠাং লভতে প্রামাণ্যং গচ্ছতি ॥১৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইল, ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমানের ন্যায়, অন্বয় দেখিয়া অর্থের অনুমান। কিন্তু এইরূপ অর্থের অনুমান শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ইহাকে কুতর্কানুমান বলা হইয়াছে। ইহা কিরূপে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইল, তাহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে দেখাইয়াছেন। **শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ**—শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ; যে অর্থ শাস্ত্রোক্তির বিরোধী। **কভু**—কখন। **না হয় প্রমাণ**—প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কুতর্কমূলক অনুমানে একই বাক্যের নানারূপ অর্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু এই সকল অর্থের মধ্যে যে সকল অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহারা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পূর্ব্বপয়ারোক্ত (স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ এইরূপ অন্বয়মূলক) অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা প্রামাণ্য নহে। ইহাই তাৎপর্য্য।

কোনও বাক্যের অর্থ করিতে হইলে, যে শাস্ত্রবিহিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, পূর্ব্বপক্ষ সেই প্রণালীকে যে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নে "অনুবাদমনুক্ত্বা" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইতেছে।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অনুবাদং (জ্ঞাতবস্তু) অনুক্ত্বা (না বলিয়া) তু (কিন্তু) বিধেয়ং (অজ্ঞাতবস্তু) ন উদীরয়েৎ (বলা উচিত নহে); [যতঃ] (যেহেতু) অলব্ধাস্পদং (যে বস্তুর আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এমন) কিঞ্চিৎ (কোনও বস্তু) কুত্রচিৎ (কোনও স্থানেই) নহি প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেই না)।

অনুবাদ। অনুবাদ না বলিয়া কিন্তু বিধেয় বলা উচিত নহে। যেহেতু, যে বস্তুর আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এমন কোনও বস্তু কোনও স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেই পারে না। ১৪।

অনুবাদ—জ্ঞাতবস্তু। **বিধেয়**—অজ্ঞাত বস্তু। **অলব্ধাস্পদ**—আশ্রয়হীন।

বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি এই যে, প্রথমে জ্ঞাতবস্তু-বাচক শব্দটী বসাইতে হইবে, তাহার পরে তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত-বস্তু-বাচক শব্দটী বসাইতে হইবে; কোনও সময়েই এই বিধির অন্যথাচরণ করা উচিত নহে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। এইরূপ বিধির হেতু এই যে, জ্ঞাতবস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়; জ্ঞাতবস্তুর উল্লেখ না করিয়াই তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারে না, সুতরাং বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

শ্রীভাঃ ১।৩।২৩ শ্লোকে বিংশতিতম অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং "কৃষ্ণ" হইল জ্ঞাতবস্তু বা অনুবাদ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, তাহা উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই; সুতরাং কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা হইল অজ্ঞাতবস্তু বা বিধেয়; "অনুবাদমনুক্ত্বা তু" ইত্যাদি বচনানুসারে অনুবাদ "কৃষ্ণ" শব্দ পূর্ব্বে বসিবে এবং বিধেয় "স্বয়ং ভগবান্" শব্দ পরে বসিবে; সুতরাং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এইরূপ অন্বয়ই শাস্ত্রসম্মত।

প্রতিপক্ষের "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয়ে উক্ত শাস্ত্রবিধির লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া ঐ অন্বয় এবং তদনুকূল অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং গ্রহণের অযোগ্য; ইহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত অন্বয় কিরূপে এই বিধির প্রতিকূল হইল, পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে তাহা দেখান হইয়াছে।

৬১। শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। বাক্যের প্রথমে অনুবাদ-বাচক শব্দ বসাইবে, তারপরে বিধেয়-বাচক শব্দ বসাইবে।

'বিধেয়' কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত।
'অনুবাদ' কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৬২
যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥ ৬৩
বিপ্রত্ব বিখ্যাত, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥ ৬৪
তৈছে ইহাঁ অবতার সব হৈল জ্ঞাত।
কার অবতার ?—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৬৫
"এতে"-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
"পুরুষের অংশ" পাছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬২। অনুবাদ ও বিধেয় কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। অজ্ঞাত বস্তুকে বিধেয় বলে; আর জ্ঞাতবস্তুকে অনুবাদ বলে। যাহা জানা নাই, তাহা অজ্ঞাত; আর যাহা জানা আছে, তাহা জ্ঞাত।

৬৩। দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুবাদ ও বিধেয় বুঝাইতেছেন। যেমন "এই বিপ্র পরম পণ্ডিত" এই বাক্যে বিপ্র-শব্দ অনুবাদ-বাচক এবং পরম-পণ্ডিত শব্দ বিধেয়-বাচক। ইহার হেতু পরবর্ত্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য। **বিপ্র**—ব্রাহ্মণ।

৬৪। কিরূপে বিপ্র-শব্দ অনুবাদ হইল এবং পরম-পণ্ডিত-শব্দ বিধেয় হইল, তাহা বলিতেছেন।

বিপ্রত্ব বিখ্যাত—যে লোকটীকে লক্ষ্য করিয়া বাক্য বলা হইয়াছে, তিনি যে বিপ্র (ব্রাহ্মণ), তাহা তাঁহার উপবীত দেখিয়াই বুঝা যায়; সুতরাং তাঁহার বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাত বিষয়; এজন্য বিপ্রশব্দ অনুবাদ-বাচক।

পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত—পাণ্ডিত্যের কোনও চিহ্ন উপবীতের ন্যায় দেহে থাকে না; আলাপ করিলেই, অথবা অপর কেহ জানাইয়া দিলেই তাহা জানা যায়; তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বস্তু। "এ বিপ্র পরম পণ্ডিত" এই বাক্যটী যাহাদের নিকট বলা হইয়াছে, তাহারা বিপ্রের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে কিছু জানিত না; সুতরাং তাহাদের নিকটে পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বলিয়া "পরম-পণ্ডিত"-শব্দ বিধেয়-বাচক হইল। **অতএব** ইত্যাদি—বিপ্র শব্দ অনুবাদ-বাচক এবং "পরম পণ্ডিত"-শব্দ বিধেয়-বাচক বলিয়া বিপ্র-শব্দ বাক্যের প্রথমে এবং পরম-পণ্ডিত শব্দ বাক্যের শেষ ভাগে বসিয়াছে। এই উদাহরণে অনুবাদ ও বিধেয়ের স্থানসম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি রক্ষিত হইয়াছে।

৬৫। এক্ষণে উক্ত বিধি-অনুসারে অন্বয় করিয়া "এতে চাংশ" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন এবং দেখাইতেছেন যে, বিরুদ্ধবাদীর অন্বয় শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। "এতে চাংশ" শ্লোকে অনুবাদ-বাচক শব্দ কোন্‌টী এবং বিধেয়-বাচক শব্দই বা কোন্‌টী তাহাই প্রথমে স্থির করিতেছেন—এই পয়ারে।

তৈছে—তদ্রূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৩শ পয়ারের "যৈছে" শব্দের সহিত ইহার অন্বয়। "এ বিপ্র পরম পণ্ডিত" এই বাক্যে যেমন (যৈছে) আগে অনুবাদ ও পরে বিধেয় বসিয়াছে, তদ্রূপ (তৈছে) "এতে চাংশ" শ্লোকের অন্বয়েও আগে অনুবাদ ও পরে বিধেয় বসিবে। **ইহাঁ**—"এতে চাংশ" শ্লোকে। "এতে চাংশ" শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে সর্ব্ববিধ অবতারের নামোল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং যিনি প্রথম হইতে সমস্ত শ্লোক পড়িতে পড়িতে শেষ কালে "এতে চাংশ" শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিবেন, সমস্ত অবতারের নামই তাঁহার জানা থাকিবে (জ্ঞাতবস্তু হইবে); এই শ্লোকে "এতে" শব্দে ঐ সমস্ত অবতারকেই সূচিত করা হইয়াছে, পড়িতে পড়িতে পাঠক তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং অবতার-জ্ঞাপক "এতে" শব্দ হইল অনুবাদ। **কার অবতার**—যে সমস্ত অবতারের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা কে কাহার অবতার। **এই বস্তু অবিজ্ঞাত**—কে কাহার অবতার, তাহা জানা নাই; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। সুতরাং এই অজ্ঞাত-বস্তু-বাচক শব্দটীই হইবে বিধেয়। শ্লোকে "পুংসঃ অংশকলাঃ—পুরুষের অংশ ও কলা" পদে, তাঁহারা যে পুরুষেরই অবতার, তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে—অজ্ঞাতবস্তুর (অবতারের স্বরূপের) পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং "পুংসঃ অংশকলাঃ"ই হইল বিধেয়।

৬৬। "এতে" শব্দ অনুবাদ-বাচক এবং "অংশকলাঃ" শব্দ বিধেয়বাচক বলিয়া শ্লোকের অন্বয়ে "এতে" শব্দ আগে বসিবে এবং "অংশকলাঃ" শব্দ পরে বসিবে। "এতে পুংসঃ অংশকলাঃ" এইরূপই অন্বয় হইবে।

তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান—সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৬৭
অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ আগে অনুবাদ।
'স্বয়ংভগবত্ত্ব' পিছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৬৮
'কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য।
'স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এতে শব্দে ইত্যাদি—"এতে" শব্দে অবতারের (উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহা) অনুবাদ (এবং অনুবাদ বলিয়া) আগে (বসিয়াছে)। **পুরুষের অংশ**—ইত্যাদি—"পুরুষের অংশ" (পুংসঃ অংশকলাঃ) শব্দ পাছে (শেষে বসিয়াছে; যেহেতু ইহা) বিধেয়-সংবাদ-(জ্ঞাপক)।

বিধেয়-সংবাদ—বিধেয়ের (অজ্ঞাত বস্তুর) সংবাদ (পরিচয়) আছে যাহাতে; যাহা অজ্ঞাতবস্তুর পরিচয় জ্ঞাপন করে।

এই পয়ারে শ্লোকস্থ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" অংশের অন্বয় করা হইল।

৬৭। "এতে চাংশ" শ্লোকের প্রথম চরণের দুইটী অংশ—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" এক অংশ; "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" আর এক অংশ। পূর্ব্ব পয়ারে প্রথমাংশের অন্বয় করিয়া এক্ষণে দ্বিতীয়াংশের অন্বয় করিতেছেন। এই দ্বিতীয়াংশে অনুবাদ-বাচক-শব্দ কোন্‌টী এবং বিধেয়-বাচক শব্দই বা কোন্‌টী, তাহা এই পয়ারে বলিতেছেন।

তৈছে—তদ্রূপ; পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-সমূহে অবতার-সমূহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া অবতার-সমূহ যেমন জ্ঞাতবস্তু হইয়াছে, তদ্রূপ (তৈছে) অবতার-সমূহের মধ্যে কৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কৃষ্ণও জ্ঞাতবস্তু। **কৃষ্ণ অবতার ভিতরে** ইত্যাদি—অবতার (সমূহের নামের) ভিতরে (মধ্যে—কৃষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া) কৃষ্ণ জ্ঞাতবস্তু হইলেন; সুতরাং **তাহার বিশেষ জ্ঞান**—কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান; কৃষ্ণের স্বরূপ।

সেই অবিজ্ঞাত—তাহা অবিদিত; জানা নাই। কৃষ্ণ যে অবতার, একথামাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা গিয়াছে; কিন্তু ভগবানের বা পুরুষের যে অংশ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকেও অবতার বলে; আর স্বয়ংভগবান্ যখন প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন তাঁহাকেও অবতার বলে। শ্রীকৃষ্ণ যে কোন্ রকমের অবতার, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা যায় নাই। "ভগবান্ স্বয়ং" শব্দে কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং "ভগবান্ স্বয়ং" শব্দ হইল বিধেয়-বাচক।

৬৮। **অতএব**—"কৃষ্ণ" শব্দ জ্ঞাত এবং "স্বয়ং ভগবান্" শব্দ অজ্ঞাত বস্তু সূচনা করে বলিয়া। **কৃষ্ণ শব্দ আগে** ইত্যাদি—কৃষ্ণ-শব্দ আগে (বসিবে; কারণ, ইহা) অনুবাদ (জ্ঞাতবস্তু-বোধক)। **স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইত্যাদি**—"স্বয়ং ভগবান্" শব্দ পিছে (শেষে—বসিবে; কারণ, ইহা) বিধেয়-সংবাদ (অজ্ঞাত বস্তুর পরিচয়-জ্ঞাপক শব্দ)। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহ হইতে জানা যায় নাই বলিয়া স্বয়ংভগবত্ত্ব অজ্ঞাত বস্তু (বিধেয়) হইল। **বিধেয়-সংবাদ**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৬শ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

৬৯। **সাধ্য**—সাধনীয়, প্রকাশিতব্য; সুতরাং বিধেয়। কৃষ্ণ হইলেন জ্ঞাত বস্তু; কিন্তু তাঁহার স্বয়ং-ভগবত্তা (কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ ইহা) অজ্ঞাতবস্তু; কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয়ই হইল তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা; সুতরাং তাঁহার বিশেষ পরিচয় দিতে হইলে তাঁহার স্বয়ংভগবত্তার কথাই প্রকাশ করিতে হইবে; তাই বলা হইয়াছে, **"কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ইহা হৈল সাধ্য"** (সাধনীয় বা প্রকাশনীয়, সুতরাং ইহাই বিধেয়)। স্বয়ংভগবত্তাই সাধ্য বা বিধেয় হওয়াতে "কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্" এইরূপ অন্বয়ই শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে এবং "শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, তিনিই অবতারী" এইরূপ অর্থই শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রামাণ্য হইবে। **বাধ্য**—বাধা প্রাপ্ত; অসিদ্ধ; শাস্ত্রবিরুদ্ধ। "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় গ্রহণ করিলে, স্বয়ংভগবান্ শব্দ আগে বসে; সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্‌কে" অনুবাদ বলিয়া মনে করিতে হয়; আর কৃষ্ণ-শব্দ পরে বসে বলিয়া "কৃষ্ণকে" বিধেয় বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্তু "স্বয়ং ভগবান্" শব্দ অনুবাদ হইতে পারে না; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে "স্বয়ং ভগবান্" শব্দও ব্যবহৃত

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥ ৭০
'নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥ ৭১
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞ বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হয় নাই, স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে কিছু বলাও হয় নাই; সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্" অজ্ঞাতবস্তু—জ্ঞাতবস্তু (অনুবাদ) নহে। আবার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে "কৃষ্ণ"-শব্দের উল্লেখ থাকায় "কৃষ্ণ" জ্ঞাতবস্তু (অনুবাদ) হইলেন, অজ্ঞাতবস্তু (বিধেয়) হইলেন না। সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় শাস্ত্রসম্মত নহে, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ (শাস্ত্রদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বা বাধ্য)। তাই বলা হইয়াছে "স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য।"

কবিরাজ গোস্বামীর অর্থই শাস্ত্রসম্মত এবং বিরুদ্ধবাদীর অর্থ (অর্থাৎ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ—অবতার—এইরূপ অর্থ) শাস্ত্রবিরুদ্ধ—তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

৭০। অন্য যুক্তিদ্বারা বিরুদ্ধবাদীর অর্থ খণ্ডন করিতেছেন, দুই পয়ারে।

শ্রীকৃষ্ণ অংশী স্বয়ং-ভগবান্, নারায়ণ তাঁহার বিলাস-রূপ অংশ; ইহাই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য; যদি নারায়ণই অংশী স্বয়ং-ভগবান্ হইতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অংশ হইতেন, তাহা হইলে শ্রীসূত-গোস্বামীও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" না বলিয়া তদ্বিপরীত বাক্য (স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ এইরূপ) বলিতেন। তাহা যখন বলেন নাই, তখন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিপরীত—উল্টা; "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই বাক্যের বিপরীত; "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" ইহাই বিপরীত বাক্য। **সূতের বচন**—শ্রীসূত-গোস্বামীর বাক্য; শ্লোকস্থ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বাক্য।

কোনও কোনও গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রন্থেও) "সূতের" স্থলে "শুকের" পাঠ আছে; কিন্তু ৫৬শ পয়ারোক্ত কারণবশতঃ "সূতের" পাঠই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

৭১। যদি বলা যায়, সূত-গোস্বামীর "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" পাঠ ঠিক রাখিয়াও অন্বয়কালে স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় করিয়াও অর্থ করা যাইতে পারে। এই অন্বয়ে নারায়ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিলে এবং "স্বয়ং ভগবান্"-শব্দ বাক্যে অনুবাদের স্থানে থাকায়, নারায়ণের অনুবাদত্ব সম্বন্ধেও আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের নাম সকলেই জানেন; নারায়ণ জ্ঞাতবস্তু বলিয়া অনুবাদ হইতে পারেন; সুতরাং "স্বয়ং ভগবান্" (নারায়ণ) শব্দ বাক্যের প্রথমে থাকায় কোনও দোষ হয় না। আর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে কৃষ্ণ-শব্দের উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে, কৃষ্ণের কোনও বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই; "এতে চাংশ" শ্লোকে কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন যে—তিনি স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের অংশ; এই ভাবে কৃষ্ণ-শব্দ বিধেয়-বাচক হইতে পারে। বিরুদ্ধবাদীর এইরূপ আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"নারায়ণ অংশী ইত্যাদি।"

নারায়ণ অংশী ইত্যাদি—শ্লোকস্থ বাক্য ঠিক রাখিয়া অন্বয়কালে "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয় যদি শাস্ত্রসম্মত হইত, তাহা হইলে শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন টীকাকারগণই তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিতেন; "স্বয়ং ভগবান্ যে নারায়ণ, তিনিই অংশী; তিনিই অংশে শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন"—এইরূপেই তাঁহারা "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বাক্যের অর্থ করিতেন। কিন্তু কোনও টীকাকারই এইরূপ অর্থ করেন নাই। সুতরাং মহাজনের অনুমোদিত নহে বলিয়া বিরুদ্ধবাদীর অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। **করিত ব্যাখ্যান**—প্রাচীন টীকাকারগণ ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতেন।

৭২। যদি বলা যায়,—সূত-গোস্বামী ভ্রমবশতঃই "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণ" স্থানে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বলিয়াছেন; অথবা শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণও বুঝিতে না পারিয়া "স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ" এইরূপ অন্বয়-মূলে অর্থ করেন নাই। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, সূত-গোস্বামীর ভ্রম অসম্ভব এবং শ্রীধরস্বামী-প্রভৃতি

বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ-দোষ ॥ ৭৩

যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ংভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাচীন মহাজনগণের বোধ-শক্তির অভাব কল্পনা করাও যায় না। কারণ, সূত-গোস্বামী ঋষি, বিজ্ঞ ব্যক্তি; শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণও ভগবদনুভবশীল নির্ধূতদোষ বিজ্ঞ ব্যক্তি। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ সাধারণ লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হয়; ঋষিবাক্যে ও বিজ্ঞবাক্যে এই সকল দোষ লক্ষিত হয় না, হইতেও পারে না; কারণ, মায়ার প্রভাবেই দোষের উদ্ভব; ঋষি ও ভগবদনুভবশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মায়ার অতীত।

ভ্রম—ভ্রান্তি; যাহা যে বস্তু নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া মনে করার নাম ভ্রম; যেমন, ঝিনুক দেখিয়া রৌপ্য বলিয়া মনে করা; ইহা ভ্রম। **প্রমাদ**—অনবধানতা; মনোযোগের অভাববশতঃ ইহার উদ্ভব। এক রকম কথা বলা হইল; কিন্তু মনোযোগের অভাববশতঃ শ্রোতা বাক্যের সমস্ত শব্দ শুনিতে না পাইয়া যদি অন্য রকম অর্থ বোধ করে, তাহা হইলে তাহার "প্রমাদ" দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বিপ্রলিপ্সা—বি+প্র+লিপ্সা; বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা। **করণাপাটব**—করণ+অপাটব; করণ অর্থ ইন্দ্রিয়; অপাটব অর্থ—পটুতার অভাব; করণাপাটব অর্থ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা বা অসামর্থ্য। যেমন কামলা রোগে দূষিত চক্ষুঃ সমস্ত বস্তুকে, এমন কি শুভ্র শঙ্খকেও হরিদ্রাবর্ণ দেখে; ইহা তাহার করণাপাটব দোষ।

আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে—আর্ষ বাক্যে ও বিজ্ঞ-বাক্যে; ঋষিদিগের বাক্যে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বাক্যে।

দোষ এইসব—ভ্রম-প্রমাদাদি চারিটী দোষ।

৭৩। বিরুদ্ধবাদীকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তুমি যে অর্থ করিতেছ, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ; অথচ তাহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ইহা বলিলেও তুমি রুষ্ট হও; তুমি যে অর্থ করিয়াছ, তাহাতে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ আছে।"

বিরুদ্ধার্থ—শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ; যাহার সহিত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের বিরোধ আছে, এরূপ অর্থ। **কহিতে**—তোমার শাস্ত্র-বিরুদ্ধতা বলিতে গেলেও। **রোষ**—ক্রোধ।

অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ—"অবিমৃষ্টঃ প্রাধান্যেন অনির্দ্দিষ্টঃ বিধেয়াংশো যত্র তৎ, তৎপদার্থানাং মধ্যে বিধেয়াংশস্য উপাদেয়ত্বেন প্রাধান্যং, তস্য চ প্রাধান্যেন নির্দ্দেশ এবোচিত স্তদ্বিপর্য্যয়শ্চ। সাহিত্য দর্পণ—৭।

—তদর্থ-পদার্থ-সমূহের মধ্যে উপাদেয়ত্ব-হেতু বিধেয়াংশেরই প্রাধান্য; সুতরাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা উচিত; ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট না করিলে, অনুবাদের পূর্ব্বে বিধেয়ের নির্দ্দেশ করিলে, অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ হয়।" **অবিমৃষ্ট**—প্রধানরূপে অনির্দ্দিষ্ট; অবিমৃষ্ট হইয়াছে বিধেয়াংশ যাহাতে তাহাই অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ হয়; কারণ, অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি-অনুসারে অনুবাদের পরে বিধেয়াংশকে বসাইলেই বিধেয়াংশের প্রাধান্য সূচিত হয়; তাহা না করিলে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ হয়; অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে ইহা একটী দোষ।

প্রতিবাদীর অন্বয়ে (স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ এই রূপ অন্বয়ে) বিধেয় "স্বয়ং ভগবান্" অনুবাদ "কৃষ্ণের" পূর্ব্বে বসিয়াছে বলিয়া অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হইল।

৭৪। এক্ষণে "স্বয়ং ভগবান্" শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

যার ভগবত্তা—যে ভগবৎস্বরূপের ভগবত্তা। যে সমস্ত গুণ থাকিলে ভগবান্ বলা হয়, সেই সমস্ত-গুণ-শালিত্বের নাম ভগবত্তা। এই পরিচ্ছেদের ৭ম পয়ারের টীকায় "পূর্ণ ভগবান্" শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। **অন্যের**—অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের। **সত্তা**—স্থিতি।

যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ স্ব-স্ব ভগবত্তা লাভ করেন, যাঁর ভগবত্তা অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ সমূহের ভগবত্তার মূল নিদান, তিনিই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহাতেই স্বয়ংভগবান্ শব্দ প্রয়োজিত হইতে পারে।

দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ ৭৫
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যাখণ্ডন ॥ ৭৬

তথাহি (ভাঃ ২।১০।১-২)
অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেব হ্যাশ্রয়সঙ্গং মহাপুরাণ-লক্ষণরূপৈঃ সর্গাদিভিরর্থৈঃ সমষ্টিনির্দ্দেশদ্বারাপি লক্ষ্যত ইত্যত্রাহ দ্বাভ্যাম্। অত্র সর্গোবিসর্গশ্চেতি। মন্বন্তরাণি চ ঈশানুকথাশ্চ মন্বন্তরেশানুকথাঃ। অত্র সর্গাদয়ো দশার্থা লক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র চ দশমস্য আশ্রয়স্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপং বর্ণয়ন্তি নন্বত্র নৈবং প্রতীয়তে অত আহ। শ্রুতেন শ্রুত্যা কণ্ঠোক্ত্যৈব স্তুত্যাদিস্থানেষু অঞ্জসা সাক্ষাদ বর্ণয়ন্তি। অর্থেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা চ তত্তদাখ্যানেষু ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥১৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৫-৭৬। দৃষ্টান্তদ্বারা "স্বয়ং ভগবান্" শব্দের তাৎপর্য্য বুঝাইতেছেন।

দীপ—প্রদীপ। **বহুদীপের**—অনেক প্রদীপের। **জ্বলন**—প্রজ্বলিত হওয়া। **তৈছে**—সেইরূপ। **সব অবতারের**—যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদি সমস্ত অবতারের। **কারণ**—হেতু, মূল।

একটী প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ আলোক গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইলে, ঐ একটী প্রদীপকেই যেমন শত শত প্রদীপের মূল মনে করা যায়, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপ ভগবত্তা গ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের মূল কারণ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। অথবা একটী দীপ হইতে দ্বিতীয় একটী দীপ, তাহা হইতে তৃতীয় একটী দীপ, তাহা হইতে চতুর্থ একটী দীপ ইত্যাদি ক্রমে বহুসংখ্যক দীপ প্রজ্বলিত হইলেও প্রথম দীপকেই যেমন অন্যান্য সমস্ত দীপের মূল কারণ মনে করা যায়, (যেহেতু, প্রথম দীপটী প্রজ্বলিত না থাকিলে অন্য একটী দীপও প্রজ্বলিত হইতে পারিতনা), তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে মহাসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ হইতে মহাবিষ্ণু, মহাবিষ্ণু হইতে গর্ভোদকশায়ী এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি-অবতারের আবির্ভাব হইলেও এক শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মূল কারণ ; সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। একটী প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলেও যেমন মূল প্রদীপের তেজ ও আলোক হ্রাস প্রাপ্ত হয়না, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণ হইতে অসংখ্য ভগবৎস্বরূপের প্রত্যেকে স্বীয় ভগবত্তা গ্রহণ করাতেও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, প্রদীপের দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

আর এক ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রতিপাদক আরও একটী শ্রীমদ্ভাগবতের (পরবর্ত্তী "অত্র সর্গো বিসর্গ" ইত্যাদি) শ্লোক বলিতেছি, শুন। তুমি যেরূপ অপসিদ্ধান্ত করিতেছ, এই শ্লোকে তাহারও খণ্ডন হইবে। (ইহা প্রতিপক্ষের প্রতি গ্রন্থকারের উক্তি)।

কুব্যাখ্যা-খণ্ডন—কুব্যাখ্যার (শাস্ত্রবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের) খণ্ডন (নিরসন) হয় যদ্দ্বারা।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অত্র (ইহাতে—শ্রীমদ্ভাগবতে) সর্গঃ (সর্গ), বিসর্গঃ (বিসর্গ), স্থানং (স্থিতি), পোষণং (পোষণ), ঊতয়ঃ (ঊতি), মন্বন্তরেশানুকথাঃ (প্রতি মন্বন্তরের মনু-আদির, ঈশ্বরের ও ভক্তদিগের চরিত্র), নিরোধঃ (নিরোধ), মুক্তিঃ (মুক্তি) চ (এবং) আশ্রয়ঃ (আশ্রয়) [এতে দশার্থাঃ] (এই দশটী পদার্থ) [লক্ষ্যন্তে] (লক্ষিত হয়)। মহাত্মানঃ (মহাত্মারা) ইহ (এই পুরাণে) দশমস্য (দশমপদার্থের—আশ্রয়ের) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত) নবানাং (সর্গাদি নয়টী পদার্থের) লক্ষণং (লক্ষণ—স্বরূপ) শ্রুতেন (শ্রুতিদ্বারা), অর্থেন (তাৎপর্য্যবৃত্তিদ্বারা) অঞ্জসা চ (এবং সাক্ষাদ্রূপে) বর্ণয়ন্তি (বর্ণনা করেন)।

অনুবাদ। এই শ্রীমদ্ভাগবতে—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, প্রতি মন্বন্তরের মনু-আদির চরিত্র,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঈশ্বরাবতারের ও ভক্তদিগের চরিত্র, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়—এই দশটী পদার্থ লক্ষিত হয়। দশম-পদার্থ-আশ্রয়ের তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, মহাত্মগণ অপর নয়টী পদার্থের স্বরূপকে—কোথাও বা শ্রুতিদ্বারা, কোথাও বা তাৎপর্য্য-বৃত্তিদ্বারা এবং কোথাও বা সাক্ষাদ্রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ১৫।

শ্রীশুকদেব-গোস্বামী বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণের দশটী লক্ষণ (তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্ ভা ২।৯।৪৩॥); এই শ্লোকে সেই দশটী লক্ষণ কি কি, তাহাই শ্রীশুকদেব ব্যক্ত করিয়াছেন। দশটী লক্ষণ এই :—**সর্গ**—ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাৎ॥ ভা ২।১০।৩॥ গুণত্রয়ের পরিণামবশতঃ পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের বিরাট্রূপে এবং স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাহার নাম সর্গ। **বিসর্গ**—বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ। ভা ২।১০।৩॥ ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি, তাহার নাম বিসর্গ। সর্গ ও বিসর্গ এই উভয় শব্দের অর্থই সৃষ্টি; পার্থক্য এই যে, ব্রহ্মার সৃষ্টিকে বলে বিসর্গ, আর গুণত্রয়ের বৈষম্যহেতু পরমেশ্বর হইতে পঞ্চ-মহাভূতাদির সৃষ্টিকে বলে সর্গ। **স্থিতি** বা স্থান—স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ। ভা ২।১০।৪॥ বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের নাম স্থিতি। বৈকুণ্ঠ অর্থ ভগবান্; বিজয় অর্থ উৎকর্ষ। সৃষ্টবস্তু-সমূহের মর্য্যাদাপালনদ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে এবং সংহার-কর্ত্তা শম্ভু হইতে ভগবানের যে উৎকর্ষ, তাহার নাম স্থিতি। অথবা, বৈকুণ্ঠ—ভগবান্; বিজয়—অভিভব। ভগবৎকর্ত্তৃক জীবের দুঃখের অভিভবের নাম স্থিতি। **পোষণ**—পোষণং তদনুগ্রহঃ। ভক্তের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নাম পোষণ।

মন্বন্তর—মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্মঃ। প্রত্যেক মন্বন্তরের মনু-প্রভৃতি ঈশ্বরানুগৃহীত সাধুদিগের চরিত্ররূপ ধর্ম্মের নাম মন্বন্তর। অনুগৃহীত সাধুদিগের চরিত্রে যে ধর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই মন্বন্তর। **ঊতি**—ঊতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কর্ম্ম হইতে উত্থিত বাসনার নাম ঊতি। **ঈশানুকথা**—অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্। পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ॥ ভা ২।১০।৫॥ নানারূপ আখ্যানের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, ভগবদবতার-সমূহের চরিত্র এবং ঈশ্বরানুবর্ত্তী সাধুদিগের পবিত্র কথার নাম ঈশানুকথা। **নিরোধ**—নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ। ভা ২।১০।৬॥ মহাপ্রলয়ে শ্রীহরি যখন প্রাকৃত প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি-নিমীলন করেন (ইহাই শ্রীহরির শয়ন), তখন স্ব-স্ব-উপাধির সহিত জীব-সমূহ তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় (অনু-প্রবেশ করে; ইহাই জীবের অনুশয়ন)। জীবের এইরূপ অনুশয়নকে বলে নিরোধ। **মুক্তি**—মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ ভা ২।১০।৬॥ অবিদ্যাদ্বারা আরোপিত কর্ত্তৃত্বাদি—কর্ত্তৃত্বাদি অভিনিবেশ—ত্যাগ করিয়া মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপদ্বয় ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধজীব-স্বরূপে কিম্বা ভগবৎ-পার্ষদরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার ব্যতীত জীব শুদ্ধজীব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না অর্থাৎ মায়ামুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং মুক্তি বলিতে ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকারকেই বুঝায়।

আশ্রয়—আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে। স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥ ভা ২।১০।৭॥ যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় হয় এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্বের প্রকাশ পায়, তাঁহার নাম আশ্রয়। উপাসনা-ভেদে কেহ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, কেহ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, কেহবা ভগবান্ বলেন (ইতি শব্দঃ প্রকরণার্থঃ তেন ভগবানিতি চ। ক্রমসন্দর্ভঃ)। এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পরবর্ত্তী "দশমে দশমং" ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণই এই আশ্রয়তত্ত্ব।

এই দশটীই মহাপুরাণের লক্ষণ; অর্থাৎ এই দশটী পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা যে পুরাণে থাকে, তাহাকেই মহাপুরাণ বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই দশটী বিষয়-সম্বন্ধেই আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই দশটী পদার্থ আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও একই পুরাণে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা অসঙ্গত নহে; কারণ, দশম পদার্থটী আশ্রয়-তত্ত্ব এবং প্রথম নয়টী পদার্থ তাঁহার আশ্রিততত্ত্ব; সুতরাং প্রথম নয়টী পদার্থের স্বরূপ না জানিলে দশম-পদার্থ-আশ্রয়-তত্ত্বের স্বরূপ সম্যক্রূপে জানা যায় না; অথচ আশ্রয়-তত্ত্বের স্বরূপ-বোধই সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। তাই দশম-পদার্থ আশ্রয়-তত্ত্বের স্বরূপ জানিবার উদ্দেশ্যেই বিদুর-মৈত্রেয়াদি মহাত্মগণ সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ-নবের উৎপত্তিহেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ ৭৭

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ যে তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রকরণ ধরিয়া সাক্ষাদ্রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে; কোনও কোনও স্থলে শ্রুতিদ্বারা, কখনও বা ভগবদ্‌গুণগান-প্রসঙ্গে কণ্ঠোক্তিতে তদ্বোধক শব্দদ্বারা সাক্ষাদ্রূপে, আবার কোনও কোনও স্থলে বা কোনও উপাখ্যানকে উপলক্ষ্য করিয়া তাৎপর্য্য-বৃত্তিদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত দশটী পদার্থের মধ্যে আশ্রয়-পদার্থেরই প্রাধান্য; যেহেতু, ইহাই অপর নয়টী পদার্থের আশ্রয়। সুতরাং যিনি আশ্রয়তত্ত্ব, তিনি—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যে যত কিছু আছে, সমস্তেরই আশ্রয়, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব।

৭৭। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

আশ্রয়—আশ্রয়তত্ত্ব। **আশ্রয় জানিতে**—দশম-পদার্থ আশ্রয়ের স্বরূপ জানিবার নিমিত্তই। **এ-নব পদার্থ**—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ ও মুক্তি—এই নয়টী পদার্থ। **এ-নবের**—এই সর্গাদি নয়টী পদার্থের। **উৎপত্তিহেতু**—উৎপত্তির হেতু বা কারণ। **সেই আশ্রয়**—(যাহা সর্গাদি নয় পদার্থের উৎপত্তি হেতু) তাহাই আশ্রয়-পদার্থ। (পূর্ব্বোক্ত শ্লোক-ব্যাখ্যায় আশ্রয়-শব্দ দ্রষ্টব্য)।

আশ্রয়-পদার্থের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ জানা প্রয়োজন। কারণ, যাহা হইতে সর্গাদি নয়টী পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকেই আশ্রয়-পদার্থ বলে; সুতরাং উক্ত নয়টী পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত তাহাদের উদ্ভব-নিদান আশ্রয়-পদার্থের স্বরূপ সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না।

৭৮। এই আশ্রয় পদার্থটী কে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। **কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়**—এক কৃষ্ণই সকলের আশ্রয়। মূলকারণরূপে শ্রীকৃষ্ণই সকলের আশ্রয়। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহাই উৎপন্ন বস্তুর আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্তের উৎপত্তি হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকলের আশ্রয়। "জন্মাদ্যস্য যতঃ—শ্রীভা ১।১।১॥ ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম॥ ব্রহ্মসং ৫।১॥" অথবা, যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় এবং যাঁহা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনিই আশ্রয়। শ্রীভা ২।১০।৭॥ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, প্রলয়-কালে শ্রীকৃষ্ণেই বিশ্বের লয় (জন্মাদ্যস্য যতঃ), সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়। আশ্রয়-শব্দে আধারও বুঝায়; আধার অর্থেও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় বা সর্ব্বাধার; যেহেতু **কৃষ্ণ সর্ব্বধাম**—শ্রীকৃষ্ণ সকলের আধার। **ধাম**—গৃহ, আধার। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলের আধার বা গৃহ হইলেন? যেহেতু, **কৃষ্ণের শরীরে** ইত্যাদি—কৃষ্ণের শরীরেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে। প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেই প্রবেশ করে, সুতরাং তখন শ্রীকৃষ্ণেই বিশ্বের অবস্থান; সৃষ্টির পরে স্থিতি-সময়েও সমস্ত বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করে (শ্রীকৃষ্ণ বিভু-বস্তু বলিয়া, পরিচ্ছিন্ন বিশ্ব অপরিচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করে), সুতরাং তখনও শ্রীকৃষ্ণে সকলের অবস্থান। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সকল সময়ে সকলের আশ্রয়। "শরীরে" স্থলে "বিগ্রহে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

সর্গ-বিসর্গাদি নয়টী পদার্থ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-আদিই সূচিত হয়; বিশ্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্তৃত্ব শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত বলিয়া সর্গাদি নব-পদার্থের কর্তৃত্বও শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত; সুতরাং সর্গাদি নয়টী পদার্থ দ্বারা আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত হইতেছেন; তাই আশ্রয়-তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত নয়টী পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান প্রয়োজনীয়। স্বর্গাদি নয়টী আশ্রিত পদার্থের লক্ষ্য যে দশম পদার্থ-আশ্রয় এবং সেই আশ্রয়-পদার্থই যে শ্রীকৃষ্ণ, তদ্বিষয়ে "দশমে দশমং" ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথা ভাবার্থদীপিকায়াম্ (ভাঃ ১০।১।১)—
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৬

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ ৭৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ এব আশ্রয়পদার্থ ইত্যেতৎপ্রমাণয়তি "দশমে" ইতি। দশমে দশমস্কন্ধে। আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং আশ্রিতানাং সঙ্কর্ষণাদীণাং আশ্রয়ঃ বিগ্রহঃ শরীরং যস্য। আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং পরং ধাম জগদ্ধাম চ এতদ্বিশেষণত্রয়েণ সর্গাদিনব-পদার্থানামুৎপত্ত্যাদিহেতুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্যুক্তম্। চক্রবর্ত্তী ॥১৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। দশমে (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে) লক্ষ্যং (লক্ষ্য স্থানীয় উদ্দেশ্য) দশমং (দশম পদার্থ) আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং (আশ্রিতদিগের আশ্রয়-বিগ্রহ) শ্রীকৃষ্ণাখ্যং (শ্রীকৃষ্ণ-নামক) তৎ (সেই) পরং (সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ) ধাম (ধাম) জগদ্ধাম (জগতের আশ্রয়) নমামি (নমস্কার করি)।

অনুবাদ। যিনি আশ্রিতদিগের আশ্রয়-বিগ্রহ, যিনি সকলের মূল আশ্রয় এবং যিনি জগৎসমূহের আশ্রয় (অর্থাৎ যিনি সর্গাদি নব-পদার্থের উৎপত্তিহেতু), শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ-নামক দশম-পদার্থকে (আশ্রয়-পদার্থকে) নমস্কার করি। ১৬।

লক্ষ্য—আলোচ্য, উদ্দেশ্য। দশম স্কন্ধের উদ্দেশ্যই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা। **দশম**—দশম পদার্থ; আশ্রয়-পদার্থ; শ্রীধরস্বামিচরণ শ্রীকৃষ্ণকেই এই আশ্রয়-পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-পদার্থ হইলেন? তাহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহ, পরমধাম এবং জগদ্ধাম। **আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ**—আশ্রিতদিগের আশ্রয় যাঁহার বিগ্রহ (শরীর); আশ্রিত শব্দে সঙ্কর্ষণাদি জগতের সাক্ষাৎ-কারণ-সমূহকে বুঝাইতেছে। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণের শরীরেই (বিগ্রহেই) তাঁহারা আশ্রয় লাভ করেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ। **পরমধাম**—মূল আশ্রয়। সঙ্কর্ষণাদি বিশ্বের আশ্রয়; আবার শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণাদির আশ্রয়; তাই শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাদির মূল আশ্রয় বা পরমধাম। আবার সমস্ত ভগবৎস্বরূপ, ভগবদ্ধাম, পরিকর প্রভৃতির আবির্ভাবও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইতে; সুতরাং এই সমস্তেরও মূল আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যের সমস্তের মূল আশ্রয়ই শ্রীকৃষ্ণ। **জগদ্ধাম**—জগৎসমূহের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই জগতের উৎপত্তি, শ্রীকৃষ্ণেই জগতের স্থিতি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই জগতের আশ্রয়।

আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ, পরমধাম ও জগদ্ধাম এই তিনটী শব্দদ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, সর্গাদি নয়টী পদার্থের উৎপত্তি-আদিও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই।

শ্লোকস্থ "পরং ধাম" শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত ভগবৎস্বরূপের—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেরও—আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার হইতে পারেন না। ইহাদ্বারা পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল।

৭৯। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীনারায়ণ যদি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতই হয়েন, তাহা হইলে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলেন কেন? আশ্রয়-বস্তু কখনও আশ্রিতের অবতার হইতে পারে না; কারণ, আশ্রিত অপেক্ষা আশ্রয়েরই প্রাধান্য প্রসিদ্ধ। এই প্রশ্নের উত্তরে এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব জানেন না, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতত্ত্বও জানেন না, তাঁহারাই ঐরূপ অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের ও তাঁহার শক্তির তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা কখনও এইরূপ অপসিদ্ধান্ত করিবেন না।

কৃষ্ণের স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব; শ্রীকৃষ্ণ যে যে ভগবৎস্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, সেই সেই স্বরূপ। **শক্তিত্রয়**—শ্রীকৃষ্ণের তিনটী শক্তি; অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি—শ্রীকৃষ্ণের

কৃষ্ণের স্বরূপে হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৮০

অংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই তিনটী শক্তি। **জ্ঞান**—স্বরূপের জ্ঞান এবং শক্তিত্রয়ের জ্ঞান। **যার হয়**—স্বরূপের ও শক্তিত্রয়ের জ্ঞান যাঁহার হয়; শ্রীকৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত ভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধে এবং শক্তিত্রয়ের কার্য্য ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে। **কৃষ্ণেতে অজ্ঞান**—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব; শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অবতার এইরূপ অজ্ঞতা।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব যিনি জানেন, লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কোন্ ভগবৎস্বরূপ-রূপে অনাদিকাল হইতেই আত্ম প্রকট করিয়া আছেন, তাহাও যিনি জানেন—তিনিই জানেন যে, শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ বিলাসরূপ অংশ; সুতরাং শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার হইতে পারেন না। আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-ত্রয়ের তত্ত্ব জানেন—তিনিও জানেন যে, প্রাকৃত প্রপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির কার্য্য, জীব-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির অংশ এবং ভগবদ্ধাম ও ভগবৎপরিকরাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বিলাস; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের মূল বা আশ্রয়। এইরূপে সমস্ত ভগবৎস্বরূপের, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ধামসমূহের এবং তত্তদ্ধামস্থ সমস্ত বস্তুরই আশ্রয় এক শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, পরমধাম।

৮০। ৮১। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দিতেছেন ৮০-৮৬ পয়ারে। স্বয়ংরূপব্যতীত সাধারণতঃ আরও ছয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন: গ্রন্থকারের মতে সেই ছয় রূপ এই:—প্রাভব, বৈভব, অংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের যত রকম স্বরূপ বা আবির্ভাব আছে, সেই সমস্তেরই পরিচয় দেওয়া এস্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়; কারণ, পূর্ব্বপয়ারে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, কৃষ্ণের স্বরূপ-সমূহের জ্ঞানের অভাব বশতঃই কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলিয়া মনে করেন; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্তস্বরূপেরই পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন; এবং উক্ত ছয় রকম আবির্ভাবের মধ্যেই তিনি সমস্ত ভগবৎস্বরূপকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

লঘুভাগবতামৃতের মতে, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশ—এই তিনরূপের মধ্যেই সাধারণতঃ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ অন্তর্ভুক্ত। "কৃষ্ণস্য তৎস্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ক্রমাদিহ ॥ স্বয়ংরূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশ নামকঃ। ইত্যসৌ ত্রিবিধঃ ভাতি প্রপঞ্চাতীতধামসু ॥১০-১১॥" এই সমস্ত রূপ প্রপঞ্চাতীত ধামে বিরাজিত। এই তিন শ্রেণীর ভগবৎস্বরূপই আবার যখন প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন তাঁহারা অবতার বলিয়া কথিত হয়েন। "পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ ॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত, অবতার-প্রকরণ।১॥" সুতরাং লঘুভাগবতামৃতের মতে সকল প্রকারের অবতারও স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশের অন্তর্ভুক্ত। লক্ষণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, কবিরাজ-গোস্বামীর প্রাভব, বৈভব ও অংশের মধ্যে যে যে ভগবৎস্বরূপ অন্তর্ভুক্ত, লঘুভাগবতামৃতের তদেকাত্মরূপের মধ্যেও সেই সমস্ত ভগবৎস্বরূপই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বস্তুগত অসামঞ্জস্য কিছুই নাই।

লঘুভাগবতামৃতের মতে, স্বয়ংরূপ যখন লীলানুরোধে তদনুরূপ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকট করেন, তখন ঐ বহু মূর্ত্তিকে স্বয়ংরূপের প্রকাশ বলা হয়। কবিরাজ-গোস্বামীও এই প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন, স্বীকার করিয়া প্রকাশের দুইটী শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন—বৈভব-প্রকাশ ও প্রাভব-প্রকাশ। রাস-লীলায় ও মহিষী-বিবাহে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্ত্তি তাঁহার বৈভব-প্রকাশ এবং শ্রীবলরাম তাঁহার প্রাভব-প্রকাশ। "প্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে। এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ মহিষী-বিবাহে হৈল মূর্ত্তি বহুবিধ। বৈভব-প্রকাশ এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধ। ২।২০।১৪০-১৪১॥ প্রাভব-প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান। বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ। ২।২০।১৪৫-১৪৬॥" দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যখন চতুর্ভুজ হয়েন, তখন তিনি প্রাভব-প্রকাশ। "যেকালে দ্বিভুজ নাম বৈভব-প্রকাশ। চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব-প্রকাশ ॥২।২০।১৪৭॥" একই দেহে থাকিয়া যদি বর্ণ বা অঙ্গ-সন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহা হইলেই প্রাভব-প্রকাশ হয়, ইহাই কবিরাজ-গোস্বামীর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। লঘুভাগবতামৃতের যুগাবতার-প্রকরণের ৪৫শ শ্লোকের টীকায় শ্রীলবলদেব-বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন—"প্রাভবেষু অল্পাঃ শক্তয়ঃ, বৈভবেষু তেভ্যোঽধিকাঃ—প্রাভবে অল্পশক্তি, বৈভবে তদপেক্ষা বেশী শক্তি।"

লঘুভাগবতামৃতের মতে তদেকাত্মরূপের লক্ষণ এই :—যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥ ১৪॥" কবিরাজ-গোস্বামীও ইহা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—"সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার। ভাবাবেশাকৃতিভেদে তদেকাত্মরূপ নাম তার॥ ২।২০।১৫২॥" উভয় গ্রন্থের লক্ষণ একরূপই। তদেকাত্মরূপের আবার দুইটী ভেদ আছে—বিলাস ও স্বাংশ; এই ভেদ লঘুভাগবতামৃত এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এতদুভয়েরই সম্মত।" "স (তদেকাত্মরূপঃ) বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ। ল, ভা, ১৪॥" "তদেকাত্মরূপের বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ। ২।২০।১৫৩॥" কবিরাজ-গোস্বামী আবার বিলাসের দুইটী শ্রেণী ভাগ করিয়াছেন—প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস। "প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস দ্বিধাকার। ২।২০।১৫৪॥" বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধাদি বৈভব-বিলাস। আর কেশব, নারায়ণ, মাধবাদি চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব-বিলাস। "চব্বিশমূর্ত্তি পরকাশ। অস্ত্রভেদে নাম ভেদ প্রাভব-বিলাস॥ ২।২০।১৬০॥" মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে বিশেষ বিচার দ্রষ্টব্য।

যাহাহউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, আলোচ্য পয়ারের বৈভব-শব্দে বৈভব-প্রকাশ এবং বৈভব-বিলাস, আর প্রাভব-শব্দে প্রাভব-প্রকাশ এবং প্রাভব-বিলাসকেই কবিরাজ-গোস্বামী লক্ষ্য করিয়াছেন।

লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতার-প্রকরণে প্রাভব ও বৈভবের লক্ষণ ও নাম লিখিত হইয়াছে; কেহ কেহ মনে করেন, আলোচ্য পয়ারের প্রাভব ও বৈভব শব্দে লঘুভাগবতামৃত-প্রোক্ত প্রাভব-যুগাবতার এবং বৈভব-যুগাবতারকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এস্থলে প্রাভব ও বৈভব-শব্দে কেবল তত্তদ্‌যুগাবতার লক্ষিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ও বিলাস-রূপ স্বরূপ বাদ পড়িয়া যায়; বিলাস বাদ পড়িলে—যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে উপলক্ষ্য করিয়া বিচার আরম্ভ হইয়াছে এবং যে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই একটী স্বরূপ বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা হইতেছে, সেই নারায়ণই বাদ পড়িয়া যান। ইহা কবিরাজ-গোস্বামীর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; প্রকরণের অভিপ্রায়ও এইরূপ নহে। আলোচ্য পয়ারে প্রাভব ও বৈভব-শব্দে সর্ব্ববিধ প্রকাশ ও বিলাস সূচিত হইয়াছে মনে করিলে সিদ্ধান্তের ব্যাপকতা রক্ষিত হয়, অবতারাদিও প্রাভব-বৈভবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ সিদ্ধান্তে, আলোচ্য পয়ারের **প্রকাশ**-শব্দ পারিভাষিক প্রকাশ নহে; ইহা পারিভাষিক প্রকাশ হইলে "বিলাস" বাদ পড়িয়া যায়; এস্থলে প্রকাশ শব্দের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি অর্থ (সাধারণ অর্থ) ধরিতে হইবে।

অংশ—লঘুভাগবতামৃতের স্বাংশ; "তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু॥ ল, ভা, ১৬॥—যিনি বিলাস সদৃশ অর্থাৎ স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে; যেমন স্বস্ব-ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ। **শক্ত্যাবেশ**—লঘুভাগবতামৃতের আবেশ; জ্ঞান-শক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ। অক্রূর-দৃষ্টান্তে চামী দশমে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ল, ভা, ১৮-১৯॥—জ্ঞানশক্ত্যাদি-বিভাগ দ্বারা জনার্দ্দন যে সকল মহত্তমজীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "আবেশ" বলে; যেমন বৈকুণ্ঠে নারদ, শেষ এবং সনকাদি। অক্রূর-মহাশয় যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া যখন বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন, তখন তিনি এই শেষ, নারদ ও চতুঃসনকাদিকে দর্শন করিয়াছিলেন—একথা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৩৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

দ্বিবিধাবতার—দুই রকম অবতার, অংশাবতার এবং শক্ত্যাবেশাবতার। **বাল্য**—পঞ্চম বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বাল্য। **পৌগণ্ড**—বাল্যের পরে দশম বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। **ধর্ম্ম**—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম; "বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম ।২।২০।২১৫॥" যথাসময়ে যাহা স্বভাবতঃই দেহে প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে দেহের ধর্ম্ম বা স্বভাব। নিত্যলীলায় অনাদিকাল হইতেই, শ্রীকৃষ্ণ কিশোর, ইহাই তাঁহার স্বরূপ; এই কিশোরস্বরূপে বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাবে

কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ—স্বয়ং অবতারী। ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অবকাশ নাই। প্রকট-লীলায় জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নর-শিশু রূপে আবির্ভূত হয়েন; এই শিশু-দেহই ক্রমলীলায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাবের সুযোগ করিয়া দেয়। এইরূপে অঙ্গীকৃত বাল্য ও পৌগণ্ডই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্যকে এবং সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা দেখা যায়, বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদয়ই অঙ্গীকার করিয়াছেন। যিনি যে রসের পাত্র, সম্যক্ প্রকারে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিলে ঐ রসটীর আস্বাদন হয় না। বাৎসল্যরসের পাত্র মাতা; ঐ রস আস্বাদন করিতে হইলে মাতার উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এইরূপ নির্ভরতা কেবল শিশুকালেই সম্ভব; শিশু নিজের আহার নিজে যোগাড় করিতে পারে না; নিজের ক্ষুধা হইলেও শিশু তাহা জানাইতে পারে না। ক্ষুধা বুঝিয়া মাতা তাহার আহার দেন; নিজের দেহের মশা-মাছিও শিশু তাড়াইতে পারে না, নিজের মলমূত্র হইতেও শিশু সরিয়া থাকিতে পারে না, মাতাই তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। শিশুর সঙ্গীও মাতাই, অথবা বাৎসল্যযুক্ত অপর কেহ। এইরূপ বাৎসল্যময়ী মাতার স্নেহ উপভোগ করিতে হইলে কেবল মাত্র মনে মনে শিশুর ভাবটী পোষণ করিলেই চলেনা, দেহও তদনুকূল হওয়া চাই; মাতার নিকট শিশু-পুত্র যেরূপ সেবা পায়, যুবক বা প্রৌঢ় পুত্র তদ্রূপ পায় না, পাইতেও পারে না—উভয় পক্ষেরই সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে। পরিণত বয়সে শিশুর ভাবও মনে স্থান পাইতে পারে না—দৈহিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাই বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শিশুর ভাব এবং শিশুর দেহ—বাল্য—অঙ্গীকার করিয়াছেন; সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত পৌগণ্ড—পঞ্চম হইতে দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা থাকে, তাহাকে—অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই বাল্য ও পৌগণ্ড নিত্য-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুকূল অবস্থা নহে বলিয়া এবং লীলানুরোধেই শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া, বাল্য ও পৌগণ্ড হইল শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম, আর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ হইলেন ধর্ম্মী। বাল্য ও পৌগণ্ড যেমন মানুষের দেহে প্রকাশ পায় বলিয়া মানুষের দেহের ধর্ম্ম, তদ্রূপ প্রকট-লীলা-কালে লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণের দেহেও প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া বাল্য ও পৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম দুইত প্রকার—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের (দেহের) ধর্ম্ম দুই রকম—বাল্য ও পৌগণ্ড। মানুষের দেহের ধর্ম্ম অনেক রকম—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য, রুগ্নত্ব ইত্যাদি; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্ম্ম মাত্র দুইটী—বাল্য ও পৌগণ্ড। যাহা যথাসময়ে দেহে উপস্থিত হয়, আবার যথাসময়ে দেহ হইতে চলিয়া যায়, তাহাই দেহের ধর্ম্ম; মানুষের দেহে বাল্যাদি কোনও অবস্থাই নিত্য নহে; প্রত্যেক অবস্থাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়, আবার চলিয়া যায়; এজন্য বাল্যাদি সমস্ত অবস্থাই মানুষের দেহের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর নিত্য, অনাদিকাল হইতেই তাঁহার নিত্য-স্বয়ংরূপে অবস্থিত; ইহা যথাসময়ে দেহে উপস্থিত হইয়া তিরোহিত হয় না; সুতরাং কৈশোর শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম নহে। পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরই ধর্ম্মী; কারণ, নিত্য-কৈশোরেই বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাব। বাল্য-পৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে (প্রকটলীলায়) উপস্থিত হয়, আবার তিরোহিতও হয়; এজন্য বাল্য-পৌগণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম্ম। প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য, রুগ্নত্বাদি সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারে না বলিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মীও নহে। তাই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ধর্ম্ম কেবল দুইটী—বাল্য ও পৌগণ্ড। (১।৪।১৯ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৮২। যে ছয়টী রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করেন, তাহা বলিয়া, তাঁহার স্বয়ংরূপ—মূল রূপটী কি তাহা বলিতেছেন এবং কেনইবা তিনি স্বয়ংরূপ ব্যতীত অন্য ছয় রূপেও বিলাস করেন, তাহাও বলিতেছেন। কিশোর-স্বরূপই তাঁহার স্বয়ংরূপ, এই স্বয়ংরূপেই তিনি অবতারী—সমস্ত অবতারের মূল; লীলানুরোধেই তিনি অপর ছয়রূপে বিহার করেন।

কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ স্বরূপতঃ কিশোর; স্বয়ংরূপে তিনি নিত্য-কৈশোরে অবস্থিত। "কৃষ্ণের

এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।　　অনন্তরূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥ ৮৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ২।২১॥৮৩ ॥"

স্বয়ং অবতারী—যাঁহা হইতে অবতার প্রকটিত হয়, তাঁহাকে বলে অবতারী; যিনি অপর কাহারও অবতার নহেন, বরং যাঁহা হইতেই অন্যান্য সমস্ত অবতার প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি স্বয়ং-অবতারী। দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন গুণাবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং গর্ভোদশায়ী গুণাবতারের অবতারী; কিন্তু তিনি স্বয়ং-অবতারী নহেন; কারণ, গর্ভোদশায়ী নিজেই অপর এক স্বরূপের—কারণার্ণবশায়ীর—অবতার। শ্রীকৃষ্ণই অন্যান্য সমস্ত অবতারের মূল, এজন্য তিনি অবতারী; এবং তিনি নিজে কাহারও অবতার নহেন বলিয়া তিনিই স্বয়ং-অবতারী।

ক্রীড়াকরে—লীলা করেন। **এই ছয় রূপে**—প্রাভব, বৈভব, স্বাংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড এই ছয় রূপে। **বিশ্ব ভরি**—বিশ্বকে ভরিয়া। ভৃ-ধাতু হইতে "ভরি" শব্দ। ভৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ। পোষণ অর্থ অনুগ্রহ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ এই ছয়রূপে বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছেন; পুরুষাবতাররূপে প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করিয়া মহত্তত্ত্বাদির উৎপাদনপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষা করিয়াছেন যুগাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বা স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া (প্রাভব ও বৈভবরূপে) দুষ্টের দমন করিয়া ধর্ম্মাদির গ্লানি হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেবাদির সুখবর্দ্ধন (পোষণ) করিয়াছেন; বিশুদ্ধ-ভক্তির প্রচার এবং উৎকণ্ঠিত সাধকদিগকে সাক্ষাৎকার দান করিয়া তাঁহাদের প্রেমানন্দ-বিস্তরণাদি-লীলায় বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পোষণ করিয়াছেন

মুখ্যতঃ লীলানুরোধেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাভবাদি ছয়রূপে বিহার করিয়া থাকেন; বিশ্বের ধারণ ও পোষণ এইরূপ বিহারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু আনুষঙ্গিক কার্য্যমাত্র। ইহাই এই পয়ারার্দ্ধ হইতে ধ্বনিত হইতেছে।

৮৩। উক্ত ছয়রূপের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন।

এই ছয়রূপে—প্রাভবাদি ছয় রূপের মধ্যে। **অনন্ত বিভেদ**—অসংখ্য উপবিভাগ। প্রাভবাদি যে ছয়টী আবির্ভাবের কথা বলা হইল, তাহা বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের সাধারণ শ্রেণী-বিভাগের নামমাত্র: ইহাদের অন্তর্গত আবার অনেক শাখা-শ্রেণী এবং শাখা-শ্রেণী-সমূহের আবার অনেক উপশাখা-শ্রেণী এবং প্রত্যেক উপশাখা-শ্রেণীতেও আবার অসংখ্য ভগবৎস্বরূপ আছেন' যেমন প্রাভবের মধ্যে প্রাভব-প্রকাশ, প্রাভব-বিলাস, প্রাভব-যুগাবতার; বিলাসের মধ্যে আবার বিলাসের বিলাস, তাহার বিলাস ইত্যাদি। বৈভবের মধ্যে বৈভব-প্রকাশ, বৈভব-বিলাস, বৈভব-যুগাবতার; স্বাংশের মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার; অবতারের মধ্যে আবার যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি—ইত্যাদি অনেক ভেদ এবং অনেক ভগবৎস্বরূপ আছেন। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

অনন্ত রূপে—অনন্ত স্বরূপে; মৎস্য-কূর্ম্মাদি অনন্ত স্বরূপে।

একরূপ—মৎস্য-কূর্ম্মাদি অনন্তস্বরূপ অনন্ত পৃথক্ মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিলেও তাঁহারা প্রত্যেকেই একই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়া মূল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতে বস্তুতঃ তাঁহাদের কোনও পার্থক্য নাই; লীলাতে পৃথক্ বিগ্রহ ধারণ করিলেও স্বরূপতঃ তাঁহারা পৃথক্ নহেন, তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন। সুতরাং তাঁহাদের অনন্তরূপের ক্রীড়াও এক শ্রীকৃষ্ণেরই ক্রীড়া; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-অবতারী বলিয়া তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে যুগপৎ অসংখ্যরূপে তিনি ক্রীড়া করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব (একমেবাদ্বয়ম্—শ্রুতি)। তিনি একই বস্তু; (একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণঃ। গোঃ তাঃ শ্রুতি পূ।২০।); কিন্তু এক হইয়াও তিনি নিজের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে, একত্ব ত্যাগ না করিয়াই বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন (একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। গোঃ তাঃ শ্রুতি, পূ।২০॥ একত্বাত্যাগেনৈবাচিন্ত্যশক্ত্যা নানারূপ-প্রাকট্যাৎ—বলদেব-বিদ্যাভূষণ ॥)। একমূর্ত্তিতেও তিনি যেমন বৈদূর্য্যমণির ন্যায় বহু মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়েন, তেমনি বহু মূর্ত্তিতেও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি আবার একমূর্ত্তিই (বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ শ্রীভা, ১০।৪০।৭)। নাটকের অভিনয়-কালে সুচতুর হইলে একই অভিনেতা যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাত্রের ভূমিকা অভিনয় করিতে পারে,—কখনও রাজার, কখনও দরিদ্রের, কখনও পণ্ডিতের, কখনও মূর্খের ভূমিকা অভিনয় করিয়া অভিনেয়-পাত্রের ভাবের সহিত তাহার চিত্তের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে যেমন বিভিন্ন পাত্রের বিভিন্ন অবস্থার সুখ-দুঃখাদি কিছু কিছু অনুভব করিতে পারে; তদ্রূপ লীলারসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার লীলা-রঙ্গমঞ্চে অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনন্ত রসবৈচিত্রী উপভোগ করিয়া থাকেন। বিশেষত্ব এই যে, সাধারণ মানব-অভিনেতা যুগপৎ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে না, যে যে ভূমিকার অভিনয় করে, সেই সেই ভূমিকার সহিতও সম্যক্ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে না বলিয়া তত্তদ্ বিষয়ক সুখ-দুঃখাদিও সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে যুগপৎ অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিতে পারেন এবং প্রত্যেক স্বরূপের অনুকূল লীলাদিও সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্বও তাঁহার বহুরূপে একরূপত্বের হেতু। একটী বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে কলস, ঘটি, বাটি আদি নানা আকৃতির ও নানাগুণবিশিষ্ট জলপাত্র যদি ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সকল পাত্রই জলপূর্ণ হইয়া থাকে; ঐ সকল-পাত্রস্থ জলও তত্তৎ পাত্রানুরূপ আকার ও গুণ ধারণ করিয়া থাকে; এই সকল পাত্রস্থিত জল বিভিন্ন পাত্রমধ্যস্থ বলিয়া বিভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক তাহারা বিভিন্ন নহে, সকল পাত্রস্থিত জলই একই বৃহৎ জলাশয়ের জল; সুতরাং বহুরূপেও তাহারা একরূপ, কেবল পাত্রের আকার ও সংস্পর্শবশতঃ বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। বিভু শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও ঐরূপ। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন; যে স্থানে যে লীলারস আস্বাদন করিবার বাসনা লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয়, সেই স্থানে সেই লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহার স্বরূপও তদনুকূল রূপে আকারিত হয় এবং তদনুকূল ভাবও উদ্বুদ্ধ হয়। সুতরাং ঈদৃশ বহু রূপেও তাঁহার একত্বের হানি হয় না। এইরূপ বহুরূপে বহু স্থানে বহু ভাবে লীলা করিয়া তাঁহার একই স্বয়ংরূপের লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদনের লালসাই শ্রীকৃষ্ণ পূরণ করিতেছেন। (২।৯।১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।)

এই পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইল।

৮৪। স্বরূপের পরিচয় দিয়া এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির পরিচয় দিতেছেন, ৮৪—৮৬ পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণের তিনটী প্রধান শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। "কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥২।৮।১১৬॥" এই পয়ারে কেবল চিচ্ছক্তির কথা বলা হইতেছে।

চিচ্ছক্তি ইত্যাদি—চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ-শক্তিও বলে, অন্তরঙ্গা শক্তিও বলে; সুতরাং ইহার তিনটী নাম। এই তিনটী নামের সার্থকতা আছে; এই তিনটী নামের দ্বারা এই শক্তির তিনটী মুখ্য গুণ সূচিত হইয়াছে। চিৎ+শক্তি—চিচ্ছক্তি; চিৎ অর্থ চেতন; সুতরাং চিচ্ছক্তি হইল চেতনাময়ী শক্তি; ইহা অচেতন জড়শক্তি নহে; অচেতন জড়শক্তির নিজের শক্তিতে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই, নিজের শক্তিতে পরিণাম-শীলতাও নাই; কোনও চেতনবস্তুর শক্তির প্রভাবেই ইহাতে কার্য্যকারিতা ও পরিণাম-শীলতা সঞ্চারিত হয়। কিন্তু চেতনাময়ী চিচ্ছক্তি এইরূপ নহে; চেতনাময়ী বলিয়া চিচ্ছক্তির নিজের কর্ত্তৃত্ব ও পরিণাম-শীলতা আছে। চিচ্ছক্তি-শব্দে এই শক্তির স্বকর্ত্তৃত্ব, স্বপরিণাম-শীলতা এবং বোধ-শক্তিও সূচিত হইতেছে। এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা ভগবৎস্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-স্থিতা শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি বলে; অথবা, এই চিচ্ছক্তির সঙ্গেই ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই চিচ্ছক্তির সাহায্যেই ভগবৎস্বরূপ সর্ব্বদা স্বীয় অন্তরঙ্গ-লীলা নির্ব্বাহ করেন বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তি বলে। এই স্বরূপস্থিতা শক্তি চেতনাময়ী বলিয়া ইহার বোধশক্তি (কিছু বুঝিবার শক্তি) আছে; বোধশক্তি আছে বলিয়া এই শক্তি ভগবৎ-স্বরূপের অন্তরের অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিলেও বুঝিতে পারে এবং তদনুরূপ সেবাদি দ্বারা ভগবৎস্বরূপের আনন্দ উৎপাদন করিতে পারে। এই শক্তিই ভগবৎস্বরূপের মধ্যে থাকিয়া ভগবৎস্বরূপের স্বরূপানন্দ অনুভব করায়, বাহিরে

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা—জগত-কারণ।　　তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৮৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তচিত্তে প্রকটিত হইয়া ভগবৎপ্রীতিরূপে ভগবৎস্বরূপের পরমাস্বাদ্য স্বরূপশক্ত্যানন্দের হেতু হয় এবং ভগবৎ-চিত্তে এই স্বরূপশক্ত্যানন্দ অনুভব করাইয়া ভগবান্‌কেও চমৎকৃত করে। এই সমস্ত কারণে চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গাশক্তি বলে।

তাঁহার বৈভবানন্ত—এই চিচ্ছক্তির বৈভব (বিভূতি) অনন্ত; চিচ্ছক্তির মাহাত্ম্য অপরিসীম। ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি; শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে তিনটী বিভেদ আছে—সৎ (সত্তা), চিৎ (জ্ঞান) এবং আনন্দ; সুতরাং স্বরূপশক্তিরও তিনটী বিভেদ আছে—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। "সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিনরূপ ॥ ২।৮।১১৮॥" সৎ-অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সন্ধিনী; সন্ধিনী শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিজের সত্তা রক্ষা করেন। চিৎ-অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সংবিৎ; সংবিৎ-শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিজে জানেন, অপরকেও জানান। আর আনন্দাংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম হ্লাদিনী; হ্লাদিনী-শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিজে আনন্দ অনুভব করেন, ভক্তাদিকেও আনন্দ অনুভব করান। "আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥ ২।৮।১১৯॥" এই তিনটী শক্তির মধ্যে সন্ধিনীর গুণ সংবিতে, সংবিতের গুণ হ্লাদিনীতে বর্ত্তমান; সুতরাং চিচ্ছক্তির এই তিনটী বিভেদের মধ্যে হ্লাদিনীই গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা (১।৪।৫৫)। এই তিনটী শক্তির বিলাস বা পরিণতিও অনন্ত। হ্লাদিনীর একটী পরিণতির নাম প্রেম; প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাব; শ্রীরাধা এই মহাভাব-স্বরূপা; অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণও হ্লাদিনীস্বরূপা। বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান সংবিতের পরিণতি। কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞান সংবিতের সার অংশ; ব্রহ্মজ্ঞানাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত। "কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥১।৪।৫৮॥" সন্ধিনীশক্তির সার অংশের নাম শুদ্ধসত্ত্ব; সমস্ত ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামস্থ ভগবানের শ্রীমন্দির, শয্যা, আসনাদি এবং নরলীল-ভগবৎ-স্বরূপের পিতা মাতা প্রভৃতি পরিকরবর্গ—এই সমস্তই সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি। অন্যান্য লীলোপকরণাদিও স্বরূপশক্তি হইতেই উদ্ভূত। "সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর। এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ ১।৪।৫৬-৫৭॥" এইরূপে **বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত ভগবদ্ধাম,** সমস্ত ভগবৎ-পরিকর, সমস্ত লীলোপকরণাদি চিচ্ছক্তিরই বিভূতি। শক্তিমান্‌ই শক্তির আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই এই সমস্তেরই আশ্রয়।

অথবা, **তাহার বৈভবানন্ত**—অনন্ত বৈকুণ্ঠাদিধাম চিচ্ছক্তিরই বৈভব। ভগবানের অনন্তস্বরূপ; প্রত্যেক স্বরূপের ধামকে বৈকুণ্ঠ বলে; সুতরাং বৈকুণ্ঠও সংখ্যায় অনন্ত; এই সকল অসংখ্য ভগবদ্ধামও চিচ্ছক্তির বৈভব।

৮৫। এই পয়ারে মায়াশক্তির পরিচয় দিতেছেন।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—মায়া ভগবানের শক্তি হইলেও ইহা ভগবৎস্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না; ভগবৎ-স্বরূপের নিত্যলীলা-স্থলের বাহিরেই জড়-মায়াশক্তির অবস্থিতি। আলোক এবং অন্ধকার যেমন একই স্থানে থাকিতে পারেনা, অন্ধকার যেমন আলোকের বহির্ভাগেই অবস্থান করে, তদ্রূপ ভগবান্ এবং মায়াও একস্থানে থাকিতে পারেনা; ভগবৎ-স্বরূপের লীলাস্থানের বহির্দ্দেশেই মায়ার অবস্থিতি। "কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥ ২।২২।২১॥" বাস্তবিক, মায়া যেন ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জাই অনুভব করে। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। শ্রীভা ২।৫।১৩॥" মায়া জড়শক্তি বলিয়া চিদেকরূপ শ্রীভগবান্ হইতে সর্ব্বদা দূরেই অবস্থান করে; এজন্য ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলে; বহির্ভাগেই থাকে অঙ্গ যাহার, তাহার নাম বহিরঙ্গা শক্তি। কারণার্ণবের এক দিকে চিন্ময় ভগবদ্ধাম, অপর দিকে জড়মায়ার স্থান; সুতরাং মায়া সর্ব্বদাই ভগবদ্ধাম ও ভগবৎস্বরূপ হইতে বহির্ভাগে থাকে; এজন্য ইহা বহিরঙ্গা। ভগবানের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলাতেও মায়ার কোনও স্থান নাই। এমন কি, ভগবৎস্বরূপ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও মায়ার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ থাকে না। প্রশ্ন হইতে পারে, মায়া যদি ভগবৎ-শক্তিই হয়, তবে ভগবানের সহিত তাহার সংযোগ কিরূপে না থাকিবে? শক্তি ও শক্তিমানের

জীবশক্তি তটস্থাখ্য—নাহি যার অন্ত। | মুখ্য তিন শক্তি—তার বিভেদ অনন্ত ॥ ৮৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সংযোগই চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার উত্তর এই যে, ভগবানের স্বরূপ শক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে মায়া তাঁহার শক্তি হইলেও ভগবানের সহিত মায়ার কোনওরূপ সংযোগ-সম্ভাবনা নাই। ১।২।১১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তি ও শক্তিমানের সংযোগই চিরপ্রসিদ্ধ; মায়ার সহিত যখন ভগবানের কোনওরূপ সংযোগই দেখা যায় না, তখন মায়া যে ভগবৎ-শক্তি, তাহার প্রমাণ কি? শ্রীভগবানের বাক্যই মায়ার ভগবৎ-শক্তিত্বের প্রমাণ; গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে, মায়া তাঁহার শক্তি; দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। ৭।১৪॥" এই বাক্যে গুণময়ী মায়াকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "আমার মায়া।" শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥ ২।৯।৩৩॥" আরও প্রমাণ এই যে, সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে জানা যায়, ঈশ্বরের শক্তি-প্রভাবেই মায়া তাহার কার্য্য—সৃষ্টি কার্য্য—নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; ইহাতেও বুঝা যায়, মায়া ঈশ্বরাশ্রিতা শক্তি, সুতরাং ঈশ্বরেরই শক্তি।

মায়ার লক্ষণ প্রথম পরিচ্ছেদের ২৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। মায়ার দুইটী বৃত্তি—গুণমায়া ও জীবমায়া। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যরূপা প্রকৃতিকে গুণমায়া বলে। এই গুণমায়াই মহত্তত্ত্বাদির উপাদানভূতা। আর মায়ার যে বৃত্তি বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্তুতে জীবের "আমি আমার"-জ্ঞান জন্মায়, তাহাকে বলে জীবমায়া। জীবমায়ার দুই রকম শক্তি, আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা; যে শক্তি দ্বারা জীবমায়া বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপকে আবৃত করে, তাহাকে বলে আবরণাত্মিকা শক্তি। আর যে শক্তি দ্বারা জীবমায়া মায়িক বস্তুতে বহির্ম্মুখ জীবের অভিনিবেশ জন্মায়, তাহাকে বলে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। এই জীবমায়াই গুণমায়াকে উদ্‌গিরিত করে, কখনও কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে নানা-আকারে পরিণমিত করে। প্রাকৃত প্রপঞ্চের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ এবং মুখ্য উপাদান-কারণ ঈশ্বর হইলেও মায়াই গৌণ-নিমিত্ত কারণ এবং গৌণ উপাদান-কারণ। গুণমায়া বিশ্বের গৌণ উপাদান-কারণ এবং জীবমায়া বিশ্বের গৌণ নিমিত্ত-কারণ। মায়া জড়া শক্তি বলিয়া নিজে অচেতনা, সুতরাং তাহার স্বতঃ ক্রিয়াশক্তি নাই। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া এই অচেতনা মায়াই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকে। "অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ। অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিম্। শ্রী-ভা, ২।৯।৩৩। ক্রমসন্দর্ভধৃত আয়ুর্ব্বেদ-বচন॥" চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তিতেই জীবমায়া জীবকে মোহিত করিতে সমর্থা হয় এবং ঈশ্বরের শক্তিতেই গুণমায়াও পরিণামযোগ্যতা লাভ করে। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

জগত-কারণ—মায়া জগতের কারণ। কারণ দুই রকমের—নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। যে ব্যক্তি কোনও বস্তু প্রস্তুত করে, তাহাকে বলে ঐ বস্তুর নিমিত্ত কারণ; আর যে দ্রব্যদ্বারা ঐ বস্তুটী প্রস্তুত হয়, তাহাকে বলে ঐ বস্তুর উপাদান কারণ। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট তৈয়ার করে; এস্থলে কুম্ভকার হইল ঘটের নিমিত্ত কারণ, আর মৃত্তিকা হইল ঘটের উপাদান-কারণ। মায়াও বিশ্বের কারণ—গুণমায়া উপাদান-কারণ এবং জীবমায়া নিমিত্ত-কারণ (মায়া বিশ্বের গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ নহে; বিশেষ বিচার পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, ঈশ্বরের শক্তিতে মায়া হইতেই অনন্ত কোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি; সুতরাং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মায়ারই বৈভব। তাই বলা হইয়াছে—তাহার **বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ**—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ তাহার (মায়ার) বৈভব।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৈভব; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি আবার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিতা; সুতরাং মায়াশক্তির বৈভবরূপ ব্রহ্মাণ্ডসমূহও শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের আশ্রয়; এই পয়ার হইতে ইহাই ব্যঞ্জিত হইল।

৮৬। এক্ষণে জীব-শক্তির পরিচয় দিতেছেন।

এমত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি। | সভার আশ্রয় কৃষ্ণ—কৃষ্ণে সভার স্থিতি ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জীব-শক্তি—অনন্তকোটি জীব ভগবানের যে শক্তির বৈভব, তাহাকে বলে জীব-শক্তি। জীব যে ভগবৎশক্তি-বিশেষ, তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৬।৭।৬১ ॥—বিষ্ণুর শক্তিত্রয়ের মধ্যে চিৎস্বরূপা পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশক্তি এবং অবিদ্যাখ্যা মায়া শক্তি।" গীতায়ও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫ ॥ হে মহাবাহো পার্থ! এই অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অপর একটী আমার শ্রেষ্ঠা জীবভূতা প্রকৃতি (শক্তি) আছে।" গীতা-বাক্যানুসারে দেখা যাইতেছে, জীব ঈশ্বরের প্রকৃতি-বিশেষ; প্রকৃতি-বিশেষ বলিয়াই জীবকে ঈশ্বরের শক্তি বলা হয়। "প্রকৃতি-বিশেষত্বেন তস্য শক্তিত্বম্। পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৩৭॥" শক্তিত্বের আরও একটী হেতু এই। ঈশ্বর সূর্য্যস্থানীয়, জীব তাঁহার রশ্মিপরমাণুস্থানীয়। "একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥ বি, পুঃ ১।২২।৫৪ ॥" জীব ঈশ্বরের রশ্মিস্থানীয় বলিয়া নিত্যই ঈশ্বরের আশ্রিত এবং ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন জীবের বিকাশ, আর ঈশ্বর যখন সৃষ্টিলীলা সংবরণ করেন, তখন জীবেরও বিকাশের লোপ হয়। এই কারণে জীব ঈশ্বরের শক্তিস্থানীয়। জীবশক্তি চেতনাময়ী। "জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণ শ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। পরমাত্মসন্দর্ভধৃত শ্রীজামাতৃবচন।১৯॥" সুতরাং ইহা বহিরঙ্গা জড়া মায়াশক্তি নহে, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তাও নহে; "ন জড়ো ন বিকারী। পরমাত্ম সন্দর্ভঃ।১৯॥" আবার সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকে না, তদ্রূপ ভগবানের—রশ্মিপরমাণুস্থানীয় জীবশক্তিও, স্বরূপশক্তির ন্যায় ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে না; সুতরাং জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তি নহে, স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে। "ন বিদ্যতে বহির্ব্বহিরঙ্গমায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গচিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্ বরণং সর্ব্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারো যস্য তম্—শ্রীভা, ১০।৮৭।২১ শ্লোকের টীকায় অবহিরন্তরসম্বরণম্ শব্দের ব্যাখ্যায় চক্রবর্ত্তিপাদ।" এইরূপে, বহিরঙ্গামায়াশক্তির মধ্যে এবং অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তির মধ্যেও স্বীয়রূপে স্বীকৃত নহে বলিয়া জীব-শক্তিকে **তটস্থা শক্তিও** বলা হয়। "অথ তটস্থত্বঞ্চ * * * উভয়কোটাবপ্রবিষ্টত্বাদেব। পরমাত্মসন্দর্ভঃ।৩৯॥" তটশব্দে নদী বা সমুদ্রের জলসংলগ্ন অংশকে বুঝায়। এই তট যেমন নদী বা সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত নহে, তটের অদূরবর্ত্তী তীরভূমির অন্তর্ভুক্তও নহে; তদ্রূপ জীবশক্তিও স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে। তাই জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়।

তটস্থাখ্য—তটস্থা আখ্যা (নাম) যাহার; যাহার একটী নাম তটস্থা শক্তি, সেই জীবশক্তি। **নাহি যার অন্ত**—যাহার অন্ত নাই; অনন্ত; অসংখ্য। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব তটস্থা জীব-শক্তিরই অংশ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ব্যতীত, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামেও সাধনসিদ্ধ এবং গরুড়াদি নিত্যসিদ্ধ জীব আছেন; তাঁহারাও তটস্থা-শক্তিরই অংশ, কেবল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের সাধন-সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ জীবগণ সকলেই ভগবানের জীবাখ্যা তটস্থা শক্তির বৈভব; এবং জীবশক্তি শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণই তাহাদেরও আশ্রয়—ইহাই এই পয়ারার্দ্ধ হইতে ব্যঞ্জিত হইতেছে।

মুখ্য তিনশক্তি—অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি, এই তিনটীই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যাশক্তি। "কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম ॥২।৮।১১৬॥" এই তিন মুখ্যা শক্তির মধ্যে আবার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। "অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি—সভার উপরে ॥২।৮।১১৭॥ আবার ইতিপূর্ব্বে ৮৪শ পয়ারের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে যে, চিচ্ছক্তির বৃত্তিসমূহের মধ্যে হ্লাদিনীই শ্রেষ্ঠা; সুতরাং হ্লাদিনীই সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী। ১।৪।৫৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তার বিভেদ অনন্ত——এই তিন মুখ্যাশক্তির আবার অসংখ্য প্রকারের ভেদ আছে।

৮৭। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-সমূহের ও শক্তিত্রয়ের পরিচয় দিয়া এক্ষণে উপসংহার করিতেছেন।

হইয়া বাহিরেও [illegible]
আবার সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকে না, তদ্রূপ ভগবানের—
ন্যায় ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে না; সুতরাং জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তি
বিদ্যতে বহির্ব্বহিরঙ্গমায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গচিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্ বরণং
১০।৮৭।২০ শ্লোকের টীকায় অবহিরন্তরসম্বরণম্ শব্দের ব্যাখ্যায় চক্রবর্ত্তি
এবং অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তির মধ্যেও স্বীয়স্বরূপে স্বীকৃত নহে বলিয়া জীব-
তটস্থত্বঞ্চ * * * উভয়কোটিপ্রবিষ্টত্বাদেব। পরমাত্মসন্দর্ভঃ।৩৯॥"
বুঝায়। এই তট যেমন নদী বা সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত নহে, তটের
জীবশক্তিও স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে, মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে।

তটস্থাখ্য—তটস্থা আখ্যা (নাম) যাহার; যাহার একটী না
অন্ত—যাহার অন্ত নাই; অনন্ত; অসংখ্য। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের
প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ব্যতীত, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামেও সাধনসিদ্ধ এবং গরুড়া
শক্তিরই অংশ, কেবল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত

যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ৮৮

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ'—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
'পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সভার—ভগবৎস্বরূপ-সমূহের ও শক্তিত্রয়ের এবং শক্তিত্রয়ের সমস্ত বৈভবের। **আশ্রয়**—উৎপত্তির হেতু, মূল নিদান। "এ নবের উৎপত্তিহেতু, সেই আশ্রয়ার্থ।১।৩।৭৭॥" **স্থিতি**—অবস্থিতি।

সমস্ত ভগবৎস্বরূপ, সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত শক্তি-বৈভবের মূল উৎপত্তিহেতু হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদের প্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত হইবার পরেও শ্রীকৃষ্ণেই তাঁহারা অবস্থিত। সুতরাং শ্রীনারায়ণের মূলও শ্রীকৃষ্ণ; (যেহেতু, নারায়ণও একতম ভগবৎ-স্বরূপ) এবং শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণের আশ্রয়; অতএব সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপাদির আশ্রয়ই যে শ্রীকৃষ্ণ, এই জ্ঞান যাহার আছে, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার, এইরূপ অজ্ঞান তাহার থাকিতে পারে না।

৮৮। প্রশ্ন হইতে পারে—"পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস-সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥ পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-অন্তরে। * * * পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে। ১।৫।৬০—৬২॥" "মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয়॥ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার। তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম॥১।৫।৩৮, ৪০, ৪১॥"—ইত্যাদি প্রমাণে দেখা যায়, পুরুষই ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের আশ্রয়। এমতাবস্থায় পূর্ব্ব-পয়ারে যে বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণই "সভার আশ্রয়", ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন,—পুরুষাদি যে ব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয়, তাহা সত্যই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাদিরও আশ্রয়; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয়ের আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সকলের মূল আশ্রয়। যেমন, কোনও ঘরের মধ্যে যদি দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ড থাকে; তাহা হইলে যেমন দুগ্ধের আশ্রয় হইল ভাণ্ড, আবার ভাণ্ডের আশ্রয় হইল ঘর, সুতরাং ঘরই হইল দুগ্ধের মূল আশ্রয়; তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডাদির আশ্রয় যে পুরুষ, সেই পুরুষের আশ্রয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই হইলেন মূল আশ্রয়।

পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। ইঁহারা বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করেন বলিয়া বিশ্বের আশ্রয়। **পুরুষাদি-সভার**—পুরুষগণের এবং পুরুষ হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের। **মূল-আশ্রয়**—সকলের আদি আশ্রয়; যাহার নিজের আর অন্য কোনও আশ্রয় নাই।

৮৯। এক্ষণে শেষ উপসংহার করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর; ইহাই সমস্ত শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

স্বয়ং ভগবান্—যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তা। **সর্ব্বাশ্রয়**—সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, সমস্ত শক্তির, সমস্ত শক্তি-বৈভবের অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের, প্রাকৃত জীব সমূহের, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের এবং তত্তদ্ধামস্থিত পরিকরাদির ও লীলোপকরণ-দ্রব্যাদির সমস্তেরই উৎপত্তির ও স্থিতির হেতু। **পরম ঈশ্বর**—অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ-সমূহেরও ঈশ্বর, যাঁর ঈশ্বর বা প্রভু আর কেহ নাই। **ঈশ্বর**—কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ। যিনি করিতে সমর্থ, না করিতেও সমর্থ এবং একরূপ করিয়া তাহাকে আবার অন্যরূপ করিতেও সমর্থ, তাঁহাকে ঈশ্বর বলে।

স্বয়ংভগবানাদি শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া অন্য কেহ তাঁহার ভগবত্তার মূল নহেন; তিনিই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মূল, সুতরাং শ্রীনারায়ণেরও মূল। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া শ্রীনারায়ণেরও আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর বলিয়া শ্রীনারায়ণেরও ঈশ্বর। সুতরাং নারায়ণ কৃষ্ণের অবতারী নহেন; পরন্তু কৃষ্ণই নারায়ণের অবতারী।

"যদদ্বৈতং"-শ্লোকের অর্থপ্রসঙ্গে "ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ য ইহ ভগবান্" বাক্যের অর্থ করিতে যাইয়া ৪৭শ পয়ারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ। তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব-নিরূপণ॥" এই ব্রহ্মোক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি খণ্ডনপূর্ব্বক গ্রন্থকার যে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই এই পয়ারে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পয়ার হইতে ব্যঞ্জিত হইল যে ভগবান্ নারায়ণের ন্যায় ব্রহ্ম এবং আত্মার মূল আশ্রয়ও শ্রীকৃষ্ণই।

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নে ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।　　অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ঈশ্বরঃ পরম ইতি। কৃষির্ভূ ইতি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ কৃষ্ণশব্দো বাচ্যঃ তস্মাদীশ্বরঃ সর্ব্বাবশয়িতা তদিদমুপলক্ষিতম্; বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীকৃষ্ণস্যৈবার্থান্তরেণ। অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। কালরূপেণ ভগবাং স্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যত ইতি। কলয়তি নিয়ময়তি সর্ব্বমিতি কালশব্দার্থঃ। যস্মাদেব তাদৃগীশ্বরস্তস্মাৎ পরমঃ পরা সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীঃ শক্তয়ো যস্মিন্। তদুক্তং শ্রীভাগবতে। রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুত ইতি, নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতে ইত্যাদি, তত্রাতিশুশুভে তাভি র্ভগবান্ দেবকীসুত ইতি চ। তথৈবাগ্রে। শ্রিয়ঃ কান্তঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি। তাপন্যাঞ্চ। কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতমিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ পরমস্তস্মাদাদিশ্চ তদুক্তং শ্রীদশমে। শ্রুত্বা জিতং জরাসন্ধমিতি। টীকাচ স্বামিপাদানাং আদৌ হারঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা। একাদশেতু। পুরুষমৃষভমাদ্য কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোস্মি ইতি। নচৈতদাদিত্বং তস্যাভাবাপেক্ষং কিন্ত্বনাদির্ন বিদ্যতে আদির্যস্য তাদৃশম্। তাপন্যাঞ্চ একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইত্যুক্ত্যা নিত্যোনিত্যানামিতি। যস্মাদেব তাদৃশতয়াদি স্তস্মাৎ সর্ব্বকারণকারণং সর্ব্বকারণং মহৎস্রষ্টা পুরুষস্তস্যাপি কারণম্। তথা চ শ্রীদশমে যস্যাংশাংশাংশভাগেনেতি টীকাচ। যস্যাংশঃ পুরুষঃ তস্যাংশো মায়া তস্যাংশাগুণাঃ তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি সচ্চিদানন্দলক্ষণো যো বিগ্রহ স্তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। তাপনীয়হয়শীর্ষয়োঃ। সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণ ইতি। ব্রহ্মাণ্ডে। নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি। তদেবমস্য তথালক্ষণ-শ্রীকৃষ্ণরূপত্বে সিদ্ধে চোভয়লীলাভিনিবিষ্টত্বেন ক্বচিৎ বৃষ্ণিত্বং ক্বচিদ্গোবিন্দত্বঞ্চ দৃশ্যতে। যথা দ্বাদশে শ্রীসূতঃ। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত তীর্থশ্রব শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ইতি। চিন্তামণিরিত্যাদি। গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি। দশমে গোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভীবাক্যম্। ত্বং ন ইন্দ্র জগৎপতে ইতি। অস্তু তাবৎ পরমগোলোকাবতীর্ণানাং তাসাং গবেন্দ্রত্বমিতি। তাপনীষু চ ব্রহ্মণা তদীয়মেব স্বেনারাধনং প্রকাশিতম্। . গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি ॥ দিক্‌প্রদর্শিনী ॥১৭॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পরমঃ (পরম) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর), সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ (সচ্চিদানন্দবিগ্রহ), অনাদিঃ (অনাদি) আদিঃ (সকলের আদি) গোবিন্দঃ (গোবিন্দ) সর্ব্বকারণকারণং (সমস্ত কারণের কারণ)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, কিন্তু সকলের আদি, গোবিন্দ এবং সমস্ত কারণের কারণ। ১৭।

কৃষ্ণ—স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত বস্তুকে, সমস্ত ভগবৎস্বরূপকে, সমস্ত শক্তিবর্গকে, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ যিনি, সেই আনন্দবিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ। **পরম ঈশ্বর**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর; সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরই ঈশ্বরত্ব আছে; সুতরাং সমস্ত ভগবৎস্বরূপই ঈশ্বর; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরও ঈশ্বর বা প্রভু, তাই শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ—যাহা কিছু করিতে, না করিতে, কিম্বা অন্যথা করিতে সমর্থ যিনি, তিনিই ঈশ্বর। সমস্ত ভগবৎস্বরূপই ঈশ্বর হইলেও তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রাপ্ত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত ঈশ্বরত্বের মূল, তাই তিনি পরম ঈশ্বর। অথবা, পরা (শ্রেষ্ঠা) মা (শক্তি) আছে যাঁহাতে, তিনি পরম; নিখিল-শক্তিবর্গের অধিষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণ, তাই শ্রীকৃষ্ণ পরম; অথবা নিখিল-শক্তিবর্গের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা নিত্যই যাঁহাতে বা যাঁহার সঙ্গে আছেন, তিনি পরম—শ্রীকৃষ্ণ। ভগবৎস্বরূপরূপ ঈশ্বরগণের সকলেরই শক্তি আছে; কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তি আছে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর। **সচ্চিদা-নন্দ-বিগ্রহ**—সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় বিগ্রহ (দেহ) যাঁহার, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; স্বয়ং ভগবান্ নরবপু, দ্বিভুজ; তাঁহার দেহ আছে; কিন্তু দেহ থাকিলেও তাঁহার দেহ, প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক নহে, প্রাকৃত রক্ত-মাংসাদিতে গঠিত নহে; ঘনীভূত আনন্দই তাঁহার দেহ; এই আনন্দও মায়িক আনন্দ নহে, পরন্তু চিন্ময় (স্বপ্রকাশ-অপ্রাকৃত)

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভাল মতে। তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দ; তাঁহার দেহ চিদানন্দ-ঘন। সৎ-শব্দে সত্তা বুঝাইতেছে; তাঁহার দেহ সৎ অর্থাৎ নিত্য-সত্তাযুক্ত, কখনও এই দেহের ধ্বংস হয় না; এই দেহের সত্তার অভাবও কখনও ছিল না, অর্থাৎ ইহা জন্য-পদার্থ নহে—ইহা নিত্য সদ্ বস্তু; "নিত্যোনিত্যানাং" গোঃ তাঃ ৬।২২॥ শ্রীকৃষ্ণের দেহ নিত্য এবং চিদানন্দময়। তাঁহার দেহ চিদানন্দময় বলিয়া, জীবের ন্যায় তাঁহাতে দেহ-দেহি-ভেদও নাই। জীবের দেহ প্রাকৃত জড় বস্তু, কিন্তু দেহী জীব চিৎকণ বস্তু; তাই জীবের দেহ ও দেহী দুইটী ভিন্ন জাতীয় বস্তু, এজন্য জীবে দেহ-দেহি-ভেদ আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহ যেমন চিদানন্দময়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি চিদানন্দময়; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহি-ভেদ নাই। জীবে, চিৎকণবস্তু দেহীর শক্তিতে জীবের ইন্দ্রিয়াদি শক্তিমান্; দেহ ও দেহী ভিন্ন জাতীয় বলিয়া এবং ইন্দ্রিয়াদির উপাদানসন্নিবেশও বিভিন্ন বলিয়া দেহীর শক্তি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়; এজন্য জীবের এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে না—চক্ষু শুনিতে পায় না। কিন্তু চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে দেহ-দেহি-ভেদ নাই বলিয়া, তাঁহার বিগ্রহের সর্ব্বত্রই একই আনন্দঘন বস্তু একই ভাবে বিদ্যমান আছে বলিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়-সমূহের স্বরূপতঃ শক্তি-পার্থক্য নাই—তাঁহার যে কোন ইন্দ্রিয়ই যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে; অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তীতি।—ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২॥" আনন্দ বস্তু বিভু—"ভূমৈব সুখম্"। সুতরাং আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ-দেহও বিভু—সর্ব্বব্যাপক বস্তু; পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণদেহ বিভু—সর্ব্বব্যাপক; শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব। নরবপুতেই তিনি বিভু—মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায়, দাম-বন্ধন-লীলায় এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সমক্ষে দ্বারকামাহাত্ম্যপ্রকটনে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি অণু হইতেও ক্ষুদ্র হইতে পারেন, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎও হইতে পারেন (অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। কঠোপনিষৎ ১।২।২০॥); কিন্তু যখন তিনি অণু হয়েন, তখনও তিনি বিভু; বিভুত্ব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম; যেহেতু তিনি আনন্দ-স্বরূপ, ব্রহ্ম। **অনাদি**—আদি নাই যাঁহার। শ্রীকৃষ্ণের আদি কিছু নাই; তিনি স্বয়ংসিদ্ধ এবং অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত। তিনি অনাদি বলিয়া কাহারও অংশ বা কাহারও অবতার নহেন। **আদি**—শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই আদি; যত ভগবৎস্বরূপ বা ভগবদ্ধাম আছেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে আবির্ভূত; অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উদ্ভূত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই—নারায়ণাদিরও—আদি। সকলের আদি বলিয়া তিনি **সর্ব্বকারণ-কারণ**—সাক্ষাদ্ ভাবে পুরুষাদি হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব; সুতরাং পুরুষাদিই জগতের কারণ; শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাদিরও কারণ; সুতরাং তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ। **গোবিন্দ**—গো-অর্থ গরু বা পৃথিবী; আর বিন্দ-ধাতুর অর্থ পালন। গো-পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গোবিন্দ বলে। আর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালনের কর্ত্তা বলিয়াও তিনি গোবিন্দ। গো-অর্থ ইন্দ্রিয়ও হয়; শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়াও তিনি গোবিন্দ—হৃষীকেশ। অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গ-পরিকর-বর্গের ইন্দ্রিয়সমূহকে তাহাদের স্বস্ব বিষয়ে আনন্দদ্বারা পালন বা পোষণ করেন বলিয়াও তিনি গোবিন্দ।

৯০। বৈষ্ণবের সঙ্গে কোনওরূপ ব্যবহারেই কেহ কষ্ট পায়েন না; বৈষ্ণব কাহারও মনেই কষ্ট দেন না। কবিরাজ-গোস্বামীর সিদ্ধান্তে তাঁহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়াছেন; তাহাতে তাঁহার মনঃকষ্ট আশঙ্কা করিয়া কবিরাজ-গোস্বামী প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "আমি যে সব সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলাম, তাহা তুমি বেশ ভালরূপেই জান; কেবল আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই তুমি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছ।" এই বাক্যে প্রতিপক্ষ মনে করিবেন "আমি যে অজ্ঞ নহি, ইহা কবিরাজের বিশ্বাস, সুতরাং পরাজিত হইয়াছি বলিয়া অপমান বোধ করার হেতু আমার কিছুই নাই।"

এসব সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বেশ্বর, সুতরাং নারায়ণাদিরও ঈশ্বর এবং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস ইত্যাদিরূপ সিদ্ধান্ত। **চালাইতে**—পরীক্ষা করিতে।

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ ৯১
অতএব চৈতন্যগোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥ ৯২
সেহ ত ভক্তের বাক্য—নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯১। এক্ষণে "যদদ্বৈতং" শ্লোকের "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ" অংশের অর্থ করিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মসংহিতার বাক্যে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কেহ নাই। এই পয়ারে বলিতেছেন যে, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্বও আর কেহ নাই।

সেই কৃষ্ণ—যিনি সর্ব্বাশ্রয়, যিনি সর্ব্ব কারণ-কারণ, যিনি পরম-ঈশ্বর এবং যিনি নারায়ণেরও আশ্রয় এবং সমস্ত অবতারের মূল, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **অবতারী**—যাঁহা হইতে সমস্ত অবতার আবির্ভূত হয়েন, যিনি সমস্ত অবতারের মূল (শ্রীকৃষ্ণ)। **ব্রজেন্দ্র-কুমার**—ব্রজরাজ-নন্দন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে ধাম, তাহার নাম ব্রজ; রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য-রস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজরূপে এবং মাতা শ্রীমতী যশোমতীরূপে বিরাজিত; নন্দ-মহারাজকেই ব্রজরাজ বা ব্রজেন্দ্র বলে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই ব্রজেন্দ্র-নন্দন; শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ভগবান্ হইয়াও বাৎসল্যপ্রেমের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নন্দ-যশোদার আনুগত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যও ইহাতে মাধুর্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে; দ্বারকা-নাথ-স্বরূপ বা মথুরা-নাথ-স্বরূপ অপেক্ষা ব্রজেন্দ্র-নন্দনস্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি এবং মাধুর্য্যের নিকট ঐশ্বর্য্যের আনুগত্য অনেক বেশী; বস্তুতঃ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপেই মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুর্য্যের নিকট ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম আনুগত্য। আবার মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার; ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপে ভগবত্তার সার মাধুর্য্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।২।২০।১৩১॥" **আপনে**—নিজে; ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের অপর কোনও স্বরূপ শ্রীচৈতন্যরূপে আসেন নাই।

৯২। **অতএব**—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ নিজেই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া। **পরতত্ত্ব-সীমা**—শ্রীচৈতন্যই পরতত্ত্বের চরম-অবধি; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। **তাঁরে**—পরতত্ত্বের সীমাস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে। **ক্ষীরোদশায়ী**—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ। **কি তাঁর মহিমা**—শ্রীচৈতন্যকে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বলিলে শ্রীচৈতন্যের কি মহিমাইবা (তত্ত্ব) ব্যক্ত হয়? অর্থাৎ মহিমা (তত্ত্ব) ব্যক্ত হয় না, কারণ, শ্রীচৈতন্য বস্তুতঃ ক্ষীরোদশায়ী নহেন, তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, তিনি ক্ষীরোদশায়ীরও মূল আশ্রয়।

কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই মত সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে ইহা সমীচীন মত নহে; শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই; ক্ষীরোদশায়ী হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশাংশ; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলিলে শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাই খর্ব্ব করা হয়।

৯৩। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলেন, তাঁহারাও ভক্ত; কারণ, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণকে অনুভব করিয়াছেন; ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে কোনও ভগবৎস্বরূপের অনুভব সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহাদের মতে শ্রীগৌরাঙ্গের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ না পাইলেও, তাঁহাদের কথা একেবারে মিথ্যা নহে; ইহা আংশিক সত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংভগবান্, তিনি স্বয়ং অবতারী; তাঁহার অবতার-কালে অন্য সমস্ত অবতারই তাঁহার সঙ্গে মিলিত হয়েন। "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ॥১।৪।৯-১১॥" সুতরাং ক্ষীরোদশায়ী-আদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপই শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে আছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সময় সময় বরাহ, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির আবেশসম্ভূত লীলা প্রকট করিয়া জীবকে তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে যে ভক্ত যখন যে স্বরূপের অনুভব লাভ

অবতারীর দেহে সব-অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি ॥ ৯৪
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো—নরনারায়ণ।
কেহো কহে—কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥ ৯৫
কেহো কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥ ৯৬
কেহো কহে—পরব্যোম-নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥ ৯৭
সবশ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন ॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করেন, সেই ভগবৎস্বরূপ বলিয়াই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পরিচয় দিতে পারেন; সুতরাং তাঁহার অনুভূতিলব্ধ তত্ত্ব, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব না হইলেও তাঁহার অনুভূতির পক্ষে মিথ্যা নহে। ইহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে।

সেহত—তাহাও; যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলেন, তাঁহাদের কথাও। **ব্যভিচারী**—মিথ্যা।

সকল সম্ভবে তাঁতে—শ্রীগৌরাঙ্গে সমস্ত সম্ভব, পূর্ণভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুতে সমস্ত ভগবৎস্বরূপের অভিব্যক্তিই সম্ভব।

যাতে অবতারী—যেহেতু শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারী, স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতারী স্বয়ংভগবান বলিয়াই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহার মধ্যে আছেন; সুতরাং তাঁহার মধ্যে যে কোনও ভগবৎস্বরূপের অভিব্যক্তিই সম্ভব।

৯৪। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতারী বলিয়া তাঁহাতে যে সকলই সম্ভবে, তাহার হেতু দেখাইতেছেন।

অবতারীর দেহে ইত্যাদি—অবতারীর দেহের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত অবতারই অবস্থিত। (১।৪।৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **কেহো কোনমতে কহে** ইত্যাদি—তন্মধ্যে যে ভক্ত যে অবতারের বা যে ভগবৎস্বরূপের অনুভব লাভ করেন, তিনি সেই অবতার বলিয়াই অবতারীর পরিচয় দিতে পারেন। **মতি**—অনুভব।

৯৫-৯৭। স্ব-স্ব-অনুভূতি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীগৌরাঙ্গের) পরিচয়, কে কিরূপভাবে দিয়া থাকেন, তাহাই বলা হইতেছে, তিন পয়ারে। কেহ বলেন, তিনি ক্ষীরোদশায়ী, কেহ বলেন, তিনি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ ইত্যাদি। ইহাদের সকলের কথাই সত্য; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী বলিয়া তাঁহার মধ্যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপই বিদ্যমান আছেন।

বামন—ইনি লীলাবতার, পঞ্চদশ অবতার। শ্রীভগবান্ বামন-রূপ প্রকটিত করিয়া স্বর্গের পুনর্গ্রহণ-মানসে বলির যজ্ঞে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে ত্রিপদ-ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। "পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ। পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্ ॥—শ্রীভা, ১।৩।১৯॥"

নর-নারায়ণ—নর ও নারায়ণ; ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ইহাদের আবির্ভাব; ইহারা দুশ্চরতপস্যা করিয়াছিলেন। "তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নর-নারায়ণাবৃষী। ভূত্বাত্যোপশমোপেতমকরোদ্ দুশ্চরং তপঃ ॥ শ্রীভা, ১।৩।৯" হরি ও কৃষ্ণ নামে (ইনি ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন) ইহাদের দুই সহোদর আছেন। ইহারা চারি সহোদরে মিলিয়া চতুঃসনের ন্যায় একটী অবতার—লীলাবতার। "শাস্ত্রেঽস্মিন্নৌ হরিকৃষ্ণাখ্যাবনয়োঃ সোদরৌ স্মৃতৌ। এভিরেকোঽবতারঃস্যাৎ চতুর্ভিঃ সনকাদিবৎ ॥ ল, ভা, লীলাবতার-প্রকরণ।১৪॥" **ক্ষীরোদশায়ী-অবতার**—ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের অবতার। **অসম্ভব নহে**—শ্রীকৃষ্ণে নর-নারায়ণ, বামন ও ক্ষীরোদশায়ী-আদির অনুভব অসম্ভব নহে। সত্য ইত্যাদি—সকলের উক্তিই সত্য; কারণ, তাঁহারা তাঁহাদের অনুভূতির কথাই বলিয়াছেন, মিথ্যা বলেন নাই। **পরব্যোম-নারায়ণ**—কেহ কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৯৮। কবিরাজ-গোস্বামী বৈষ্ণবোচিত দৈন্যবশতঃ সমস্ত শ্রোতাদের চরণে প্রণতি জানাইয়া সিদ্ধান্ত-বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

শ্রোতাগণের—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রোতৃমণ্ডলীর। **করি**—আমি (গ্রন্থকার) করি। এস

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ ৯৯
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে ॥ ১০০
চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত। **করি একমন**—মনোযোগ দিয়া; অন্য বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক একমাত্র সিদ্ধান্ত-বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া।

৯৯। প্রশ্ন হইতে পারে, সিদ্ধান্ত-বিচার করিতে গেলেই নানারূপ তর্কের উদয় হইবে; তর্কে বুদ্ধি নষ্ট হয়, সুতরাং সিদ্ধান্ত শুনিয়া কি লাভ হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাহাতে বুদ্ধি নষ্ট হয়, এরূপ কুতর্ক কেবল প্রতিকূল বিচার হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রতিকূলতা ত্যাগ করিয়া অনুকূল সিদ্ধান্ত পাইবার চেষ্টা করিলে, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে এবং মহিমার জ্ঞান জন্মিলেই শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চিত্তের দৃঢ়তা জন্মিবে। সুতরাং সিদ্ধান্তের কথা শুনিলেই নিরুৎসাহ হওয়ার হেতু কিছু নাই। বাস্তবিক উপাস্যের তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও রূপ জ্ঞান না থাকিলে, উপাস্যে দৃঢ়-নিষ্ঠা রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে: কারণ, কোনও শক্তিশালী বিরুদ্ধপক্ষের বলবতী যুক্তির প্রভাবে নিজের বিশ্বাস বিচলিত হইয়া যাইতে পারে।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, উপাস্যে দৃঢ়নিষ্ঠা রক্ষার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্ববিচার আবার লীলারসাদির আস্বাদনের প্রতিকূলতা জন্মাইতেও পারে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, নিষ্ঠার ভিত্তি যেমন তত্ত্বজ্ঞান, লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিও তত্ত্বজ্ঞান। লীলাপুরুষোত্তম ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে লীলাকথার আলোচনাকালে লীলাসম্বন্ধে প্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি জন্মিতে পারে। ক্ষীর আস্বাদন করিতে হইলে তাহাকে একটা পাথরের বাটীতে রাখার প্রয়োজন; নচেৎ ক্ষীরই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিই হইল সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বজ্ঞান। তাই রসিকভক্তকুলমুকুটমণি শ্রীল শুকদেবগোস্বামিচরণও রাসলীলা বর্ণনের উপক্রমে "ভগবানপি তা বীক্ষ্য" ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন—যে লীলার কথা বলা হইতেছে, তাহা ভগবানের লীলা, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ক্রীড়া নহে এবং ভগবান্‌ও তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই এই লীলা সম্পাদন করিয়াছেন। রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও এই লীলাকে "বিষ্ণু"র—সর্ব্বব্যাপক পরতত্ত্ব বস্তুর—লীলা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লীলাকথার আস্বাদনের সময়ে তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইলে হয়তো রসাস্বাদনের বিঘ্ন জন্মিতে পারে; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই আস্বাদন-পিপাসুর তত্ত্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই-তত্ত্বজ্ঞানকে লীলাতে প্রাকৃতত্ববুদ্ধি জন্মিবার বিপক্ষে রক্ষাকবচতুল্য মনে করা যায়।

অলস—নিরুৎসাহত্ব; আগ্রহের অভাব। **ইহা হৈতে**—সিদ্ধান্ত হইতে, সিদ্ধান্তের জ্ঞানদ্বারা। **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণ-বিষয়ে। **লাগে**—সংলগ্ন হয়। **সুদৃঢ়-মানস**—অবিচল নিষ্ঠা।

১০০। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব একই; শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও মহিমা জানা হইলেই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও মহিমা জানা হইল। মহিমার জ্ঞান হইতেই শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীচৈতন্যে চিত্তের দৃঢ় নিষ্ঠা জন্মে।

চৈতন্য-মহিমা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহিমা। **দৃঢ় হঞা লাগে**—দৃঢ়নিষ্ঠা জন্মে।

১০১। প্রশ্ন হইতে পারে, "যদদ্বৈতং" শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে; সেই শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলা হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই বিস্তৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ করা প্রয়োজন; তাই শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলা হইতেছে।

চৈতন্যগোসাঞির এই তত্ত্বনিরূপণ—।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১০২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'আদিলীলায়াং বস্তু-নির্দ্দেশ-মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপণং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥ ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০২। শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন কেন, তাহা বলিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জানিলে শ্রীচৈতন্যের মহিমা জানা যায় না; তাই—শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ প্রয়োজনীয়। (তৃতীয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।)

আদি-লীলা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ। | সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥ ১ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তৃতীয়ে আশীর্ব্বাদরূপমঙ্গলাচরণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার-বাহ্যকারণঞ্চ বর্ণ্যতে ইত্যাশয়েনাহ "শ্রীচৈতন্যেতি"। যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য পাদয়োশ্চরণয়ো র্যো আশ্রয় শরণং তস্যৈব বীর্য্যতঃ প্রভাবতঃ অজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞানহীনো-মূর্খোঽপি আকরাণাং শাস্ত্ররূপখনীনাং ব্রাতঃ সমূহস্তস্মাৎ শাস্ত্রাণি সমালোচ্য ইত্যর্থঃ, সিদ্ধান্ত এব সন্মণীন্ উৎকৃষ্টরত্নবিশেষান্ সারসিদ্ধান্তানিত্যর্থঃ সংগৃহ্লাতি, তং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে। অত্রায়মাশয়ঃ, শাস্ত্রজ্ঞানহীনোঽপ্যহং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়-প্রভাবেনৈব নানাশাস্ত্রাণ্যালোচ্য তস্যাবতারকারণং বর্ণয়ামীতি। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়-মাহাত্ম্যং প্রকাশয়িতুং কৃতমত্রবন্দনং ন তু বিঘ্নবিনাশায়েতি ॥ ১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১। অন্বয়। যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ (যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-প্রভাবে) অজ্ঞঃ (অজ্ঞব্যক্তি) [অপি] (ও) আকরব্রাতাৎ (শাস্ত্ররূপ খনিসমূহ হইতে) সিদ্ধান্তসন্মণীন্ (সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি সকল) সংগৃহ্লাতি (সংগ্রহ করিতে পারে) [তং] (সেই) শ্রীচৈতন্যপ্রভুং (শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়-প্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ খনিসমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি-সমূহ সংগ্রহ করিতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি। ১।

এই পরিচ্ছেদে "অনর্পিতচরীং" শ্লোকের অর্থ করা হইবে; এই শ্লোকের অর্থ করিতে হইলে গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের দরকার; গ্রন্থকার দৈন্যবশতঃ বলিতেছেন, তাঁহার তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞান নাই; তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া তিনি উক্ত শ্লোকের অর্থ করিতে চেষ্টা করিবেন; শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে শরণ লওয়ার একটা অচিন্ত্য-মাহাত্ম্য এই যে, নিতান্ত মূর্খ ব্যক্তিও চরণ-শরণ-প্রভাবে নানাবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সার সিদ্ধান্ত সকল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়ের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার নিমিত্তই গ্রন্থকার এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। **আকর**—খনি, যাহাতে রত্নাদি জন্মে। **ব্রাত—সমূহ। আকরব্রাত**—(শাস্ত্ররূপ) খনিসমূহ। এই শ্লোকে শাস্ত্রকে খনির সঙ্গে এবং সিদ্ধান্তকে মণির সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। খনিতে যেমন মণি থাকে, কিন্তু তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়; তদ্রূপ শাস্ত্রেও সার-সিদ্ধান্ত আছে, শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাহা বাহির করিতে হয়; কেবল শাস্ত্রলোচনা করিলেই সার-সিদ্ধান্ত কোন্‌টী, তাহা বুঝিতে পারা যায় না—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে শরণাপন্ন হইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে হইবে; তাহা হইলেই তাঁহার কৃপায় অনায়াসে সার-সিদ্ধান্ত বোধগম্য হইবে—ইহাই "যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ" শব্দের ব্যঞ্জনা বলিয়া মনে হয়।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
তৃতীয়-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২।)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১। "জয় জয়" ইত্যাদি বাক্যে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ বন্দনা করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ে শ্রোতাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

২। তৃতীয় শ্লোকের—প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত যদদ্বৈতং শ্লোকের। **কৈল বিবরণ**—(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে) বিবৃত করিয়াছি। চতুর্থ শ্লোকের—"অনর্পিতচরীং" শ্লোকের। "অনর্পিতচরীং" শ্লোকের ব্যাখ্যার উপক্রম করিতেছেন।

শ্লো। ২। অন্বয়াদি আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩। "অনর্পিতচরীং" শ্লোকব্যাখ্যার সূচনা করিতেছেন, ৩—২০ পয়ারে। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা প্রকাশ করার পূর্ব্বে, কোন্ ধামে থাকিয়া কি প্রকারে তিনি এই অবতারের সঙ্কল্প করিলেন, তাহাই বলিতেছেন। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট নিত্যলীলার ধামের কথা বলিতেছেন। এই ধামের নাম শ্রীগোলোক; এই গোলোকে থাকিয়াই তিনি শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পূর্ণ ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্। **ব্রজেন্দ্রকুমার**—১।২।৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **গোলোক**—পরব্যোমের উর্দ্ধে সহস্রদল-পদ্মাকৃতি একটী ধাম আছে; তাহার নাম **গোকুল**। উক্ত পদ্মের কর্ণিকারস্থলে শ্রীকৃষ্ণের মহদন্তঃপুর; এই অন্তঃপুরে নন্দ-যশোদাদির ও শ্রীরাধিকাদি-কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাঁহাদের দায়াধিকার আছে, সেই পরম-প্রেমভাজন গোপগণ উক্ত পদ্মের কিঞ্জল্কস্থানে বাস করেন; আর গোপসুন্দরীগণের উপবন উক্ত পদ্মের পত্রস্থানীয়। উক্ত পদ্মাকৃতি গোকুলের বহির্ভাগে, গোকুলেরই আবরণ স্বরূপ একটী চতুষ্কোণ ধাম আছে; তাহার নাম **শ্বেতদ্বীপ**। "সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্। তৎকিঞ্জল্কস্তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি। চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্॥ ব্রহ্মসংহিতা ৫।২, ৪, ৫।" উক্ত পদ্মের পত্র-সমূহের প্রান্তভাগ ঊর্দ্ধে উত্থিত; পত্রের মূল সন্ধি সমূহে রাস্তা আছে এবং অগ্রভাগের সন্ধি সমূহে গোষ্ঠ সমূহ আছে; সম্পূর্ণ পদ্মের নাম গোকুল। "অত্র পত্রাণামুচ্ছ্রিত-প্রান্তানাং মূলসন্ধিষু বর্ত্মানি, অগ্রিমসন্ধিষু গোষ্ঠানি জ্ঞেয়ানি। অখণ্ড-কমলস্য গোকুলাখ্যত্বাৎ তথৈব সমাবেশাচ্চ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ।১০৬।" চতুষ্কোণ-স্থানের সমগ্রভাগকে শ্বেতদ্বীপ বলে না, কেবল বহির্মণ্ডলকেই শ্বেতদ্বীপ বলে, গোলোকও বলে; আর অভ্যন্তরমণ্ডলকে বৃন্দাবন বলে। "কিন্তু চতুরস্রাভ্যন্তরমণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং বহির্ম্মণ্ডলং কেবলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ং গোলোক ইতি তৎপর্য্যায়ঃ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১০৬।" তাহা হইলে বুঝা গেল, চতুষ্কোণ-স্থানের কেবল বহির্দ্দিকের অংশকে বলে **শ্বেতদ্বীপ** বা গোলোক, আর ভিতরের অংশকে (অর্থাৎ চতুষ্কোণ-স্থানের যে অংশ সহস্রদল পদ্মাকৃতি গোকুলের অব্যবহিত পরে, সেই অংশকে) বলে **বৃন্দাবন**; সহস্রদল-পদ্মাকৃতি গোকুলের পত্রস্থানীয়, গোপসুন্দরীদিগের উপবন-সমূহকে বলে **কেলি-বৃন্দাবন**। যস্য চ সমীপগানাং আলয়রূপস্য কমলস্য সর্ব্বতশ্চতুরস্রং ভবতি, তদিদং সর্ব্বং বৃন্দাবনমিতি বদন্তি। পত্রস্থিতানি তু বনানি কেলিবৃন্দাবনানীতি ভণন্তি। শ্রীগোপাল চম্পূ, পূ. ১।৫৬॥" ইহাতে বুঝা গেল, মধ্যস্থলে পদ্মাকৃতি

ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। | অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোকুল, গোকুলের শেষ সীমায় উপবনগুলির নাম কেলিবৃন্দাবন; গোকুলের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবনের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক। গোকুলকে ব্রজও বলে। "* * মহামণিকমলং গোকুলনামতয়া নিজরূপং নিরূপয়তি। গোগোপাবাসব্রজরূপব্রজ এবাহমস্মীতি।—গো, চ, পূ, ১। ৪৬॥ তাসু কেবলাসু ব্রজরাজ-সুতবধূভাবস্য লব্ধপ্রসিদ্ধিতাং বিনা ব্রজকমলসকলপত্রাবল্যাধিপত্যং ন প্রসিধ্যতীতি। গো, চ, পূ, ১।৫৩॥" "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। ১।৫।১৪॥"

গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমা অধিক বলিয়া গোলোককে গোকুলের বৈভবও বলা হয়। "যৎ তু গোলোক নাম স্যাৎ তচ্চ গোকুল-বৈভবম্॥ ল, ভা, কৃ, পূ, ৪৯৮॥"

যাহাহউক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ এবং গোকুলের বিভিন্ন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও কেহ কেহ এই তিন নামে এক শ্রীগোকুলধামকেই অভিহিত করিয়া থাকেন। "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম॥ ১।৫।১৪॥" আলোচ্য পয়ারেও গোলোক-শব্দ শ্রীগোকুল অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; অথবা এস্থলে গোলোক-শব্দে গোলোক, বৃন্দাবন ও গোকুলকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, অপ্রকট লীলায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন এই তিন ধামেই লীলা করিয়া থাকেন। গো-গোপাবাস বলিয়া এই তিন স্থানকেই গোলোক বলা যায়। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত প্রকাশের নামই গোলোক। "শ্রীবৃন্দাবনস্যাপ্রকট-লীলানুগত-প্রকাশ এব গোলোক ইতি ব্যাখ্যাতম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২॥"

গোলোকে—গোকুলে; অথবা গোলোকে, বৃন্দাবনে ও গোকুলে। **ব্রজের সহিত**—ব্রজপরিকরদের সহিত। এস্থলে ব্রজ-শব্দের পারিভাষিক অর্থ (গোকুল) ধরিলে গোলোক ও ব্রজ এই দুইটীই একার্থ-বোধক শব্দ হইয়া যায়; তাই "ব্রজ" অর্থ "ব্রজ-পরিকর" ধরা হইল।

নিত্যবিহার—নিত্যলীলা করেন। অনাদিকাল হইতে যে লীলা চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যে লীলা চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ যে লীলার আদিও নাই, অন্তও নাই, তাহাকেই নিত্যলীলা বলে। লীলা একাকী হয় না; লীলা করিতে হইলেই পরিকরের প্রয়োজন; সুতরাং লীলা যখন নিত্য, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও নিত্য। এই নিত্যলীলা-পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাস; ইহারাও শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় অনাদি। এ সমস্ত নিত্য পরিকরদের (ব্রজের) সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই গোলোকে নিত্য-লীলায় বিলসিত আছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের পরিকরদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রীসদাশিব শ্রীনারদের নিকটে বলিয়াছেন—দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ॥—শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীগণ ইঁহারা সকলেই নিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গুণশালী। পদ্ম, পু, পা, ৫২।৩॥"

৪। স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম বলিতেছেন। ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একবারমাত্র সাংখ্যিক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা করেন।

ব্রহ্মার একদিনে—পরবর্ত্তী ৫।৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

তেঁহো—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। **অবতীর্ণ হয়্যা**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করিয়া। **প্রকট-বিহার**—প্রকট লীলা। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপভূত অনন্ত প্রকাশে অনন্ত লীলা করিতেছেন; কখনও কখনও ঐ অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কোনও এক প্রকাশে সপরিকরে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদুর্ভূত হইয়া তিনি জন্মাদি-লীলা বিস্তার করেন; শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে এই সকল পরিকরবর্গের মধ্যে লীলা-পুষ্টির অনুকূল ভাব সকল উদ্ভাসিত করিয়া দেন। "সদানন্দৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স রাজতি। তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে। সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ কৃষ্ণভাবানুসারেণ

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,—চারি যুগ জানি ॥
সেই চারিযুগে 'দিব্য এক যুগ' মানি ॥ ৫
একান্তর চতুর্যুগে—এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ ৬

বৈবস্বত-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ-চতুর্যুগ তাহার অন্তর ॥ ৭
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে—দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লীলাখ্যা শক্তিরেব সা। তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ ॥ ল, ভা, কৃ, পূঃ। ১৫৬-১৫৭ ॥" এইরূপে যখন তিনি প্রপঞ্চে লীলা বিস্তার করেন, তখন তিনি কৃপা করিয়া প্রাপঞ্চিক জীবগণকে এমন শক্তি দান করেন, যাহাতে তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার পরিকরগণকে এবং তাঁহার লীলাকে দেখিতে পায়। "নিত্যাবতোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। শ্রীনারায়ণাধ্যাত্ম-বচন।" এইরূপে যে লীলা প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয়, তাহাকে প্রকট-লীলা বলে; আর অন্যান্য যে সমস্ত লীলা প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয় না, তাহাদিগকে অপ্রকট লীলা বলে। "প্রপঞ্চ-গোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা। অন্যাস্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ। ল, ভা, কৃঃ পূঃ ১৫৮" ॥

৫।৬। ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ বলিতেছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে যে সময় হয়, তাহাকে বলে এক **দিব্যযুগ**; একাত্তর দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি—এই চারিটী যুগ একাত্তর বার অতিবাহিত হইতে যে সময় লাগে, তাহাকে বলে **এক মন্বন্তর** (তাহা হইলে এক মন্বন্তরে ৭১টী সত্যযুগ, ৭১টী ত্রেতাযুগ, ৭১টী দ্বাপরযুগ এবং ৭১টী কলিযুগ আছে); একাত্তর চতুর্যুগ পর্য্যন্ত এক মনুর অধিকার থাকে; এক মনুর অধিকার সময়কেই এক মন্বন্তর বলে। এইরূপ চৌদ্দটী মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে ৯৯৪টী সত্যযুগ, ৯৯৪টী ত্রেতাযুগ, ৯৯৪টী দ্বাপরযুগ এবং ৯৯৪টী কলিযুগ আছে। বিষ্ণুপুরাণের মতে একহাজার সত্য, একহাজার ত্রেতা, একহাজার দ্বাপর এবং একহাজার কলিযুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্। প্রোচ্যতে তৎ সহস্রঞ্চ ব্রহ্মণঃ দিবসং মুনে ॥ বিষ্ণুপুঃ ১।৩।১৪ ॥ মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮০০০ বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিমাণ ৮,৬৪০০০ বৎসর এবং কলির পরিমাণ ৪,৩২০০০ বৎসর; সুতরাং এক দিব্যযুগের পরিমাণ হইল মনুষ্যমানে ৪,৩২০০০০ বৎসর; এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে হইল মনুষ্যমানের ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসর (বিষ্ণুপুরাণের মতে ৪৩২০০০০,০০০ বৎসর)। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলে, কল্পঃ ব্রাহ্মং দিনম্—শব্দকল্পদ্রুম। এইরূপ ত্রিশ দিনে বা ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস এবং বার মাসে এক বৎসর হয়; এই পরিমাণের একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল;

৭। প্রতি কল্পে (ব্রহ্মার প্রতি দিনে) ব্রহ্মার চৌদ্দজন পুত্র মনু নামে খ্যাত হয়েন; তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রজাপতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র-বক্তা। চৌদ্দজন মনুর নাম যথা :—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি' (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্ত্তমানে ছয় মনুর রাজত্বকাল (ছয় মন্বন্তর) অতীত হইয়াছে, সপ্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্বকাল চলিতেছে।

বৈবস্বত নাম ইত্যাদি—বর্ত্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে; ইহার নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। **সাতাইশ চতুর্যুগ** ইত্যাদি—বৈবস্বত-মন্বন্তরের মধ্যে যে একাত্তরটী চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ আছে, তাহার সাতাইশটী দিব্যযুগ (অর্থাৎ ২৭ সত্য, ২৭ ত্রেতা, ২৭ দ্বাপর, এবং ২৭ কলিযুগ) অতীত হওয়ার পর। **অন্তর**—অতীত হওয়ার পরে।

৮। **অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে** ইত্যাদি—সাতাইশ চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮।১৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন এবং তৎপরবর্ত্তী কলিতে তিনিই পীতবর্ণে (গৌররূপে) অবতীর্ণ হয়েন। এবঞ্চ বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়-

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার,—চারি রস।　　দাস সখা-পিতা-মাতা-কান্তাগণ লয়্যা।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ ৯　　ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বাপর-কলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি। **ব্রজের সহিতে**—ব্রজধামের সহিত এবং ব্রজ-পরিকরদের সহিতে। **কৃষ্ণের প্রকাশে**—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা প্রাকট্য।

এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের সময়ের কথা বলিতেছেন। বর্ত্তমান বৈবস্বত-মন্বন্তরের প্রথম সাতাশ চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পরে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগেরও সত্য এবং ত্রেতার পরে দ্বাপরের শেষভাগে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহার অবতরণ-উপলক্ষে তাঁহার লীলাস্থল ব্রজধাম এবং তাঁহার লীলা-পরিকরগণও অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রাকট্যের নিয়ম এই যে, প্রথমে তাঁহার ধাম প্রকটিত হয়, তাহার পরে মাতা-পিতাদি গুরুস্থানীয় পরিকরবর্গ প্রকটিত হয়েন এবং তাহার পরে জন্মাদি-লীলার সঙ্গে তিনি আত্মপ্রকট করেন। "প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন ॥ আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা ভক্তগণে। পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ॥ ২।২০।৩১৩-১৪ ॥" এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ মনুষ্যমানের ৪২৯৪০৮০০০০ বৎসরে (বিষ্ণু-পুরাণের মতে ৪৩২০০০০, ০০০ বৎসরে) শ্রীকৃষ্ণ একবার এক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা বিস্তার করেন।

৯।১০। শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মুখ্যতঃ কি উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এই পয়ারে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবাপন্ন ভক্তদের প্রেমমাধুর্য্য এবং তাঁহাদের সহিত লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্তই রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা লালায়িত। এই লালসা-তৃপ্তির নিমিত্তই মুখ্যতঃ তাঁহার যাবতীয় লীলা-প্রকটন (১।৪।১৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। এইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী লীলা ব্রজ ব্যতীত অন্য কোনও ধামে নাই; এই লীলা নির্ব্বাহার্থ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং স্বরূপ-শক্তি অনাদিকাল হইতেই তাঁহার দাস, সখা, পিতা-মাতা ও কান্তাগণরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া তাঁহাকে অনন্ত রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতেছেন। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ জীব-ভক্তগণও এই সমস্ত অনাদিসিদ্ধ লীলা পরিকরদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-আস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া থাকেন। দাস-সখাদি পরিকরগণের মধ্যে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি আছে; অবশ্য দাস অপেক্ষা সখায়, সখা অপেক্ষা পিতা-মাতায় এবং পিতা-মাতা অপেক্ষা কান্তাগণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি অধিক; মমতাবুদ্ধির আধিক্য অনুসারে এই সমস্ত পরিকরগণের প্রেমের মাধুর্য্যও বর্দ্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস-ভক্তদের যে ভাব, তাহার নাম দাস্য বা দাস্যরতি, সখাদের ভাবের নাম সখ্যরতি, পিতামাতার ভাবের নাম বাৎসল্যরতি এবং কান্তাগণের ভাবের নাম কান্তারতি বা শৃঙ্গাররতি। শর্করাদি-যোগে স্বতঃআস্বাদ্য দধি যেমন বিচিত্র আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করে, তদ্রূপ বিভাব-অনুভাবাদির যোগে দাস্যাদি চারিটী রতিও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময় চারিটী রসে পরিণত হয় (মধ্যের ২৩শ পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য); এই চারিটী রসের নাম দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং শৃঙ্গাররস বা মধুর রস। এই চারিটী রসের মাধুর্য্য এতই বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম এবং আত্মতৃপ্ত হইয়াও এই সমস্ত রসের আস্বাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল এবং উক্ত চারিভাবের ভক্তদের—দাস, সখা, পিতা-মাতা ও কান্তাগণের—সাহচর্য্য ব্যতীত এই রসাস্বাদন হইতে পারে না বলিয়া এবং তাঁহারাই এই রসাস্বাদন করান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র ভগবান্ হইয়াও সম্যক্‌রূপে এই চারি ভাবের ভক্তদের বশীভূত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত কারণে, তিনি যখন যে ধামে লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই উক্ত চারি রকমের ভক্তদের সঙ্গে করিয়া নেন; তাঁহারা তাঁহার নিত্য-পরিকর। মায়িক প্রপঞ্চে যখন তিনি অবতীর্ণ হইলেন, তখনও উক্ত চারি রকমের ভক্তদের লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রেমে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সহিত অদ্ভুত লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।৩।৩ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের নিত্যত্বসূচক পদ্মপুরাণের শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকেই শ্রীসদাশিব শ্রীনারদকে বলিতেছেন—প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য-পরিকরদের সঙ্গেই লীলা করিয়া থাকেন। "যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্য-লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥ পদ্ম, পু, পা, ৫২।৪ ॥"

যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান।
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান— ॥ ১১

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দাস—শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি; ইহারা নন্দমহারাজের ভৃত্য। **সখা**—সখ্য-ভাবের ভক্ত সুবল-মধুমঙ্গলাদি। **পিতা-মাতা**—বাৎসল্য-ভাবের ভক্ত; নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের পিতা, যশোদা তাঁহার মাতা। **কান্তা**—মধুর ভাবের ভক্ত; শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ; ইহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব পোষণ করে; দাস-সখা আদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর। **লয়্যা**—লইয়া। **ব্রজে**—প্রকট বৃন্দাবনে। **ক্রীড়া**—লীলা।

১১। দাস-সখাদি নিত্যপরিকরগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রকট ব্রজে বা গোকুলেও শ্রীকৃষ্ণ দাস্য-সখ্যাদি রস আস্বাদন করিয়া থাকেন; অপ্রকট ব্রজ অপেক্ষাও অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যময় কোনও এক লীলা-রস আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, পরবর্ত্তী ৪র্থ পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইবে। প্রকট ব্রজে এই অপূর্ব্ব লীলা-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ড হইতে তাঁহার লীলা অপ্রকট করেন।

যথেচ্ছ—ইচ্ছানুরূপ ভাবে। **বিহরি**—বিহার করিয়া, লীলা করিয়া (ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রকট ব্রজে)। **করে অন্তর্ধান**—লীলা অপ্রকটিত করেন; প্রকট-লীলা-কালে যাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে লোক-নয়নের অগোচর করিলেন।

অন্তর্ধান করি—লীলা অপ্রকট করিয়া। **করে অনুমান**—শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন। কি বিবেচনা করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী ১২-২১ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

অপ্রকট গোকুলেরই একটী প্রকাশ মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডে যখন লোক-নয়নের গোচরীভূত হয়, তখন তাহাকে প্রকট-প্রকাশ বলে। এই প্রকট-প্রকাশের যাবতীয় লীলার পরে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট-প্রকাশের সহিত প্রকট-প্রকাশকে একীভূত করিয়া থাকেন; তখন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার আর কোনও লীলা দৃষ্ট হয় না। ইহাই প্রকট-লীলার অন্তর্ধান। "তদেবং মাসদ্বয়ং প্রকটং ক্রীড়িত্বা শ্রীকৃষ্ণোঽপি তানাত্মবিরহার্ত্তিভয়পীড়িতানবধায় পুনরেবং মাভূদিতি ভূভার-হরণাদি-প্রয়োজনরূপেণ নিজপ্রিয়জনসঙ্গমাস্তরায়েণ সংবলিতপ্রায়াং প্রকটলীলাং তল্লীলাবহিরঙ্গেণাপরেণ জনেন দুর্ব্বোধতয়া তদন্তরায়সম্ভাবনালেশরহিতয়া তয়া নিজসন্ততাপ্রকট-লীলয়ৈকীকৃত্য পূর্ব্বোক্তাপ্রকটলীলাবকাশরূপং শ্রীবৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশবিশেষং তেভ্যঃ **** স্বেন নাথেন সনাথং শ্রীগোকুলাখ্যং পদমাবির্ভাবয়ামাস। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১১৫।" শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করেন, তখনও অপ্রকট-গোকুলে এক স্বরূপে নিত্যপরিকরদের সহিত লীলা করিয়া থাকেন, পরিকরদের এক এক স্বরূপ থাকেন অপ্রকট-গোকুলে, আর এক এক স্বরূপ থাকেন প্রকট ব্রজে। বৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীপাদসনাতনগোস্বামীও নারদের-উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ যেমন বহুস্থানে বহুমূর্ত্তিতে বর্ত্তমান, তদ্রূপ তাঁহার সেবাপরায়ণ নিত্যপার্ষদগণও লীলায় অনুরূপভাবে বহুস্থানে বহুমূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। একই পার্ষদের এইরূপ বহুমূর্ত্তিতেও ঐক্যের হানি হয়না। "যথাহি ভগবানেকঃ শ্রীকৃষ্ণো বহুমূর্ত্তিভিঃ। বহুস্থানেষু বর্ত্তেত তথা তৎসেবকা বয়ম্ ॥২।৫।৫২॥ সর্ব্বেঽপি নিত্যং কিল তস্য পার্ষদাঃ সেবাপরাঃ ক্রীড়নকানুরূপাঃ। প্রত্যেকমেতে বহুরূপবন্তোঽপ্যৈক্যং ভজামো ভগবান্ যথাসৌ ॥ ২।৫।৫৪ ॥" প্রকট-ব্রজের পরিকরগণের অপ্রকট-গোকুলস্থ তত্তৎস্বরূপের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়াই প্রকট-লীলার অন্তর্ধান। (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ।১৭৪। পরবর্ত্তী ১।৩।২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই ব্যাপারকেই সাধারণ কথায় বলা হয়—শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-লীলার অন্তর্ধান করিয়া পরিকরগণের সহিত গোলোকে চলিয়া যায়েন। লীলা-অন্তর্ধানের পরে গোলোকে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিম্ন-পয়ারানুরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

১২। গোলোকে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি চিন্তা করিলেন, তাহা বলিতেছেন ১২—২১ পয়ারে। এই কয় পয়ার শ্রীকৃষ্ণের মানসিক উক্তি।

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।　　বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চিরকাল—বহুকাল (শব্দকল্পদ্রুম)। ১।১।৪ শ্লোকান্তর্গত চিরাৎ-শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রেমভক্তি**—মমতাময়ী শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়ী ভক্তি; কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির অনুকূল ভজন; নিজের সুখের বা দুঃখনিবৃত্তির বাসনা, এমন কি মুক্তিবাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সুখের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তির অনুকূল ভজন। **ভক্তি বিনা**—প্রেমভক্তি ব্যতীত; ভক্তিমার্গের ভজন ব্যতীত, অথবা ভক্তির সাহায্যহীন অন্য ভজনে। **জগতের**—জগদ্‌বাসী মায়িক জীবের। **নাহি অবস্থান**—অবস্থিতি বা স্থিরতা নাই; মায়িক জগতে এক যোনি হইতে অপর যোনিতে, কিম্বা এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় যাতায়াতের নিরসন হয় না; জন্ম-মৃত্যুর অবসান হয় না। মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃই জীবকে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়; যতদিন পর্য্যন্ত মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই সংসারে তাহার গতাগতি থাকিবে, জন্ম-মৃত্যু থাকিবে, কোনও এক অবস্থায় ততদিন পর্য্যন্ত জীব নিত্য অবস্থান করিতে পারিবে না। মায়িক অভিনিবেশ দূরীভূত হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে; স্বরূপে অবস্থিত হইলেই তাহার সংসারে গতাগতি ঘুচিয়া যাইবে, তখন জীব নিত্য ভগবদ্ধামে অবস্থান করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি ব্যতীত এই অবস্থা লাভ করা যায় না। যোগ-জ্ঞানাদি দ্বারাও জীব মোক্ষ লাভ করিয়া ভগবদ্ধামে যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহাও অসম্ভব। "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান ।২।২২।১৪॥" আবার ভক্তির সাহচর্য্যে যোগ-জ্ঞানাদি দ্বারা মোক্ষ লাভ করিলেও জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম লাভ হয় না—মুক্ত জীবেরও আবার প্রেম-ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনা জন্মে, নিজের অবস্থায় তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না; শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত মুক্ত জীবের মধ্যেও কাহারও ভজনের কথা শুনা যায়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।—নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬ শাঙ্কর ভাষ্য।" সুতরাং স্ব-স্ব-অবস্থায় মুক্ত পুরুষদিগেরও ঐকান্তিক অবস্থান দৃষ্ট হয় না। আবার শ্রীমদ্‌ভাগবতের "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা" ইত্যাদি ১০।৮৯।৫৮ শ্লোক এবং "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো" ইত্যাদি ১০।১৬।৩৬ শ্লোক হইতে জানা যায়, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তহর মাধুর্য্য "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ২।২১।৮৮॥" পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং তাঁহাদের লক্ষ্মীগণেরও যখন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত এত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, তখন যাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সাধনে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া পরব্যোমে বাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা শুনিলে তাহা আস্বাদনের লোভে তাঁহাদেরও যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যাঁহারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার অধিকার পায়েন, ভগবানের অন্য কোনও স্বরূপের সেবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোনও ধামে অবস্থানের নিমিত্ত আর তাঁহাদিগের বাসনা জন্মিতে দেখা যায় না। "মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ভা, ৯।৪।৬৭ ॥" ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা (ব্রজপ্রেম) প্রাপ্ত হইলেই জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতা সিদ্ধ হয়; এই প্রেমসেবাও একমাত্র প্রেমভক্তি দ্বারাই লভ্য; তাই বলা হইয়াছে "ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

এই পয়ারের **তাৎপর্য্য**—শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন—"বহুকাল পূর্ব্বে একবার জগতে প্রেমভক্তি দিয়াছিলাম; তারপর অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি দেই নাই; পূর্ব্বপ্রদত্ত প্রেমভক্তিও কালপ্রভাবে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অথচ প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের সংসার-গতাগতির অবসান হয় না, জীব আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ করিতে পারে না।"

১৩। প্রশ্ন হইতে পারে, জগতে কি তবে ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান মোটেই নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জগতে ভক্তির অনুষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু তাহা বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান মাত্র; বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠানে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাওয়া যায়—রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠানে; কিন্তু রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান জগতে দুর্ল্লভ।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। | ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সকল জগতে—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে; জগদ্‌বাসী জীবের মধ্যে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সকলেই। **মোরে**—আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে)। **বিধিভক্তি**—কেবলমাত্র শাস্ত্রানুশাসনের ভয়ে যে ভক্তির অনুষ্ঠান, কিন্তু যে ভক্তির অনুষ্ঠানে জীব প্রাণের টানে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাকে বলে বিধিভক্তি। শাস্ত্রে আছে, ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান না করিলে স্বধর্ম্মাচরণ করিলেও জীব নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। "য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ভা, ১১।৫।৩॥ চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে॥ ২।২২।১৯॥" এইরূপ শাস্ত্রাদেশ শুনিয়া কেবল মাত্র নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ে যাহারা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ভজনকে বলে বিধি-ভক্তি। এই ভজনে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত প্রাণের টান থাকে না; নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ই এইরূপ ভজনের প্রবর্ত্তক। **ব্রজভাব**—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ভাব। ব্রজ ব্যতীত অন্য কোনও ধামে এই ভাব দৃষ্ট হয় না। ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবের কোনও একটী ভাব। এই চারি ভাবের পরিকরদের মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাই; শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করেন এবং এইরূপ ভাবের সহিতই কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেবায় স্ব-সুখবাসনার গন্ধমাত্রও নাই। এই সকল ব্রজ-পরিকরদের আনুগত্যেই জীব ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাইতে পারে। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলায় ২২শ পরিচ্ছদে দ্রষ্টব্য।

পাইতে নাহি শক্তি—কেহ পাইতে পারেনা; বিধিমার্গের ভজনে শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। বিধিমার্গের ভজনে নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ই প্রবর্ত্তক; নরক-যন্ত্রণার ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের কথা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকে; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সহিত ভজন করিতে করিতে ঐশ্বর্য্যময় ভগবদ্ধামই সাধকের প্রাপ্য হয়; শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজধাম তাঁহার পক্ষে দুর্লভ। কারণ, ভগবানের প্রতিজ্ঞাই এই যে, যিনি তাঁহাকে যে ভাবে ভজন করেন, তিনি তাঁহাকে তদনুরূপ ফলই দিয়া থাকেন; "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা, ৪।১১।" ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাবে ভজন করিলেই শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজধাম প্রাপ্তি হইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরম কৃপালু হইলেও সাধকের উপাসনার অনুরূপ ফলই দান করিয়া থাকেন। "উপাসনানুসারেণ দত্তে হি ভগবান্ ফলম্। বৃঃ ভা, ২।৪।১৯১॥" পরবর্ত্তী ১৫শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন, "জগতের জীবের মধ্যে প্রেমভক্তির অনুকূল অনুষ্ঠান নাই; তবে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান আছে বটে; কিন্তু বিধিভক্তিদ্বারা ব্রজের স্বসুখবাসনাশূন্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাব পাওয়া যায় না; এই ভাব না পাইলে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই চারিভাবের কোনও একভাবের আনুগত্যে জীব প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং ব্রজে আমার সেবা লাভ করিয়া আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ করিতেও পারে না।"

১৪। ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিধি-ভক্তি কেন করে, ব্রজভাব-প্রাপ্তির উপায়ই বা কেন অবলম্বন করেনা, তাহার হেতু বলিতেছেন। ব্রজভাব-সম্বন্ধে কিছু জানেনা বলিয়াই জীব ব্রজভাব-প্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করিতে পারেনা।

জীব সংসারে অশেষ দুঃখ-দৈন্যই ভোগ করিতেছে; যাহারা একটু চিন্তাশীল, তাহারা বুঝিতে পারে যে, স্ব স্ব কর্ম্মবশতঃই তাহাদের এই দুর্দ্দশা। তাহাদের মুখে শুনিয়া অন্যান্য সকলেও কর্ম্মফলের গুরুত্ব বুঝিতে পারে; তাই ভগবানের কথা ভাবিতে গেলেই কর্ম্মফলদাতা ভগবানের কথাই তাহাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের স্মৃতিতে, তাঁহার শাসন-দণ্ডের স্মৃতিতে তাহারা যেন শিহরিয়া উঠে; নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, কিম্বা পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে ভগবানের মাধুর্য্যময়স্বরূপের কোনওরূপ আভাস জীব সাধারণতঃ পাইতে পারে না; সুতরাং ভগবানের মাধুর্য্যময় স্বরূপের উপলব্ধির নিমিত্ত তাহাদের চিত্তে কোনওরূপ লালসা জাগ্রত হওয়ার সুযোগ হয় না।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাই শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজভাবে ঐ স্বরূপের অনুভব-প্রাপ্তির উপায়ও তাহারা অবলম্বন করে না। জীবগণ কর্ম্মফলের ভয়ে সশঙ্ক; তাহারা জানে—ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা; পাপের জন্য নরক-যন্ত্রণার বিধান ঈশ্বরই করিয়াছেন; পুণ্যের জন্য স্বর্গাদি-সুখভোগের বিধানও ঈশ্বরই করিয়াছেন; স্বর্গ-সুখভোগের পরে আবার সংসার-প্রাপ্তির বিধানও তিনিই করিয়াছেন; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে এই সমস্ত বিধান পালন করাইতেও তিনি সমর্থ। তাহারা ইহাও জানে—ঈশ্বরই আবার এই সমস্ত কর্ম্মফল হইতে জীবকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না। তাই ঈশ্বরের অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়া তাঁহারই কৃপা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মহিমার জ্ঞানে হৃদয়-মন ভরিয়া কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় তাহারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে; ইহাই জীবের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী বিধি-ভক্তির হেতু।

ঐশ্বর্য্য—ঈশ্বরের ভাব; ঈশ্বরের দুর্লঙ্ঘনীয়া শক্তি, অপরিসীম মহিমা ইত্যাদি। **ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে**—ঈশ্বরের অচিন্ত্য ও অলঙ্ঘনীয় শক্তি, অপরিসীম মহিমা ইত্যাদির জ্ঞানে। **সব জগত মিশ্রিত**—জগদ্‌বাসী সমস্ত জীবের চিত্ত সম্যক্‌রূপে অনুপ্রবিষ্ট ও আবৃত। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহিমার জ্ঞানই জীবের চিত্তে সর্ব্বদা জাগ্রত। তাই ঐশ্বর্য্যাত্মক ভাবেই, বিধিভক্তিদ্বারাই, জীব ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে।

ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের দ্বারা শিথিলীকৃত (বা দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত) প্রেম। কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছার নাম প্রেম। নিতান্ত আপনার জন ব্যতীত অপর কাহাকেও সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা কাহারও মনে স্থায়িভাবে স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং কৃষ্ণকে নিতান্ত আপনজন মনে করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতি প্রেম জন্মিতে পারে না। যেখানে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা, সেখানে কোনওরূপ সঙ্কোচ বা ভীতির স্থান নাই; কারণ, সুখী করা যায় প্রাণঢালা সেবাদ্বারা; যেখানে সঙ্কোচ বা ভীতি, সেখানে প্রাণমন ঢালা সেবার স্থান নাই; সেখানে প্রীতিবাসনাও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, প্রেম স্তিমিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা—আর জীব ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র বস্তু, তাহার কোনও শক্তি নাই, নিজকে রক্ষা করিবার পর্য্যন্ত শক্তি নাই; জীব ও ঈশ্বরের এতই পার্থক্য; কিন্তু এই পার্থক্যের জ্ঞান যদি সর্ব্বদা জীবের চিত্তে জাগরূক থাকে, তাহা হইলে ভগবানকে সুখী করিবার বাসনা জীবের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না—এইরূপ বাসনা কখনও হৃদয়ে উদিত হইলেও ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ হইলেই তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, নিজের ধৃষ্টতার জ্ঞানে হৃদয় সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া পড়ে। যে ছোট, অন্ততঃ যে সমান, তাহারই যথেচ্ছ-সেবা সম্ভব। যে আমা অপেক্ষা অসংখ্য-কোটিগুণে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, স্বচ্ছন্দ-সেবা দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানের বাসনা আমার হৃদয়ে স্থায়িভাবে স্থান পাইতে পারে না। এজন্যই বলা হইয়াছে, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানে প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। দরিদ্র সুদামা বিপ্র বাল্যবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি-উপহার দেওয়ার নিমিত্ত অন্য কিছুই যোগাড় করিতে পারিলেন না, এক মুষ্টি চিড়া কাপড়ে বাঁধিয়া দ্বারকায় গেলেন; কিন্তু দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজপুরী, রাজ-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া চিড়াগুলি আর শ্রীকৃষ্ণকে দিতে তাঁহার সাহসে কুলাইলনা—ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল, শিথিল হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সখ্যভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল; সখারূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমান-সমানভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কংসবধ করিয়া কৃষ্ণবলরাম যখন দেবকীবসুদেবের কারাবন্ধন মুক্ত করিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণত হইলেন, তখন জন্মলীলাপ্রকটনকালে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া দেবকীবসুদেবের বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইয়া গেল, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন মনে করিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইলেন, কৃষ্ণবলরামকে তাঁহারা সন্তানজ্ঞানে বহুদিন পরে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইতে পারিলেন না (শ্রীভা, ১০।৪৪।৫০—৫১)। শ্রীকৃষ্ণ যখন পরিহাস করিয়া রুক্মিণীদেবীকে বলিলেন যে, জরাসন্ধাদি প্রবলপ্রতাপ নৃপতিগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করা রুক্মিণীর পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; যেহেতু তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) নিষ্কিঞ্চনদের

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বন্ধুমাত্র; তিনি আত্মারাম, পরমাত্মা, স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতে অনাসক্ত, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন আশঙ্কা করিয়া ভয়ে দুঃখে রুক্মিণীদেবীর হস্ত হইতে ব্যজন পতিত হইয়া গেল, কঙ্কনবলয়াদি শিথিল হইয়া গেল, বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় তিনি ভূপতিত হইলেন (শ্রীভা, ১০।৬০ অঃ), অর্থাৎ তাঁহার কান্তাপ্রেমও শিথিল হইয়া গেল।

শিথিল—আল্‌গা; শক্ত গিরা যদি একটু খুলিয়া দেওয়া যায়, তখন বলা হয়, গিরাটী শিথিল হইয়াছে। প্রেমের যে দৃঢ়তার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া সেই দৃঢ়তা যখন নষ্ট হইয়া যায়, যখন সেবাবাসনায় ইতস্ততার ভাব আসে, তখনই বলা যায়, প্রেম শিথিল হইয়াছে, সঙ্কুচিত হইয়াছে। তখন আর মন-প্রাণ ঢালা স্বচ্ছন্দ- সবা সম্ভব হয় না। অথচ মন-প্রাণ ঢালা স্বচ্ছন্দ-সেবা ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্ প্রীতিলাভ করিতে পারেন না; কারণ, ভক্তের প্রেমের বিকাশ যত বেশী হয়, ভগবানের প্রীতিও তত বেশী হইয়া থাকে, ভগবান্ কেবল প্রীতিটুকু আস্বাদন করিয়াই প্রীত হয়েন। তাই যখনই একটু সঙ্কোচ, ভীতি বা গৌরব-বুদ্ধি আসিয়া ভক্তের হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই একদিকে যেমন ভক্তের প্রেম বা স্বচ্ছন্দ-সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তেমনই আবার অপর দিকে, ঐ প্রেম-সেবা হইতে জাত শ্রীকৃষ্ণের আনন্দও সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্যক্ প্রীতি লাভ করিতে পারেন না।

১৫। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের ভজন কি একেবারেই বৃথা হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"না, তাঁহাদের ভজন বৃথা হয় না; ব্রজের ভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন না বটে; কিন্তু সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারেন; তাঁহাদের ভজন ঐশ্বর্য্যাত্মক বলিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রধান বৈকুণ্ঠেই তাঁহাদের গতি হয়।"

বিধি-ভজন—বিধিমার্গের ভজন। বিধিমার্গের ভজনে ভগবানের মাধুর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করেনা, মহিমার জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। "মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্‌বিধিমার্গানুসারিণাম্। ভ, র, সি, ১।৪।১০॥" তাই বিধি-মার্গের ভজনে ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠে সার্ষ্টি-আদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। "মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকঃ। স্নেহোভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদি নান্যথা ॥ ভ, র, সি, ১।৪ ৮॥" অবশ্য কোনও শুদ্ধভক্ত-বৈষ্ণবের কৃপা হইলে বিধিমার্গের ভজনেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধাভক্তির কৃপা লাভ করা যায়। বৃহদ্‌ভাগবতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় শ্রীনারদ গোপকুমারকে বলিতেছেন—"তুমি জগদীশ্বরবুদ্ধিতে (ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে) ভক্তি-পূর্ব্বক সাধন করিয়াছ বলিয়াই এই বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছ। এই বৈকুণ্ঠলোকে সেই গোপ্যবস্তুর শিরোমণি একমাত্র ব্রজবাসীদিগের শুদ্ধ-প্রেমলভ্য সর্ব্বচিত্তহর শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে পাইবে? ভগবানের প্রতি পরম-প্রিয়তম-বুদ্ধিতেই যে প্রেমসম্পদ লাভ হইতে পারে, কেবলমাত্র সেই প্রেমসম্পদ্ বলেই তাঁহার অনুভব সম্ভব। স বৈ বিনোদঃ সকলোপরিষ্টাল্লোকে ক্বচিদ্‌ভাতি বিলোভয়ন্ স্বান্। সম্প্রাপ্য ভক্তিং জগদীশভক্ত্যা বৈকুণ্ঠমেত্যাত্র কথং ত্বয়েক্ষ্যঃ ॥ ২।৪।১৩২।" ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গের সাধনে যে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিমাত্র হইতে পারে, এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল।

বৈকুণ্ঠেতে—পরব্যোমে। পরব্যোম ঐশ্বর্য্য-প্রধান ধাম; সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাত্মক ভজনের অনুকূল ধামই বৈকুণ্ঠ।

পরব্যোমে অনন্তকোটি ভগবৎস্বরূপের ধাম আছে; প্রত্যেক স্বরূপের ধামকেই বৈকুণ্ঠ বলে; বিধিমার্গে যিনি যেই স্বরূপের ভজন করেন, তিনি সেই স্বরূপের বৈকুণ্ঠে (ধামে) নিজ অভিপ্রায়-অনুরূপ কোনও এক রকমের মুক্তি লাভ করেন।

চতুর্ব্বিধা মুক্তি—সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য এই চারিরকমের মুক্তি। বিধিমার্গের ভক্ত স্বীয় অভিপ্রায়-অনুসারে এই চারি রকমের কোনও একরকম মুক্তি লাভ করিতে পারেন। পরবর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।　　সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৬। **সার্ষ্টি**—পরব্যোমে যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে স্বরূপের উপাসক যে ভক্ত হইবেন, সেই ভক্ত ভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই স্বরূপের ধামে যদি সেই স্বরূপের পরিকরগণের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সার্ষ্টি। (অণুচৈতন্য জীব কখনও বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে না, তাঁহার কৃপা হইলে তদ্ধামোচিত পরিকরগণের সমান ঐশ্বর্য্যই লাভ করিতে পারে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৪।১৯৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—পার্ষদগণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের অসাধারণ বিশেষত্ব এই যে, ভগবানে স্বাভাবিক (স্বরূপানুবন্ধি) পরম ঐশ্বর্য্য-বিশেষ বর্ত্তমান এবং অনন্যসাধারণ মধুর মধুর বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদি মহিমাবিশেষ বর্ত্তমান। পার্ষদগণ অপেক্ষা ভগবানের এ সকল বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্যাদি ভগবানের তুল্যই হইলে, পার্ষদগণ বিচিত্র ভজনরস অনুভব করিতে পারিতেন না। "এবং পার্ষদেভ্যস্তেভ্যোঽপি সকাশাৎ ভগবতা বিধেয়স্বাভাবিকপরমৈশ্বর্য্যবিশেষাপেক্ষয়া তথানন্যসাধারণমধুরমধুরবিচিত্রসৌন্দর্য্যাদিমহিমবিশেষদৃষ্ট্যা ভগবতো মহান্ বিশেষঃ সিদ্ধ্যত্যেব। অন্যথা সদা পরমভাবেন তেষাং তস্মিন্ বিচিত্রভজনরসানুপপত্তেরিতি দিক্।" এস্থলে, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্যাদিও যে ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি অপেক্ষা ন্যূন, তাহাই বলা হইয়াছে।) **সারূপ্য**—সমান রূপ প্রাপ্তি; যিনি যে স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই স্বরূপের ধামে সেই স্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ নারায়ণের উপাসক যদি চতুর্ভুজত্ব পায়েন, নৃসিংহের উপাসক যদি নৃসিংহের মত রূপ পায়েন, তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিকে বলে সারূপ্য। **সামীপ্য**—সমীপে বা নিকটে অবস্থিতি; যিনি যে ভগবৎস্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই স্বরূপের নিকটে অবস্থানের অধিকার লাভ করিতে পারেন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সামীপ্য। **সালোক্য**—সমান (একই) লোকে (ধামে) বাস। যিনি যেই স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি তাঁহার ধামে বাস করার অধিকার পায়েন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সালোক্য। মায়িক অভিনিবেশ দূরীভূত না হইলে এবং জীব স্বরূপে অবস্থিত না হইলে সালোক্যাদির কোনটাই পাওয়া যায় না। এবং সালোক্যাদির কোনও একটি পাইলেই জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না; এজন্য সালোক্যাদিকে মুক্তি বলা হয়।

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তি ব্যতীত আর এক রকমের মুক্তি আছে, তাহার নাম **সাযুজ্য-মুক্তি**; উপাস্য-স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাওয়ার নাম সাযুজ্য; বস্তুতঃ সাযুজ্য-মুক্তিতে জীব উপাস্য-স্বরূপের সহিত তাদাত্ম্যমাত্র প্রাপ্ত হয়, (অগ্নির সংযোগে লৌহ যেমন অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ), উপাস্য-স্বরূপের সঙ্গে অভেদত্ব লাভ করেনা, করিতে পারেও না; কারণ, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে পারেনা। কাহারও স্বরূপের ব্যত্যয় কোনও সময়েই হইতে পারে না। যাহাহউক, এই সাযুজ্যমুক্তি আবার দুই রকমের—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য; নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সহিত যাহারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদের মুক্তিকে বলে ব্রহ্ম-সাযুজ্য; আর ভগবানের কোনও এক সবিশেষ স্বরূপের (নারায়ণ-নৃসিংহাদির) সহিত যাহারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সাযুজ্যকে বলে ঈশ্বর-সাযুজ্য। ভগবান্ আনন্দ-স্বরূপ, তাঁহার যে কোনও স্বরূপও আনন্দ-স্বরূপ; ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ। যাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের আনন্দেই নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের প্রত্যেক অণুপরমাণুই যেমন অগ্নিদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হয়, সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের প্রত্যেক অণু-পরমাণুও যেন তদ্রূপ আনন্দদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে; ইহাতেই তাঁহাদের আনন্দ-তাদাত্ম্য বা ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য সিদ্ধ হয় এবং আনন্দ-নিমগ্নতাও সিদ্ধ হয়। আনন্দ-নিমগ্নতার স্ফূর্ত্তিই তাঁহাদের চিত্তে প্রধানরূপে জাগরূক থাকে; "ভগবল্লক্ষণানন্দ-নিমগ্নতাস্ফূর্ত্তিরেব প্রধানম্। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৫॥" অন্য কোনও ভাব তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান বা স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ভগবৎ-সেবার অনুসন্ধানও তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না—সাধারণতঃ উদিতও হয় না। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা চাহেন ভগবানের সেবা; সেবা করিতে হইলে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান প্রয়োজনীয়।

এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্ফূর্ত্তি এবং সেবানুসন্ধানই ভক্তের কাম্যবস্তু। তাই কোনও ভক্তই সাযুজ্য-মুক্তি ইচ্ছা করেন না, ভগবান্ দিতে চাহিলেও তাহা গ্রহণ করেন না; কারণ, তাহাতে ভগবৎ সেবানুসন্ধানের জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

যাতে—যে সাযুজ্য-মুক্তিতে। **ব্রহ্ম-ঐক্য**—ব্রহ্মের সহিত একত্ব বা অভিন্নত্ব। আনন্দ-নিমগ্নতাবশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র-অস্তিত্বের জ্ঞান সাধারণতঃ থাকে না বলিয়াই, "ব্রহ্ম-ঐক্য—ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তি" এইরূপ বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ সাযুজ্য মুক্তিতে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তি হয় না।

এই পয়ারে বলা হইল যে, ভক্ত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সাযুজ্য গ্রহণ করে না; ঈশ্বর-সাযুজ্য-সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না; পৃথক্‌ভাবে বলার প্রয়োজনও নাই; কারণ, যাহারা ব্রহ্ম-সাযুজ্য গ্রহণ করে না, তাহারা ঈশ্বর-সাযুজ্য যে গ্রহণ করিবে না ইহা বলা বাহুল্যমাত্র: যেহেতু "ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্যে ধিক্কার। ২.৬।২৪২॥"

ভক্ত সাযুজ্য-মুক্তি গ্রহণ করে না বলিয়া এবং অবস্থাবিশেষে কেবল সালোক্যাদি চারিটী মুক্তিই গ্রহণ করে বলিয়া পঞ্চবিধা মুক্তি থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারে কেবল চারি রকমের মুক্তির কথাই বলা হইয়াছে; বিধিভক্তির অনুষ্ঠাতাও ভক্তই, তিনিও সাযুজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না।

সালোক্যাদি মুক্তি আবার দুই শ্রেণীর—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা; যাঁহারা উপাস্য-স্বরূপের ধামে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তদ্ধামোচিত ঐশ্বর্য্য ও রূপাদি লাভের কামনাই মুখ্যরূপে চিত্তে পোষণ করেন, উপাস্য স্বরূপের সেবা-বাসনা যাঁহাদের মুখ্য অভীষ্ট বস্তু নহে, তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ সালোক্যাদি মুক্তিকে বলে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা (কারণ, আত্মসুখ এবং ঐশ্বর্য্যই তাঁহাদের কামনায় প্রাধান্য লাভ করে)। আর, উপাস্যের সেবার কামনাই যাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে, ধামোচিত ঐশ্বর্য্য ও রূপাদি লাভের কামনা যাঁহাদের মধ্যে গৌণভাবে লক্ষিত হয়, তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ সালোক্যাদি মুক্তিকে বলে প্রেমসেবোত্তরা (কারণ, প্রেমের সহিত উপাস্যের সেবাই তাঁহাদের প্রধান কাম্যবস্তু)। সেবাপরায়ণ ভক্তগণ প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিই কামনা করেন, সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি তাঁহারা গ্রহণ করেন না। "সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূঃ ২।২৯॥" সেবাবিহীন সালোক্যাদি মুক্তি কোন ভক্তই গ্রহণ করেন না। "সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনামৎসেবনং জনাঃ ॥ শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৩॥"

১৭। বহুকাল প্রেমভক্তি দান করেন নাই বলিয়া, জগদ্বাসী জীবগণের মধ্যেও প্রেমভক্তির প্রতিকূল ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য দেখিয়া এবং প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের স্থিরতা লাভের সম্ভাবনাও নাই বলিয়া, প্রেমভক্তি দানের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া যুগাবতার দ্বারা কলিযুগের ধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করাইবেন এবং স্বয়ং দাস্য-সখ্যাদি চারিভাবের ভক্তি দিয়া জীবকে প্রেমোন্মত্ত করিবেন।

যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগ।

ধর্ম্ম—ধৃ-ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে ও করণবাচ্যে মন্ প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্ম-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ বা ধরা। কর্ত্তৃবাচ্যের অর্থে, যাহা জীবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে, তাহাকে বলে ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মকে বলে সাধ্যধর্ম্ম; প্রেমভক্তিই এই সাধ্যধর্ম্ম; কারণ, প্রেমভক্তিই জীব-স্বরূপকে তাহার আত্যন্তিকী স্থিতিতে ধারণ করিয়া রাখে, অর্থাৎ প্রেমভক্তি ব্যতীত জীব আত্যন্তিকী স্থিতিলাভ করিতে পারে না (১২শ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং প্রেমভক্তিই হইল জীবের অভীষ্ট সাধ্য। আর, করণবাচ্যের অর্থে—যদ্দ্বারা জীব স্বরূপে ধৃত হইতে পারে, তাহাকে বলে ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মকে বলে সাধন বা সাধন-ধর্ম্ম; এই সাধন-ধর্ম্ম দ্বারাই জীব সাধ্যধর্ম্ম প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে; সাধন-ভক্তিই এই সাধন-ধর্ম্ম। **যুগ-ধর্ম্ম**—যে যুগের যে ধর্ম্ম, তাহা; এস্থলে যুগানুরূপ সাধন-ধর্ম্মই লক্ষিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছে। এক এক যুগের সাধন-ধর্ম্ম এক এক রকম। সত্যযুগের সাধন ধ্যান, ত্রেতার সাধন যজ্ঞ, দ্বাপরের সাধন পরিচর্য্যা এবং কলিযুগের সাধন সঙ্কীর্ত্তন। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ শ্রীভাঃ ১২।৩।৫২॥" এই পয়ারে কলিযুগের সাধন-ধর্ম্মের কথাই বলা হইতেছে; কারণ, কলির প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কি করিবেন, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন; ইহাই কলিযুগের সাধন-ধর্ম্ম। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ বৃহন্নারদীয়-বচন। ৩৮।১২৬॥"

প্রবর্ত্তাইমু—প্রবর্ত্তিত করাইব (যুগাবতারের দ্বারা)। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণতম ভগবান্; যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন তাঁহার কার্য্য নহে; "চৈতন্য পূর্ণ ভগবান্। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥ ১।৪।৩৩॥" তাঁহার অংশ যুগাবতারদ্বারাই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। ১।৩।২০॥" স্বয়ং ভগবান্ যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য সমস্ত অবতারই (যুগাবতারও) তাঁহার সঙ্গে, তাঁহারাই শ্রীবিগ্রহে আসিয়া মিলিত হয়েন; স্বয়ং ভগবানের শ্রীবিগ্রহে থাকিয়াই তাঁহারা তখন স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিলেন যে, কলিযুগে তিনি যখন জগতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতারকে প্রেরণা দিয়া তিনি তাঁহাদ্বারা কলিযুগের সাধন-ধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করাইবেন। অপরাপর কলিতেও অবশ্য যুগাবতার স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন; তবে যে কলিতে (যেমন বর্ত্তমান কলিযুগে) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতার দ্বারা নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করান, সেই কলির নাম-সঙ্কীর্ত্তনে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। কাচের লণ্ঠনের মধ্যে যে আলোক থাকে, তাহা বর্ণহীন হইলেও লণ্ঠনস্থ কাচের বর্ণেই রঞ্জিত হইয়া যেমন বাহিরে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতারের প্রবর্ত্তিত নামসঙ্কীর্ত্তনও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রেমে নিষিক্ত হইয়া বাহিরে প্রচারিত হইয়া থাকে। আধারের গুণ আধেয়ে সঞ্চারিত হয়; যেই কলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলির হরিনামের ইহাই বৈশিষ্ট্য। যুগাবতারাদি পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিদ্বারাই স্ব-স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন বলিয়া (কারণ, স্বয়ং ভগবানের অবতার-কালে তাঁহাদের পৃথক বিগ্রহে স্থিতি থাকে না) নাম-সঙ্কীর্ত্তনও প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শ্রীমুখ-হইতেই উদ্গীর্ণ হয়; তাই ইহা প্রেম-বিমণ্ডিত এবং অমৃত হইতেও সুমধুর। আবার সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হয় বলিয়া শ্রীহরিনামও সর্ব্বশক্তিপূর্ণ হইয়াই জগতে প্রচারিত হয় (সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ। ৪২০।১৫॥); অন্য কলিযুগের নাম-সঙ্কীর্ত্তন এরূপ প্রেম-মণ্ডিত, এরূপ মধুর, এরূপ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং প্রেমদ হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যময় নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলা হয়; বাস্তবিক সাধারণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক যুগবতার হইলেও প্রেম-মণ্ডিত, প্রেমদ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণ-সমর্থ সুমধুর নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই, অপর কেহ নহেন।

চারি ভাব—ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাব। **ভক্তি**—প্রেমভক্তি; প্রেমভক্তি চারি রকমের, দাস্য-প্রেমভক্তি, সখ্য-প্রেমভক্তি, বাৎসল্য-প্রেমভক্তি ও মধুর বা কান্তা-প্রেমভক্তি।

চারিভাব ভক্তি দিয়া—চারিভাবের প্রেমভক্তি দিয়া; যথাযোগ্য ভাবে কাহাকেও দাস্যরতির, কাহাকেও সখ্য-রতির, কাহাকেও বাৎসল্য-রতির এবং কাহাকেও কান্তা-রতির আনুগত্যে প্রেমভক্তি দান করিয়া। **নাচাইমু**—নাচাইব, প্রেমে উন্মত্ত করাইব। **ভুবন**—জগতের সমস্ত জীবকে।

জীবের আত্যন্তিকী স্থিতির নিমিত্ত সাধ্যবস্তু হইল প্রেমভক্তি, আর তাহার মুখ্য সাধন হইল শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। এই পয়ারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তিনি সেই প্রেমভক্তির সাধনও প্রচার করিবেন এবং নিজে প্রেমভক্তিও জীবকে দিবেন। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রেমভক্তি কোনও মূর্ত্ত বস্তু নহে, ইহা হৃদয়ের একটা বৃত্তি মাত্র; ইহা কিরূপে

আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে ॥ ১৮

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একজন অপর জনকে দিতে পারেন? উত্তর—প্রেমভক্তি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ; শ্রীকৃষ্ণ এই হ্লাদিনীকে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, ভক্ত-হৃদয়ই তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ (প্রীতিসন্দর্ভ।৬৫।) শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে জীবের চিত্ত যখন নির্ম্মল হয়, তখন ইহা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীকে গ্রহণ করার যোগ্যতা লাভ করে। ভক্ত-হৃদয়ে আসিয়া ঐ হ্লাদিনী প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প এই যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবের দুর্ব্বাসনাদি দূরীভূত হইলে চিত্ত যখন নির্ম্মল হইবে, তখন তিনি ঐ শুদ্ধচিত্তে তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে নিক্ষেপ করিবেন এবং ঐ হ্লাদিনী তখন জীবের শুদ্ধচিত্তে প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হইয়া তাহাকে প্রেমোন্মত্ত করিয়া তুলিবে। ইহা প্রেমদানের সাধারণ ব্যবস্থা। প্রকটকালে অনেক সময়ে—বিশেষতঃ সন্ন্যাস গ্রহণের পরে—শ্রীমন্ মহাপ্রভু কিন্তু মুখে একবার হরিনাম উপদেশ করিয়া, কিম্বা কেবলমাত্র দর্শনদান-করিয়াই অসংখ্য লোককে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন। প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনামাত্র, কিম্বা প্রভুর দর্শন লাভ মাত্রই লোক কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। এই লীলায় প্রভু যে অবিচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার প্রভাবেই প্রেমদান এবং জীবের চিত্তের সঞ্চিত কলুষাদির বিনাশ এক সঙ্গেই নির্ব্বাহিত হইয়াছে। তেজোঘন বিগ্রহ সূর্য্যদেবের আবির্ভাবে তাহার তেজোরূপ কিরণজালের স্পর্শে যেমন পৃথিবীর অন্ধকার, দস্যুতস্করাদির ভয় এবং শৈত্যাদি অবিলম্বে দূরীভূত হইয়া যায়, জীবগণের চিত্তে ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহাদের দেহের জড়তাদি দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রেমঘন-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শনে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত প্রেমকিরণপুঞ্জদ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুস্যূত ও পরিসিঞ্চিত হইয়া জীবগণও এক অপূর্ব্ব প্রেমসম্পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধ, দুর্ব্বাসনাদিজনিত কল্মষ অন্তর্হিত হইয়াছে, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনা জাগ্রত হইয়া তাহাদের চিত্তকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। যেস্থান দিয়া প্রভু চলিয়াছেন, সে স্থানেই প্রেমের বন্যা প্রকটিত করিয়া দিয়াছেন, সেই বন্যার তরঙ্গে কেবল মনুষ্য নহে, তত্রত্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, এমন কি তরুগুল্মতৃণাদি পর্য্যন্ত, সম্যক্‌রূপে প্লাবিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে প্রভু তাঁহার এই অপূর্ব্ব প্রভাব প্রকটিত করিয়াছেন। (১।১।৪ শ্লোকের টীকায় করুণা-শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। আর তাঁহার তিরোভাবের পরে কিরূপে জীব ব্রজপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে, পরম করুণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

১৮। শ্রীকৃষ্ণ আরও বিবেচনা করিলেন—যেরূপে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর যাহা যাহা করিলে প্রেমভক্তির উন্মেষ হইতে পারে, আমি কেবল তাহার উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবনা; পরন্তু সাধকভক্তের ন্যায় নিজে আচরণ করিয়াও জীবকে ভজন শিক্ষা দিব।

ভক্তভাব—সাধকভক্তের ভাব; সেবকের ভাব। **অঙ্গীকার**—স্বীকার। **আপনি করিব** ইত্যাদি—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) নিজে সাধক-ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিব; সাধক-ভক্ত মনে যে ভাব পোষণ করেন, আমিও সেই ভাব পোষণ করিব। জীব স্বরূপে কৃষ্ণের দাস; সুতরাং ভক্তভাব বা সেবকের ভাব সাধক-জীবের নিজস্ব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ সেব্য, স্বরূপে তিনি কাহারও সেবক নহেন; তাই ভক্তভাব তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি বা নিজস্ব নহে; এজন্যই ভক্তভাব গ্রহণের কথা বলিতেছেন।

আচরি—আচরণ করিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া। **ভক্তি**—ভজন; সাধনভক্তির অনুষ্ঠান।
শিখাইমু—শিখাইব, শিক্ষা দিব। **সভারে**—সকলকে, সকল জীবকে।

১৯। শ্রীকৃষ্ণ নিজে কেন ভক্তভাব অঙ্গীকার করিবেন তাহা বলিতেছেন। নিজে আচরণ করিয়া জীবের সাক্ষাতে একটা আদর্শ স্থাপন না করিলে কেবল মৌখিক উপদেশের দ্বারা ভজন শিক্ষা দেওয়া যায় না; কারণ, কেবল মুখের উপদেশ শুনিয়া ভজনে অনভিজ্ঞ জীব যথাযথ ভাবে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ (৪,৮)

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ২।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্থ তদ্ভক্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োঽপি বা ধর্ম্মহান্যধর্ম্মবৃদ্ধী দূরীকর্ত্তুং শক্নুবন্ত্যেব এতাবদর্থমেব কিং তবাবতারেণ ইতি চেৎ সত্যম্। অন্যদপি অন্যদুষ্করং কর্ম্ম কর্ত্তুং সম্ভবামীত্যাহ পরীতি। সাধূনাং পরিত্রাণায় মদেকান্তভক্তানাং মদ্দর্শনোৎকণ্ঠাস্ফুটচিত্তানাং যদ্বৈয়গ্র্যরূপং দুঃখং তস্মাৎ ত্রাণায়। তথা দুষ্কৃতাং মদ্ভক্তলোকদুঃখদায়িনাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ-কংসকেশ্যাদীনাং বিনাশায় তথা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় মদীয়-ধ্যান-পরিচর্য্যা-সঙ্কীর্ত্তন-লক্ষণং পরমধর্ম্মং মদন্যৈঃ প্রবর্ত্তয়িতুমশক্যং সম্যক্ প্রকারেণ স্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ। যুগে যুগে প্রতিকল্পং বা। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহকৃতো ভগবতো বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং দুষ্টানামপি অসুরাণাং স্বকর্ত্তৃকবধেন বিবিধ দুষ্কৃতফলান্নরকসহ প্রণিপাতাৎ সংসারাচ্চ পরিত্রাণতস্তস্য স খলু নিগ্রহোঽপ্যনুগ্রহ এব নির্ণীতঃ। চক্রবর্ত্তী। ২॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

না কৈলে—না করিলে; নিজে আচরণ না করিলে। **ধর্ম্ম**—সাধনধর্ম্ম; সাধন-ভক্তি।

এইত সিদ্ধান্ত—পূর্ব্বপয়ার-সমূহে উক্ত সিদ্ধান্ত। **গীতা**—শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। **ভাগবত**—শ্রীমদ্ভাগবত। **গায়**—গান করেন, বলেন।

এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, অবতীর্ণ হইয়া জীবের আচরণের আদর্শ স্থাপনের নিমিত্ত নিজেও যে কার্য্য করেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারই তাহা দেখাইতেছেন।

শ্লো।২। অন্বয়। সাধূনাং (সাধুদিগের) পরিত্রাণায় (পরিত্রাণের নিমিত্ত) দুষ্কৃতাং (দুষ্ট-কর্ম্মকারীদের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) চ (এবং) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত) যুগে যুগে (যুগে যুগে) সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশের নিমিত্ত যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।" ২।

শ্রীকৃষ্ণ কি উদ্দেশ্যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকটী অর্জ্জুনের নিকট স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি।

সাধূনাং—শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তদিগের। **পরিত্রাণায়**—পরিত্রাণের নিমিত্ত; শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠাবশতঃ যখন ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তখন স্বীয় শ্রীবিগ্রহের দর্শন দিয়া তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতাজনিত দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এবং ভক্তদ্বেষী অসুরাদির উৎপীড়ন হইতে তাঁহাদের রক্ষার নিমিত্ত। **দুষ্কৃতাং**—দুষ্কৃতদিগের; রাবণ, কংস, কেশী প্রভৃতি যে সমস্ত অসুরগণ ভক্তদিগের দুঃখের হেতু হইয়া থাকে এবং যাহাদিগকে ভগবান্ ব্যতীত অপর কেহ বধ করিতে পারে না, সেই সমস্ত দুষ্ট লোকদিগের। **বিনাশায়**—বিনাশের নিমিত্ত। **ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায়**—ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত; শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (সত্যযুগে), যজন (ত্রেতায়), পরিচর্য্যা (দ্বাপরে) এবং সঙ্কীর্ত্তন (কলিতে) রূপ যে ধর্ম্ম, যাহা ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ সংস্থাপন করিতে পারে না, সেই ধর্ম্মের সম্যক্ স্থাপনের (প্রবর্ত্তনের এবং প্রতিষ্ঠার) নিমিত্ত।

একান্ত-ভক্তদিগের ভগবদ্দর্শনোৎকণ্ঠাজনিত দুঃখ এবং ভক্তদ্বেষী অসুরগণের উৎপীড়ন হইতে তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত, অন্যের অবধ্য অসুরদিগের সংহারের নিমিত্ত এবং যুগধর্ম্মাদির প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রতিযুগে (যুগাবতারাদিরূপে) এবং প্রতিকল্পে (একবার স্বয়ংরূপে) প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন।

তত্রৈব (৩।২৪)—
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উৎসীদেয়ুর্মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ধর্ম্মমকুর্ব্বাণা ভ্রংশেয়ুঃ। ততশ্চ বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাম্। এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাম্। চক্রবর্ত্তী ।৩॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের পক্ষে নিরপেক্ষতাই স্বাভাবিক; কিন্তু তিনি যখন তাঁহার ভক্তদিগকে রক্ষা করেন এবং ভক্তদ্বেষী অসুরদিগকে সংহার করেন বলিয়া জানা যায়, তখন কি তাহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয় না? উত্তর—এই আচরণে অসুরদিগের প্রতি ভগবানের যে নিগ্রহ দেখা যায়, তাহাও বাস্তবিক নিগ্রহ নহে, পরন্তু অনুগ্রহই; ভক্তবিদ্বেষের শাস্তি স্বরূপ যদি তিনি অসুরদিগের অনন্ত-নরক-যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইত; তিনি হতারিগতিদায়ক; ভগবানের হস্তে যাঁহারা নিহত হয়েন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের দুষ্কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের সংসার বা নরক-যন্ত্রণা ভোগ হয় না; তাই, আপাতঃদৃষ্টিতে অসুরদিগের প্রতি ভগবানের যে আচরণকে নিগ্রহ বলিয়া মনে হয়, তাহাও বাস্তবিক তাঁহার অনুগ্রহই; দুরন্ত সন্তানটী যদি নিরীহ সন্তানের প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলে স্নেহময়ী জননী দুরন্ত সন্তানটীকে নিজ হাতে ধরিয়া টানিয়া নিজের কাছে লইয়া যায়েন, আর তাহাকে ছাড়িয়া দেন না; দুরন্ত সন্তানের প্রতি ইহা মাতার স্নেহজনিত অনুগ্রহই।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে, ভগবান্ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ জগতে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন; গ্রন্থকারের এই উক্তি যে শাস্ত্রসঙ্গত, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ ভগবান যে মায়িকপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো।৩। অন্বয়। অহং (আমি—শ্রীকৃষ্ণ) চেৎ (যদি) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন (না) কুর্য্যাং (করি) তদা (তাহা হইলে) ইমে (এই সকল) লোকাঃ (লোক) উৎসীদেয়ুঃ (ভ্রষ্ট হইবে), চ (এবং) অহং (আমি) সঙ্করস্য (বর্ণ-সঙ্করের) কর্ত্তা স্যাম্ (কর্ত্তা হইব), ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (প্রজাসকলকে) উপহন্যাম্ (মলিন করিব)।

অনুবাদ। অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি যদি কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে (আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না বলিয়া) এই সমস্ত লোক ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইবে; (তাহাদের অধঃপতন হইলে, তাহাদের মধ্যে পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার, পরস্ত্রী পরপুরুষের বিচার থাকিবে না; সুতরাং লোকের মধ্যে বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হইবে; আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হইবে বলিয়া মূলতঃ) আমিই বর্ণ-সঙ্করের কর্ত্তা হইয়া পড়িব এবং (এইরূপে) আমিই প্রজাসকলকে পাপ-মলিন করিয়া তুলির। ৩।

বর্ণসঙ্কর—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ। সঙ্কর অর্থ মিশ্রণ। একবর্ণের ভর্ত্তা স্ত্রীতে অপর এক বর্ণের পরপুরুষ কর্ত্তৃক অবৈধভাবে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে। **প্রজা**—লোক।

মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন কেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া যদি কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপর লোকও ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। লোক সকল যদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের পাপ-পুণ্যের বিচারাদি থাকিবে না; স্ত্রীলোকের পক্ষে পরপুরুষের এবং পুরুষের পক্ষে পরস্ত্রীর সঙ্গ যে পাপজনক, এই জ্ঞানও তখন তাহাদের থাকিবে না। ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত সংযমের অভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাহারা অবাধ যৌন-সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইবে; এইরূপে সমাজের মধ্যে জারজ সন্তানাদির উদ্ভব হইবে, বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইবে; পাপ-কর্ম্মে রত হইয়া লোকসকলও

তথাহি (ভাঃ ৬।২।৪)—
যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এতৎ প্রবর্ত্তিতমধর্ম্মমন্যোঽপি করিষ্যতীতি মহৎ কষ্টমভূদিত্যাহঃ যদ্ যদিতি। শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। স্বামী ।৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মলিনচিত্ত হইয়া পড়িবে। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেই জীবের অধঃপতন, বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি এবং জীবের মলিনচিত্ততা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলিয়া বস্তুতঃ ভগবান্‌ই এই সমস্তের মূল হেতু হইয়া পড়েন। তাই, এ সমস্ত গর্হিত কার্য্য যাহাতে না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি নিজেই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যেন তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অন্যান্য লোকও তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে পারে।

জীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে এবং ভগবদবতারের কর্ম্মে পার্থক্য আছে। জীব মায়াপরবশ, মায়ার প্ররোচনাতেই জীব কর্ম্ম করে; সুতরাং জীবের কর্ম্ম মায়ার কার্য্য, তাই তাহা বন্ধনের হেতু হয়। কিন্তু ভগবান্ পরম স্বতন্ত্র পুরুষ; তিনি মায়ার বশীভূত নহেন; ভগবান্‌কে মায়া স্পর্শ করিতেও পারে না, ভগবানের কর্ম্মও মায়ার কার্য্য নহে, পরন্তু তাঁহার স্বরূপ-শক্তির কার্য্য। জীব-শিক্ষার নিমিত্ত তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহাও তাঁহার লীলা-বিশেষই।

ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত যে লোকের ন্যায়ই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহার (এবং আপনি আচরি ইত্যাদি ১৮শ পয়ারের) প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো ।৪। অন্বয়। শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন), ইতরঃ (অন্য লোকও) তৎ তৎ (তাহা তাহা) ঈহতে (করিতে চেষ্টা করে); সঃ (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহাকে) প্রমাণং কুরুতে (প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন) লোকঃ (সাধারণ লোক) তৎ (তাহা) অনুবর্ত্ততে (অনুসরণ করে)।

অনুবাদ। শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বলিলেন—"শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ (যে যে কর্ম্ম) করেন, অপর সাধারণ লোকও তদ্রূপ আচরণই করিতে প্রয়াস পায়; শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অপর সাধারণ লোকও তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। ৪।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণ লোক সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগের কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে; তাই ভগবান্ যখন যুগাবতারাদিরূপে বা স্বয়ংরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনিও জীবের সাক্ষাতে আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এমন সকল কার্য্য করেন, যাহার অনুবর্ত্তী হইয়া লোক মঙ্গল লাভ করিতে পারে। জীবের এইরূপ অনুকরণ-স্পৃহা স্বাভাবিক; তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধক-ভক্তের ন্যায় তিনিও ভজন করিবেন, যেন সাধারণ লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকের পরিবর্ত্তে অবিকল এই শ্লোকেরই অনুরূপ গীতার একটী শ্লোক আছে; তাহা এই—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরোজনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥৩।২১॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকের পরিবর্ত্তে গীতার এই শ্লোকটী দিলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯শ পয়ারে গ্রন্থকার যখন গীতা ও ভাগবতের প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম দুইটী শ্লোকই যখন গীতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন এই শেষ শ্লোকটী গীতার শ্লোক না হইয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক হইলেই পয়ারের বাক্য সিদ্ধ হয়। ঝামট্‌পুরের গ্রন্থে কেবল প্রথম দুইটী শ্লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, তৃতীয় শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না।

২০। প্রশ্ন হইতে পারে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার এবং প্রেমদান কি যুগাবতার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না? তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"যুগাবতার দ্বারা উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না; যুগাবতার ~~আমার অংশ~~; তাঁহা দ্বারা নাম

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে (৫।৩৭)—
সন্তবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥৫॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য পরাবস্থামাহ, সম্ভীতি। যত্তু রামে বনবাসায় নির্গতে বৃক্ষাদিভিরপি রুদিতমিতি শ্রীরামায়ণেঽপ্যুক্তং, তৎ খলু তদৈব বিচ্ছেদদুঃখেনৈব; ইহ তু সংযোগেঽপি প্রতিদিনমপি তদন্তীতি ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং যদ্ গো-দ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥ ইত্যাদিবাক্যাদবগতম্। দূরপ্রবাসে তু পরিষদাং সৌন্দর্য্যমাত্রশেষতয়া অবস্থিতিমাত্রমভূৎ, ইতি ততো মহানতিশয়ঃ। অত্র গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্ ইত্যাদি বাক্যে সত্যপি অস্যোদাহরণত্বমভিযুক্তবাক্যত্বেন নির্ণায়কত্বাৎ। পুষ্করনাভস্য প্রতীতানুবাদঃ, অপ্রকটপ্রকাশগতস্য স্বয়ং ভগবত ইত্যর্থঃ। বিদ্যাভূষণ ।৫॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঙ্কীর্ত্তন-রূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তিনি ব্রজ-প্রেম দিতে সমর্থ নহেন; কারণ, আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যতীত অপর কেহই ব্রজ-প্রেম দান করিতে সমর্থ নহে; তাই স্বয়ং আমাকেই অবতীর্ণ হইতে হইবে।"

অংশ হইতে—অংশ যুগাবতার দ্বারা; যুগাবতার স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। **আমাবিনে**—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যতীত। **অন্যে**—অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ। **নারে**—পারেনা। **ব্রজ-প্রেম**—ব্রজের ঐশ্বর্য্যগন্ধশূন্য ও স্বসুখ-বাসনাশূন্য শুদ্ধমাধুর্য্যময় প্রেম; ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাবের অনুকূল প্রেম।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ যে ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না, তাহার প্রমাণস্বরূপে নিম্নে "সন্তবতারা" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো ।৫। অন্বয়। পুষ্করনাভস্য (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বপ্রকারে) ভদ্রাঃ (মঙ্গলপ্রদ) বহবঃ (অনেক) অবতারাঃ (অবতার) সন্ত (থাকুন); [কিন্তু] (কিন্তু) কৃষ্ণাৎ (শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত) অন্যঃ (অপর) কো বা (কেই বা) লতাসু (লতাকে) অপি (পর্য্যন্তও) প্রেমদঃ (প্রেমদান-কর্ত্তা) ভবতি (হয়েন)?

অনুবাদ। পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ অনেক অবতার থাকুন; কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত এমন আর কে-ই-বা আছেন, যিনি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন? (অর্থাৎ আর কেহ নাই) ।৫।

পুষ্কর-নাভ—পদ্মনাভ; পুষ্কর অর্থ পদ্ম; পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও সুগন্ধি নাভি যাঁহার, তিনি পদ্মনাভ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই এস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণ, তিনিই সমস্ত অবতারের মূল।

এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনেক অবতার আছেন সত্য এবং এই সমস্ত অবতার সর্ব্বতোভাবে জীবের মঙ্গল দান করিতেও পারেন সত্য; কিন্তু স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপই প্রেমদান করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল মানুষকে প্রেমদান করেন, তাহা নহে; তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমনকি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিতে সমর্থ, করিয়াও থাকেন; শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি সকলেই প্রেমে পুলকিত হইয়াছিল (ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্। ভা ১০।২৯।৪০)। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিমিত্ত বৃক্ষাদিও রোদন করিয়াছিল বলিয়া রামায়ণে শুনা যায়; ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বৃক্ষাদিরও প্রেম জন্মিয়াছিল, শ্রীরাম বৃক্ষাদিকেও প্রেম দিয়াছিলেন; নতুবা বৃক্ষাদি তাঁহার জন্য রোদন করিবে কেন? সুতরাং কেবল কৃষ্ণই যে প্রেম দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? উত্তর—শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বৃক্ষাদিও যে রোদন করিয়াছিল, তাহা সত্য; কিন্তু তাহা কেবল শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন-সময়ে, তাঁহার বিচ্ছেদ-দুঃখে কাতর হইয়া; সর্ব্বদা—বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সংযোগ-সময়ে বৃক্ষাদির ঐরূপ আচরণ

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।　　পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেখা যায় না। পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়েও প্রতিদিনই পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতাদির দেহে প্রেমবিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যুগাবতারাদি অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ যে ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

২১। জগতে প্রেমভক্তি বিতরণেরও প্রয়োজন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ প্রেমভক্তি দিতেও পারেন না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে, স্বীয় পরিকরগণের সহিত তিনিই স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা করিবেন এবং ঐ সমস্ত লীলার যোগে তিনি জগতে প্রেমভক্তি প্রচার করিবেন।

তাহাতে—সেই হেতু; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ ব্রজপ্রেম বিতরণ করিতে পারে না বলিয়া। **আপন ভক্তগণ**—নিজের পার্ষদ ভক্তগণ; পরিকরগণ। **অবতরি**—অবতীর্ণ হইয়া। **নানারঙ্গে**—নানাবিধ লীলা।

১২-২১ পয়ারে "অনর্পিত" শ্লোকের "অনর্পিতচরীং চিরাৎ……স্বভক্তি শ্রিয়ম্" অংশের মর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

১১-২১ পয়ারে শ্রীশ্রীগৌর-অবতারের সূচনা বর্ণন করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে "বহুকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রেমভক্তি বিতরণ করা হয় নাই; অথচ প্রেমভক্তি ব্যতীতও জীবের পক্ষে আত্যন্তিকী স্থিতি লাভের সম্ভাবনা নাই, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যুগাবতারাদি অপর কেহও প্রেমভক্তি দান করিতে সমর্থ নহেন; তাই পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত (গৌর-রূপে) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।" এই সমস্ত উক্তি হইতে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যেন—গৌর-লীলার আদি আছে, দ্বাপর-লীলার পরেই এই লীলার সূচনা, সুতরাং গৌর-লীলা অনাদি নহে, তাই নিত্যও নহে। বাস্তবিক তাহা নহে, গৌরলীলা অনাদি ও নিত্য—অপ্রকট লীলা তো নিত্যই, প্রকট-লীলাও নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের প্রকট-অপ্রকট সমস্ত লীলাই নিত্য। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের প্রকট লীলার অন্তর্ধান হইলেই যে সেই লীলা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে—লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়া যায় মাত্র। "এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব এই মাত্র ভেদ।" যেই মুহূর্ত্তে এক ব্রহ্মাণ্ডে কোনও লীলা অপ্রকট হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অপর কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে সেই লীলা প্রকট হয়; এইরূপে, যে পর্য্যন্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট থাকেই। আবার মহাপ্রলয়ে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখনও লীলা-সহায়কারিণী যোগমায়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করেন, এই যোগমায়া-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডেই মহাপ্রলয়-কালে—পুনঃ সৃষ্টি-আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—প্রকট লীলা চলিতে থাকে। এইরূপে, প্রকট লীলা—কোনও এক বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে নিত্য না হইলেও সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে, কি লীলার প্রাকট্য হিসাবে—নিত্য। "সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তার নাহিক গণন। কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥ এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার। ২।২০।৩১৫—৩১৭॥" "সর্ব্বা এব প্রকটলীলা নিত্যা এব। যথা সূর্য্যস্য ষষ্টিঘটিকাপর্য্যন্তমেবোদয়াস্তাবস্থানাং সর্ব্বেষু বর্ষেষু ক্রমেণোপলম্ভঃ তথৈব শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রাহ্মকল্পপর্য্যন্তং জন্মাদিলীলানাং ব্রহ্মাণ্ডেষু, মহাপ্রলয়ে চ প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ডাভাবেঽপি যোগমায়াকল্পিতব্রহ্মাণ্ডেষু প্রাকৃতত্বেন প্রত্যায়িতেষিতি প্রকটা প্রপঞ্চগোচরা লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক-প্রাকট্যাপ্রাকট্যবতী কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচ গীর্ণেষ্বজগরেণেত্যুদ্ধববাক্যোদ্যোতিতা জ্ঞেয়া।—উঃ নীঃ সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণে ১ম শ্লোকের আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত প্রকটলীলা—যদি নিত্য হয় এবং এক ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা অন্তর্ধান প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই যদি তাহা অপর ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে ব্রজলীলার অন্তর্ধানের

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরে শ্রীকৃষ্ণের গোলোকে গমন এবং গোলোকে থাকিয়া নবদ্বীপ-লীলার আবির্ভাব সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা কিরূপে সম্ভব হয়?

উত্তর—এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলার অন্তর্ধানের অব্যবহিতকাল পরেই যে তাহা অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়, তাহাও সত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যে গোলোকে গমন করেন, তাহাও সত্য। ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণের ধামের, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের অনন্ত প্রকাশ; "এবং তত্তল্লীলা-ভেদেনৈকস্যাপি তত্তৎস্থানস্থ প্রকাশভেদঃ শ্রীবিগ্রহবৎ। তদুক্তম্—কৃষ্ণঃ পরমং পদং অবভাতি ভূরীতি শ্রুত্যা। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭২॥ তত্তচ্চ লীলাদ্বয়ে কৃষ্ণবত্তেদ্ধামেব প্রকাশভেদঃ। * * * পরমেশ্বরত্বেন তৎ শ্রীবিগ্রহ-পরিকর-ধাম-লীলাদীনাং যুগপদেকত্রাপ্যনন্তবিধ-বৈভব-প্রকাশ-শীলত্বাৎ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১১৬॥" প্রত্যেক প্রকাশেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলা করিতেছেন; অবশ্য লীলা-বৈচিত্রীর অনুরোধে বিভিন্ন প্রকাশে পরিকরাদির ভাব ও আবেশের কিছু বিভিন্নতা আছে। সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করেন, তখন তাঁহার ধামও প্রকাশ-বিশেষে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়েন, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলাকালেও এক প্রকাশে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট ধামে—গোকুলাদিতে—লীলা করিয়া থাকেন। আবার যখন এক ব্রহ্মাণ্ডের প্রকট-লীলা অন্তর্হিত হয়, তখন ধামের বা লীলার যে প্রকাশ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা অপ্রকট-প্রকাশের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায় (অথ সিদ্ধাসু নিজাপেক্ষিতাসু তত্তল্লীলাসু চ তত্র নিত্যসিদ্ধমপ্রকটত্বমেবোরীকৃত্য তাবপ্রটলীলাপ্রকাশৌ প্রকটলীলাপ্রকাশাভ্যামেকীকৃত্য তথাবিধতত্তন্নিজবৃন্দম্ প্রত্যাহমেবানন্দয়তীতি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪।) প্রকটধাম অপ্রকট ধামের সঙ্গে, প্রকট কৃষ্ণ অপ্রকট কৃষ্ণের সঙ্গে এবং প্রকট পরিকরবর্গ অপ্রকট পরিকর-বর্গের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়েন। তখন অপ্রকট ধামে পরিকরবৃন্দের মনে হয় যে, তাঁহারা এইমাত্র ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছেন। পক্ষান্তরে, এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে প্রকট-লীলা এইরূপে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হওয়া মাত্রেই প্রকট লীলার অপর এক প্রকাশ অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়; ইহা এত তাড়াতাড়িই সংঘটিত হয় যে, প্রথম ব্রহ্মাণ্ডস্থ লীলাই দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ আমাদের এই পৃথিবী হইতে দ্বাপর-লীলার অন্তর্ধানের পরে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-প্রকাশ হইতে অপ্রকট প্রকাশের—গোলোক-প্রকাশের—সঙ্গে একীভূত হইয়া মনে করিলেন, তিনি পৃথিবীতে লীলা করিয়া গোলোকে আসিয়াছেন। এই সময়েই অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট নবদ্বীপ-লীলার অন্তর্ধানের সময় হইয়া আসিতেছিল; সেই ব্রহ্মাণ্ডে নবদ্বীপ-লীলার পরে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আবির্ভূত করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে থাকিয়া যে-ভাবে চিন্তা ও সঙ্কল্প করিতেছিলেন, তাহাই কবিরাজ-গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন। প্রকট-লীলা নিত্য হইলেও কখন কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে কোন্ লীলা আবির্ভূত হইবে, তাহা সম্যক্‌রূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে এবং অপ্রকট-গোলোকে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাহা স্থির করেন। নবদ্বীপ-লীলার সূচনাসম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের যে সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই পৃথিবীতে নিত্য-প্রকট-নবদ্বীপলীলার আবির্ভাব-সম্বন্ধে মাত্র, নবদ্বীপ-লীলার উৎপত্তি-সম্বন্ধে নহে। এইরূপে প্রকট নবদ্বীপ-লীলা যে নিত্য, তাহাও সত্য এবং ব্রজলীলার অন্তর্ধানের পরে এই পৃথিবীতে নিত্য নবদ্বীপলীলা প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যে গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য।

২২। পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথম সন্ধ্যায় স্বয়ংই গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

এতভাবি—পূর্ব্বোক্ত পয়ার-সমূহের মর্ম্মানুরূপ চিন্তা করিয়া। **কলিকালে**—কলিযুগে। **প্রথম সন্ধ্যায়**—সন্ধ্যার প্রথম ভাগে; কলিযুগের সন্ধ্যার প্রারম্ভে। প্রত্যেক যুগের প্রথম নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কয়েক বৎসরকে ঐ যুগের সন্ধ্যা বলে। কলিযুগের প্রথম ৩৬০০০ বৎসরকে (মনুষ্যমানে) কলির সন্ধ্যা বলে। এই সন্ধ্যার প্রথমভাগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। **কৃষ্ণ আপনি**—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গৌররূপে। শ্রীকৃষ্ণের কোনও অবতার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নদীয়ায়—নবদ্বীপে।

শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরিকর এবং লীলা অপ্রাকৃত বস্তু; শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্রীকৃষ্ণের আধার বা শক্তিরূপা বিভূতিমাত্র। এই সকল ধামেই তিনি অবিচ্ছেদে নিত্যলীলা নির্ব্বাহ করেন, অর্থাৎ কোনও সময়েই তিনি তাঁহার চিন্ময় ধামকে ত্যাগ করেন না। (তেষাং স্থানানাং নিত্যতল্লীলাস্পদত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ তদাধার-শক্তি-লক্ষণ-স্বরূপবিভূতিত্বমেবগম্যতে; * * * ততস্তত্রৈবাব্যধানেন তস্য লীলা। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪।); সুতরাং প্রাকৃত পৃথিব্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-স্পর্শ-সম্ভাবনাও থাকিতে পারেনা (অন্যেষাং প্রাকৃতত্বাৎ ন সাক্ষাত্তৎস্পর্শোঽপি সম্ভবতি, ধারণাশক্তিস্তু নতরাম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪॥")। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অবতরণ সময়ে তাঁহার আধার-শক্তিরূপ ধামসমূহই ব্রহ্মাণ্ডে সংক্রমিত হয়; শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভুবস্তু, তাঁহার ধামসমূহও সেইরূপ বিভু—সর্ব্বব্যাপক—বলিয়া যে কোনও ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ধামসমূহের সংক্রমণ সম্ভব হয় (সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।১।৫।১৫-১৬॥)। যাহা হউক, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের যে স্থানে এইরূপ ভগবদ্ধামের সংক্রমণ হয়, সেই স্থানে ঐ ধামের আবেশ হয় বলিয়াই তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্ভব হইতে পারে। "যত্র ক্বচিদ্বা প্রকটলীলায়াং তদ্গমনাদিকং শ্রূয়তে, তদপি তেষামাধারশক্তিরূপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭৪॥" এইরূপে নবদ্বীপ-লীলাকালে চিন্ময় নবদ্বীপধাম এই ব্রহ্মাণ্ডে সংক্রমিত হইয়াছিল, তাহাতেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু লীলা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত পৃথিবীর যে অংশে এই সংক্রমণ হইয়াছিল, সেই অংশ—পৃথিবীস্থ নবদ্বীপ—চিন্ময় নবদ্বীপ দ্বারা আবিষ্ট হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে এবং লীলার অন্তর্ধানের পরেও আমাদের দৃশ্যমান্ নবদ্বীপ চিন্ময় অপ্রাকৃতই রহিয়াছে এবং থাকিবে। তবে অস্মদ্দৃশ্যমান্ নবদ্বীপে যে প্রাকৃতস্থানের ন্যায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, ভগবদ্ধামসমূহ নরলোকে প্রকটিত হয় বলিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ লৌকিক-লীলাবিশেষ অঙ্গীকার করেন (অত্রতু যৎ প্রাকৃতপ্রদেশইব রীতয়োঽবলোক্যন্তে তত্তু শ্রীভগবতীব স্বেচ্ছয়া লৌকিকলীলাবিশেষাঙ্গীকারনিবন্ধনমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ।১৭২.)।

২৩। এক্ষণে "শচীনন্দনঃ হরিঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন। হরিশব্দের একটী অর্থ "সিংহ"; তাই "শচীনন্দনঃ হরিঃ" শব্দের "চৈতন্য-সিংহ" অর্থ করা হইয়াছে। অঙ্গ-সৌষ্ঠবে ও বীর্য্যে সিংহের সহিত সমতা আছে বলিয়া শ্রীচৈতন্যকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

চৈতন্যসিংহের—শ্রীচৈতন্যরূপ সিংহের। **সিংহগ্রীব**—সিংহের ন্যায় (শোভন, সুগোল এবং বলিষ্ঠ) গ্রীবা যাঁহার। গ্রীবা—গলা। **সিংহবীর্য্য**—সিংহের ন্যায় বীর্য্য বা প্রভাব যাঁহার। **সিংহের হুঙ্কার**—সিংহের হুঙ্কারের ন্যায় গম্ভীর ও ভয়াবহ হুঙ্কার (গর্জ্জন)। শ্রীচৈতন্যের গলদেশ সিংহের গলদেশের ন্যায় সুগোল, সুন্দর ও বলিষ্ঠ; তাঁহার প্রভাবও সিংহের প্রভাবের ন্যায় সর্ব্ববশীকর; সিংহের প্রভাব দেখিয়া অন্য সমস্ত পশু যেমন তাহার বশ্যতা স্বীকার করে, শ্রীচৈতন্যের প্রভাব দেখিয়াও সমস্ত মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি—এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করেন। সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া যেমন হস্তী-আদি পশুগণ ভয়ে দূরে পলায়ন করে, শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কার শুনিয়াও পাপ-তাপ-আদি সমস্ত দূরে পলায়ন করে। বিশেষত্ব এই যে, সিংহের হুঙ্কারে ভীত হস্তী-আদি একবার দূরে পলায়ন করিলেও পরে কখনও হয়তো আবার সেই স্থানে আসিতে পারে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কারে পাপ-তাপ-আদি যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া একবার পলায়ন করে, আর কখনও তাঁহার নিকট আসিতে পারে না, তাঁহার সম্বন্ধে ঐ পাপ-তাপাদি চিরকালের জন্যই দূরে অপসৃত হয়, বিনষ্ট হয়, (ইহাই পয়ারস্থ "নাশে" শব্দের তাৎপর্য্য)। এতাদৃশ প্রভাবশালী শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥ ২৪

প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। এই পয়ারে বলা হইল, শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

২৪। "সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন।

সেই সিংহ—সেই শ্রীচৈতন্যরূপ সিংহ। **বসুক**—বাস করুক। **হৃদয়-কন্দরে**—হৃদয় রূপ গুহায়। সিংহ যেমন পর্ব্বত-গুহায় বাস করে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যরূপ সিংহও জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করুন, ইহাই কবিরাজগোস্বামীর প্রার্থনা বা জীবের প্রতি আশীর্ব্বাদ। **কল্মষ**—ভক্তি-বিরোধী কর্ম্ম। "ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম—ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার কল্মষ নাম—সেই মহাতম ॥১৩।৪৮॥" **দ্বিরদ**—দ্বি (দুইটী) রদ (দন্ত) আছে যাহার, তাহাকে দ্বিরদ বলে; হস্তী। **কল্মষ দ্বিরদ**—ভক্তি-বিরোধী কর্ম্মরূপ হস্তী। সিংহের হুঙ্কারে যেমন হস্তী পলায়ন করে এবং সিংহের আক্রমণে যেমন হস্তী বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কারেও ভক্তি-বিরোধী কর্ম্ম সকল দূরে পলায়ন করে ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে গুহায় সিংহ বাস করে, সেই গুহায় যেমন হস্তী বাস করিতে পারে না, পূর্ব্বে বাস করিয়া থাকিলেও সিংহের আগমন জানিতে পারিলেই যেমন হস্তী দূরে পলায়ন করে অথবা সিংহকর্ত্তৃক নিহত হয়; তদ্রূপ যে জীবের চিত্তে শ্রীচৈতন্য স্ফুরিত হয়েন, তাহার চিত্তেও ভক্তিবিরোধী কোনও কর্ম্মের বাসনা স্থান পাইতে পারেনা, পূর্ব্বে তদ্রূপ বাসনা থাকিলেও শ্রীচৈতন্যের স্ফুরণে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়—ধ্বংস হয়। এজন্য কবিরাজগোস্বামী আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, যেন শ্রীচৈতন্য সকলের চিত্তেই স্ফুরিত হয়েন, যেন কাহারও চিত্তেই ভক্তিবিরোধী কোনও কর্ম্মের বাসনা স্থান না পাইতে পারে।

২৫। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া গুণ ও লীলা অনুসারে শ্রীচৈতন্য কি কি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে তিন পয়ারে। আদিলীলায়, বিশ্ববাসী সমস্ত প্রাণীকে প্রেম দিয়া ভরণ (পোষণ ও ধারণ) করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে বিশ্বম্ভর; এবং শেষ লীলায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

প্রথম লীলায়—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, সেই সকল লীলার সাধারণ নাম প্রথম লীলা। এই প্রথম লীলায়ই প্রভুর "বিশ্বম্ভর" নাম হইয়াছিল।

বিশ্বম্ভর—বিশ্ব-ভৃ+খ। বিশ্বং ভরতি ইতি বিশ্বম্ভরঃ; বিশ্বকে (সমগ্র বিশ্ববাসী জীবকে) ভরণ করেন যিনি তিনি বিশ্বম্ভর। ভৃ ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। তিনি ভক্তিরস দ্বারা জীবগণকে পোষণ ও ধারণ করিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; সুতরাং ভক্তিরসই তাহার একমাত্র উপজীব্য; কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়িক সংসারে আসিয়া মায়িক সুখে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাজনিত ভক্তিরসের অভাবে স্বরূপতঃ তাহারা যেন ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তাহাদের বহির্ম্মুখতা দূর করিয়া তাহাদিগকে ভক্তিরস দান করিলেন এবং ভক্তিরস পান করিয়া তাহাদের চিন্ময়স্বরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া—অর্থাৎ মায়িক অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া জীব-স্বরূপানুবন্ধী শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অভিনিবিষ্ট হইল। ইহাই শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক জীবের পোষণ। আবার ইহা দ্বারাই তিনি জীব সকলকে তাহাদের স্বরূপাবস্থায় ধারণও করিলেন—তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া স্বরূপানুবন্ধিনী অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল; শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে ভক্তিরস দিয়া ঐ অবস্থায় আনয়ন করিয়া সেই অবস্থাতেই ধারণ করিয়া রাখিলেন, তাহাদের আর বিচ্যুতি হইল না—আর তাহারা মায়িক সুখের জন্য—লালায়িত হইল না। ইহাই শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক জীবের ধারণ। এইরূপে ভক্তিরসদ্বারা বিশ্ববাসী জীবকে পোষণ ও ধারণ করিয়াছেন বলিয়া প্রভুর

'ডু ভৃঙ' ধাতুর অর্থ—পোষণ ধারণ।
পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ২৬
শেষ লীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ২৭

তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ২৮

তথাহি (ভাঃ ১০।৮।১৩)—
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৬॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং জন্মক্রমাপেক্ষয়াদৌ শ্রীবলদেবস্য নামানি ব্যজ্য শ্রীকৃষ্ণস্য নামানি প্রকাশয়ন্নাহ আসন্নিতি। তত্র প্রকটার্থোঽয়ং অনুযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনূর্গৃহ্ণতোঽস্য শুক্লাদিবর্ণাস্ত্রয় আসন্ ইদানীং ত্বৎপুত্রত্বে তু জগন্মোহন-শ্যামবর্ণতামেবায়ং গতঃ। এতদুক্তং ভবতি তনূর্গৃহ্ণত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগপ্রভাব এবোক্তঃ। তত্র চ শুক্লাদিরূপগ্রহণেন শ্রীনারায়ণ-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাম হইয়াছে বিশ্বম্ভর। অবশ্য প্রথম লীলার পরেও তিনি জীবকে ভক্তিরস দিয়াছেন; কিন্তু প্রথম লীলাতেই তাঁহার এই কার্য্যের প্রাচুর্য্য বশতঃ তাঁহার বিশ্বম্ভর নাম বিখ্যাত হইয়াছিল।

ভরিল—ভরণ বা পোষণ করিলেন। **ধরিল**—ধারণ করিলেন, স্বরূপানুবন্ধিনী অবস্থায় চিরকালের জন্য ধরিয়া রাখিলেন। **ভূতগ্রাম**—বিশ্ববাসী প্রাণিসমূহকে।

২৬। ভৃ-ধাতুর অর্থ বলিতেছেন।

"ডু-ভৃঙ"—ভৃ-ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ত্রিভুবন**—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালবাসী সমস্ত জীবগণকে।

২৭। **শেষলীলায়**—সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে শেষ চব্বিশ বৎসরের লীলার সাধারণ নাম শেষলীলা। এই শেষ-লীলায় প্রভুর নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। **শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে**—শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া। বহির্ম্মুখ জীব শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব, নিজের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের সম্বন্ধ এই সমস্ত কিছুই জানিত না; শ্রীমন্ মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সমস্তই জীবকে জানাইলেন। **বিশ্ব**—বিশ্ববাসী জীব-সকলকে। **ধন্য**—কৃতার্থ। শেষ লীলায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন (শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাদি জানাইলেন) বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীপাদ কেশব-ভারতীর মুখেই এই নাম সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিত হয়।

২৮। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১শ পয়ারে বলা হইয়াছে, কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কলিযুগে কোনও অবতার নাই; সুতরাং কলিতে শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কথা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলা হইতেছে, কোনও কোনও কলিতে শ্রীকৃষ্ণ যে পীতবর্ণ-শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের নাম-করণ-সময়ে স্বয়ং গর্গাচার্য্যের বাক্যই তাহার প্রমাণ। **তাঁর**—শ্রীচৈতন্যের। **যুগাবতার**—যুগে অবতার। এস্থলে যুগাবতার-শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ, পারিভাষিক যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশমাত্র, কিন্তু শ্রীচৈতন্য—যিনি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন তিনি—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। **গর্গ মহাশয়**—মহাত্মা গর্গাচার্য্য; ইনি বসুদেবের কুলপুরোহিত ছিলেন; ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বসুদেবের আভিপ্রায়ে ইনি গোকুলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিয়াছিলেন; এই নামকরণ-সময়ে "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য" ইত্যাদি শ্লোকে ইনি ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কলিতে পীতবর্ণ-শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন। **নামকরণে**—নামকরণ-সংস্কার-সময়ে; শিশুর ছয় মাস বয়ঃক্রমকালে নামকরণ-সংস্কার হইয়া থাকে।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ (শ্রীমূর্ত্তি) গৃহ্ণতঃ (প্রকটনকারী) অস্য (ইহার—হে নন্দ! তোমার এই তনয়ের) হি (নিশ্চিতই) শুক্লঃ (শুক্ল) রক্তঃ (রক্ত) তথা (তদ্রূপ—এবং) পীতঃ (পীত) [ইতি]

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বভাবস্য ব্যক্ত্যা তদুপাসনাযোগ এব পর্য্যবসায়িতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বঃ তদংশভূত-শুক্লাদ্যুপাসনয়া তত্তৎসাম্যাদিপ্রাপ্ত্যা শুক্লতাদি-প্রাপ্তিঃ সম্প্রতি তু কৃষ্ণতা প্রসিদ্ধসাক্ষান্নারায়ণোপাসনয়া তৎসাম্যপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণতাপ্রাপ্তি রিতি বক্ষ্যতে চ নারায়ণসমোগুণৈ রিতি ইত্থং পূর্ব্ববৃত্তমুক্তং পরমভাগবতঃ শ্রীনন্দশ্চ তোষিতঃ এবং পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত্যৈতৎস্বরূপনিষ্ঠত্বাৎ কৃষ্ণেত্যেব তাবন্মুখ্যং নাম জ্ঞেয়ম্। অতো নাম্নাপি কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যর্থোঽপি জ্ঞেয় ইত্যভিপ্রায়ঃ। অপ্রকটবাস্তবার্থশ্চায়ম্। অন্যযুগং যুগে যুগে তনূর্হৃতঃ প্রকটয়তঃ ত্রয়ো বর্ণা আসন্ প্রকটা বভূবুঃ তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ যো যো রক্তঃ যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং স সর্ব্বোঽপি ইদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ। সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বনিজাংশস্য কৃষ্ণকর্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম। অতঃ কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইত্যাদিকা নিরুক্তিরপ্যন্তর্ভবতি সর্ব্ববৃহত্তমানন্দ এব সর্ব্বান্তর্ভাবাৎ। অতঃ স্বাভাবিকমেবৈতন্মহানাম যত্র প্রণবে বেদা ইব তান্যন্যান্যপি নামানি রূপে রূপাণীবান্তর্ভূতানি যুক্তঞ্চ বিশেষ্য রূপস্য তস্যান্যনামগণ-বিশেষণকত্বাৎ। উক্তঞ্চ প্রভাসপুরাণে। মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানামিত্যাদৌ সকলনিগমবল্লী সৎফলমিত্যন্তে কৃষ্ণনামেতি। নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং যে পরন্তপেতি চ। যস্যাস্য যশ্চ প্রথমমপ্যক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন প্রসিদ্ধম্॥ বৈষ্ণবতোষণী ॥৬॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(এই) ত্রয়ঃ (তিনটী) বর্ণাঃ (বর্ণ) আসন্ (হইয়াছিল); ইদানীং (এক্ষণে—এই দ্বাপরে) কৃষ্ণতাং (কৃষ্ণবর্ণ) গতঃ (প্রাপ্ত—পাইয়াছেন)।

অনুবাদ। গর্গাচার্য্য বলিলেন :—হে ব্রজরাজ! যুগে যুগে শ্রীমূর্ত্তি-প্রকটনকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটী বর্ণ হইয়াছিল; সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (এজন্য ইঁহার কৃষ্ণও একটী নাম)। ৬।

শুক্ল—সত্যযুগের যুগাবতার। ইনি শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাযুক্ত; বল্কল পরিধান করিতেন; দণ্ড, কমণ্ডলু, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম, যজ্ঞসূত্র ও মালা ধারণ করিতেন; ইঁহার ব্রহ্মচারীর বেশ। "কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ॥ শ্রীভা, ১১।৫।২১॥"

রক্ত—ত্রেতাযুগের যুগাবতার। ইনি রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, মেখলাত্রয়ধারী; ইঁহার কেশ পিঙ্গলবর্ণ, শরীর বেদময়, এবং স্রুক্-স্রুবাদিদ্বারা উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্ত্তি। "ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্ম স্রুক্ স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥ শ্রীভা, ১১।৫।২৪॥" **পীত**—স্বর্ণবর্ণ।

গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামাকরণ-সময়ে নন্দমহারাজের নিকট এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"নন্দমহারাজ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগেই তোমার এই পুত্রটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক এক যুগে এক এক বর্ণবিশিষ্ট দেহ ধারণ করেন। ইদানীং অর্থাৎ এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু ইঁহার তিনটী বর্ণ—শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটী বর্ণ এই দ্বাপরের পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে (আসন্—অতীতকালসূচক ক্রিয়াপদ)।" এই শ্লোকে গর্গাচার্য্য ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তারই ইঙ্গিত দিলেন। এই ইঙ্গিত দিয়াছেন দুইটী বাক্যে—গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ এবং কৃষ্ণতাং গতঃ—এই দুইটী বাক্যে। স্বয়ংভগবান্ই বিভিন্ন অবতাররূপে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যেহেতু স্বয়ংভগবান্ই মূল অবতারী। সুতরাং **গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ** (যিনি যুগানুরূপ দেহ গ্রহণ করেন) বাক্যে স্বয়ংভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর **কৃষ্ণতাং গতঃ**—কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই। শ্লোকস্থ শুক্ল, রক্ত, পীত এই তিনটী শব্দের উপলক্ষণে সমস্ত অবতারকেই বুঝাইতেছে। (তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং—বৈষ্ণবতোষণী)। বিভিন্ন যুগে শুক্ল রক্তাদি যে সমস্ত যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পুরুষাবতারাদি যত যত অবতার প্রকটিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত অবতারকে স্বীয় শ্রীবিগ্রহমধ্যে আকর্ষণ করিয়া নন্দনন্দন এইবার কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্ব্বাকর্ষকতা-শক্তির প্রকটন করিয়া কৃষ্ণনামের সার্থকতা প্রাতিপাদন করিয়াছেন এবং সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত করায় স্বীয় পরিপূর্ণ ভগবত্তার পরিচয়ও দিয়াছেন। "পূর্ণ ভগবান অবতরে যেইকালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥ ১।৪।৯-১১॥ একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ। বৃ, ভা, ২।৪।১৮৬॥" কৃষ্ ধাতু হইতে কৃষ্ণশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; কৃষ্-ধাতুর অর্থ আকর্ষণ; সুতরাং আকর্ষণ-সত্ত্বাতেই কৃষ্ণনামের সার্থকতা। সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের মধ্যে আনিতে পারেন বলিয়া এবং স্বীয় মাধুর্য্যাদিদ্বারা সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের, তাঁহাদের পরিকরবর্গের এবং আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জীবের, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের নিজের চিত্তকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ বলিয়া কৃষ্ণই তাঁহার মুখ্য নাম এবং এই কৃষ্ণনামেই তাঁহার স্বয়ংভগবত্তার পরিচয়। (তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং স সর্ব্বোঽপি ইদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ। সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ংকৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বনিজ্ঞাংশস্য কৃষ্ণীকর্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম।—বৈষ্ণবতোষণী)। "তিনি পূর্ব্বে কৃষ্ণ ছিলেন না, এক্ষণেই—ব্রজরাজের গৃহে আবির্ভূত হওয়ার পরেই কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন—" "কৃষ্ণতাং গতঃ" বাক্যের অর্থ তাহা নহে। অনাদিকাল হইতেই তিনি কৃষ্ণ; এক্ষণে প্রকটিত হইলেনমাত্র। তিনি যে সর্ব্বাকর্ষণ-সমর্থ, ব্রজরাজের গৃহে প্রকটিত হইয়াই জীবকে তাহা তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখাইলেন। যাহাহউক, এই নন্দনন্দনেই যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, সুতরাং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের নাম ও রূপাদি যে ইঁহারই নাম ও রূপ, স্বয়ং গর্গাচার্য্যই পরবর্ত্তী এক শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন। "বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥—হে নন্দমহারাজ! তোমার এই পুত্রটীর গুণকর্ম্মানুরূপ বহু বহু নাম ও রূপ আছে; তৎসমস্ত আমিও জানি না, অন্য লোকেরাও জানেনা। শ্রীভা ১০।৮।১৫॥" গর্গাচার্য্য নন্দসুতের নামাকরণের সময় বলিলেন—ইঁহার বহু নাম আছে (সন্তি বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া); নন্দগৃহে আবির্ভাবের পরে নামাকরণ-সময় পর্য্যন্ত লৌকিকভাবে তাঁহার এপর্য্যন্ত কোনও নামই রাখা হয় নাই; নামাকরণের সময়েই নাম রাখা হইতেছে. পূর্ব্বশ্লোকে গর্গাচার্য্য একটী নামের কথাই বলিলেন—কৃষ্ণ। এস্থলে উদ্ধৃত শ্লোকটীর পূর্ব্বশ্লোকেও একটী নামের কথা বলিয়াছেন—বাসুদেব। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও নামের কথা তিনি বলেন নাই—অর্থাৎ নামাকরণ উপলক্ষে তিনি অন্য কোনও নাম রাখেন নাই। অথচ বলিলেন, তাঁহার বহু বহু নাম আছে। নাম নয় কেবল, ইঁহার বহু বহু রূপও আছে। অথচ নন্দমহারাজ কিন্তু তাঁহার লালার একটী শিশুরূপ ব্যতীত অপর কোনও রূপই দেখেন নাই। গর্গাচার্য্য আরও বলিলেন—গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারেই এই শিশুটীর এই সমস্ত নাম ও রূপ। অথচ, এপর্য্যন্ত নন্দ-গোকুলের কেহই এই শিশুটীর কোনও গুণ বা কর্ম্মের পরিচয় পান নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—গর্গাচার্য্য এই শিশুরূপী ভগবানের নিত্য নাম এবং নিত্য রূপ সমূহেরই ইঙ্গিত করিতেছেন। বর্ত্তমান-কালবাচী সন্তি-ক্রিয়াপদেই নাম-রূপাদির নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে। গুণকর্ম্মানুরূপ নামরূপাদি সম্বন্ধে এই শ্লোকের টীকাকারগণ বলিয়াছেন—ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, গোপ, গোবর্দ্ধনধারী (শ্রীধরস্বামী), নরনারায়ণ, নৃসিংহাদি, মৎস্যাদি, ভক্তবৎসল, জগৎপালকাদি, গোবর্দ্ধনধর, কালিয়দমনাদি (বৈষ্ণবতোষণী), কূর্ম্মাদি (ক্রমসন্দর্ভ), শুক্লাদি (চক্রবর্ত্তী) ইত্যাদি। এই সমস্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার অংশরূপ ভগবৎ-স্বরূপ সমূহের নাম। তাঁহাতেই অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের স্থিতি বলিয়া এই সমস্ত নামের বাচ্য তিনিই। এই শ্লোকেও গর্গাচার্য্য নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তারই ইঙ্গিত দিতেছেন। তাঁহার নাম ও রূপ অনন্ত বলিয়া গর্গাচার্য্যও সমস্ত জানেন না, অন্য লোকেও জানেনা।

গর্গাচার্য্য বলিলেন—নন্দমহারাজের এই সন্তানটী ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। এই দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন; ইহার পূর্ব্বে ইঁহার তিনটী বর্ণ ধারণ করা হইয়া গিয়াছে—শুক্ল, রক্ত ও পীত। শুক্ল হইতেছেন সত্যযুগের যুগাবতার, আর রক্ত হইতেছেন ত্রেতাযুগের যুগাবতার। যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন, তাহার পূর্ব্বে এই চতুর্যুগের সত্য ও ত্রেতা গত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বুঝা যায়, সেই সত্য ও ত্রেতাতে শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে শুক্ল ও রক্তরূপে যুগাবতাররূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণে হইয়াছিলেন কখন? সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের কথা বলা হইয়া গেল; চতুর্যুগের বাকী থাকে কেবল কলি। কিন্তু এই চতুর্যুগান্তর্গত কলিতো নামাকরণের সময়ে গত হইয়া যায় নাই, আসেও নাই। কৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, সেই দ্বাপরের পরেই এই চতুর্যুগীয় কলি (অর্থাৎ বর্ত্তমান কলি) আসিবে। অতীতকালবাচী **আসন্**-ক্রিয়াপদদ্বারা আগামী কাল সূচিত হইতে পারেনা। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, গর্গাচার্য্য পূর্ব্ব কোনও চতুর্যুগীয় কলির কথাই বলিতেছেন—যে কলিতে নন্দনন্দন পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া। শ্রী, ভা, ১১।৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক চতুর্যুগের কলিতে যে ভগবান **পীতবর্ণে** অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কি শুক্ল-রক্তাদির ন্যায় যুগাবতাররূপে, না অন্য কোনও অবতাররূপে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে যুগাবতারদের বর্ণাদি সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা জানা দরকার। চারিযুগের সাধারণ যুগাবতারসম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃত বলেন—"কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥—যুগাবতারদের নামও যাহা, বর্ণও তাহা; সত্যের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শুক্ল; ত্রেতার যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ রক্ত; দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শ্যাম: আর কলির যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ কৃষ্ণ। যুগাবতারপ্রকরণ। ২৫॥" শ্রীহরিবংশের মতেও কলির যুগাবতার কৃষ্ণ। "কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ॥ ল, ভা, টীকাধৃতবচন॥" আবার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে "দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥—দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতার শ্যাম। শ্রী, ভা, ১১।৫।২৫ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ॥" এস্থলে, দ্বাপরের যুগাবতারসম্বন্ধে দুইটী মত পাওয়া গেল—লঘুভাগবতামৃত বলেন—শ্যাম, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন—শুকপত্রাভ। আপাতঃদৃষ্টিতে এস্থলে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। শ্যাম-শব্দের অনেক অর্থ আছে। রঘুপতি রামচন্দ্রের বর্ণ নবদুর্ব্বাদলশ্যাম, নবদুর্ব্বাদলের বর্ণও শুকপত্রাভ। আমরা বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামলা বলি; ধান্যাদি শস্যের (ধানগাছের) বর্ণও প্রায় সবুজ—শুকপত্রাভ বলা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে মেদিনীকোষের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্যাম-শব্দের একটী অর্থ দেওয়া হইয়াছে—হরিদ্বর্ণ; হরিদ্বর্ণ অর্থ সবুজবর্ণ (শব্দকল্পদ্রুম)। শুকপত্রাভ-শব্দেও সবুজবর্ণই বুঝায়। সুতরাং শ্যাম ও শুকপত্রাভ শব্দদ্বয় একার্থবাচকও হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ ইত্যাদি ১১।৫।২৫ শ্লোকের" টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সামান্যতস্তু দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্বম্—দ্বাপরে সাধারণ যুগাবতারের শুকপত্রবর্ণ।" ঐ শ্লোকের দীপিকাদীপনটীকাকারও তাহাই বলিয়াছেন। "কৃষ্ণাবতার-বিরহিতদ্বাপরেতু শুকপত্রবর্ণত্বম্।" ইহাতে বুঝা যায়, লঘুভাগবতামৃতের শ্যাম-শব্দের শুকপত্রাভ-অর্থ টীকাকারদেরও অভিপ্রেত। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কোনও বিরোধ থাকে না। কলির যুগাবতারসম্বন্ধেও দুইটী উক্তি আছে—কৃষ্ণ (লঘুভাগবতামৃত এবং হরিবংশ) এবং শ্যাম (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)। এস্থলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই; যেহেতু, শ্যামশব্দের অতি সুপ্রসিদ্ধ অর্থই কৃষ্ণ; তাই শ্রীকৃষ্ণকে শ্যাম বা শ্যামসুন্দর এবং রাধাকৃষ্ণকে রাধাশ্যাম বলা হয়। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, যুগাবতার শ্যাম বা কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নহেন। যুগাবতারগণ হইলেন স্বয়ংভগবানের অংশাবতার। সমস্ত অবতারই তাঁহার অংশ। সাক্ষাদ্ভাবে মন্বন্তরাবতারই যুগাবতাররূপে আত্মপ্রকট করেন। "উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষ্বসৌ। মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ। ল, ভা, যুগাবতার-প্রকরণ। ২৬॥" যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল—দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাম শ্যাম এবং তাঁহার বর্ণ শুকপত্রাভ শ্যাম এবং কলির সাধারণ যুগাবতারের নাম কৃষ্ণ (বা শ্যাম) এবং তাঁহার বর্ণও কৃষ্ণ (বা শ্যাম)। কিন্তু কলির যুগাবতার যে পীত, ইহা কোনও শাস্ত্রপ্রমাণেই পাওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক কলিতে ভগবান্ যে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণ-যুগাবতাররূপে নহে।

তাহা হইলে এই পীতবর্ণ অবতারটী কে? ইহা বুঝিতে হইলে শ্লোকস্থ তথা-শব্দটীর ব্যঞ্জনা কি, তাহা অনুসন্ধান করা দরকার। "তৎ"-শব্দ থাকিলেই যেমন বুঝা যায়, পূর্ব্বে একটী "যৎ"-শব্দ আছে, তদ্রূপ "তথা"-শব্দ থাকিলেই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বে একটী "যথা"-শব্দ আছে। শ্লোকস্থ "তথা"-শব্দের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট "যথা"-শব্দটী উহ্য আছে, বুঝিতে হইবে। শ্লোকটী পড়িলেই বুঝা যায়, এই "যথা"-শব্দটীর সম্বন্ধ "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের সঙ্গে। ইদানীং যথা কৃষ্ণতাং গতঃ তথা ইত্যাদি। এক্ষণে আবার বিবেচ্য এই যে, "তথা"-শব্দটীর সম্বন্ধ কাহার সঙ্গে? শুক্লঃ, রক্তঃ এবং পীতঃ—এই তিনটী শব্দের কোনও একটীর সঙ্গে, অথবা তাহাদের সকলের সঙ্গেই তথা-শব্দের সম্বন্ধ হইবে। সাধারণতঃ "যথা" শব্দটী যে ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত হয়, "তথা"-শব্দটীও তদ্রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সঙ্গেই সম্বন্ধান্বিত হইয়া থাকে; নচেৎ, যথা-তথার সার্থকতাই থাকে না। এই শ্লোকে যথা-শব্দটীর সম্বন্ধ হইতেছে "কৃষ্ণতাং গতঃ"-বাক্যের সঙ্গে এবং এই বাক্য দ্বারা যে স্বয়ংভগবত্তাই প্রতিপাদিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কাজেই, শুক্লঃ বা রক্তঃ এই দুইটী শব্দের কোনটীর সঙ্গেই, বা এই উভয় শব্দের সঙ্গেও তথা-শব্দের সম্বন্ধ হইতে পারে না; কারণ, এই দুইটী শব্দই যুগাবতার-বাচক বলিয়া স্বয়ংভগবত্তার সমধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। বাকী রহিল "পীত"-শব্দ। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, পীতঃ-শব্দটী শুক্লঃ বা রক্তঃ শব্দের ন্যায় সাধারণ যুগাবতারসূচক নয়। সুতরাং পীতঃ-শব্দটী যে স্বয়ংভগবত্তার প্রতিকূল ধর্ম্ম বিশিষ্ট নয়, তাহাও তদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে। আবার এই তিনটী শব্দের কোনও না কোনও একটী শব্দের সঙ্গে তো "তথা"-শব্দটীর সম্বন্ধ থাকিবেই। শুক্ল ও রক্তের সঙ্গে যখন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, পীত-শব্দের সহিত সম্বন্ধের প্রতিকূলও কিছু যখন নাই, তখন নিশ্চয়ই পীত-শব্দের সহিতই তথা-শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে। তাহা হইলে অন্বয় হইবে এইরূপ—ইদানীং যথা কৃষ্ণতাং গতঃ তথা পীতঃ। অর্থাৎ নন্দনন্দন এক্ষণে (এই দ্বাপরে) যেমন সর্ব্বাকর্ষকত্ব প্রকটিত করিয়া স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদ্রূপ পূর্ব্ব কোনও এক চতুর্যুগীয় কলিতেও পীতবর্ণে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যথা-তথা দ্বারা সমধর্ম্মতা সূচিত হয় বলিয়াই পীত-স্বরূপের স্বয়ংভগবত্তা সূচিত হইতেছে।

যদি কেহ বলেন, যথা শুক্লঃ রক্তঃ, তথা পীতঃ—এইরূপ অন্বয় হউক না কেন? তাহা হইতে পারে না। কারণ, শুক্ল ও রক্ত সাধারণ যুগাবতার বলিয়া এবং পীত সাধারণ যুগাবতার নহেন বলিয়া, পীত-শব্দের বাচ্য যিনি, তিনি শুক্ল ও রক্ত শব্দদ্বয়ের বাচ্যদের সহিত সমধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন।

আবার যদি বলা যায়—শ্লোকে শুক্ল ও রক্ত শব্দ দুইটীর উল্লেখ করিয়া যেমন সত্য ও ত্রেতাযুগের যুগাবতারের কথা বলা হইল, তদ্রূপ পীত-শব্দে দ্বাপরের যুগাবতারই হয়তো সূচিত হইয়াছে; এইরূপ মনে করিলে শুক্ল, রক্ত ও পীত—তিনই যুগাবতার বলিয়া একরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়েন,; সুতরাং "যথা শুক্লঃ রক্তঃ, তথা পীতঃ"—এইরূপ অন্বয় হইতে পারে। উক্তরূপ অনুমানও বিচারসহ নহে। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে যুগাবতার সম্বন্ধে যে শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ "শুকপত্রাভ"—শুকপাখীর পালকের বর্ণের ন্যায় ঈষৎ সবুজ, কিন্তু পীত (হলদে) নহে। পীত অর্থও সবুজ হয়না। সুতরাং পীত-শব্দে যুগাবতারকে লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে করা যায় না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, বর্ত্তমান চতুর্যুগের (গত) দ্বাপরে যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক চতুর্যুগের কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমন্ মহাপ্রভু—গৌরকৃষ্ণ। ইনিই কৃপাবশতঃ বর্ত্তমান কলিতেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। বর্ত্তমান কলির উপাস্য অবতার যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি" ১১।৫।৩২ শ্লোকেও বলা হইয়াছে। (১।৩।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যথা-তথা শব্দের সহিত অন্বয় করিয়া পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক চতুর্যুগের কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া স্বয়ং-রূপেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সেই যথা-তথা-যোগে শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী অন্য এক রকমের অর্থ করিয়াও দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান চতুর্যুগের কলিতেও (বর্ত্তমান কলিতেও) যে শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তাহার ইঙ্গিতও এই শ্লোকে আছে। তিনি বলেন—ইদানীং যথা কৃষ্ণতাং গতঃ, তথা পীতঃ—এস্থলে "ইদানীং"-শব্দটীকে একটু ব্যাপক অর্থে ধরিতে হইবে, কেবল দ্বাপরের শেষ—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের সময়কে মাত্র না বুঝাইয়া, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রথম ভাগকেও ইদানীং শব্দে বুঝাইবে। অর্থ হইবে এইরূপ—এই এখন যেমন কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তেমনি এখনই (অল্পকাল পরেই, কলির প্রারম্ভেই) আবার পীতত্বও প্রাপ্ত হইবেন—এই নন্দনন্দন।" "যত্তদোর্নিত্য-সম্বন্ধাৎ যথা ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়মবতারী তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি। শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী॥" এই অর্থেও পীতবর্ণ শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অর্থই পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮শ পয়ারের অভিপ্রেত; তাই কবিরাজগোস্বামী তাঁহার উক্তির প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্লোকস্থ "গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ" (যুগে যুগে তনু প্রকাশ করেন) বাক্যে অনুযুগং-শব্দ দেখিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে; সুতরাং শুক্ল, রক্ত, পীত ইঁহারা সকলেই যুগাবতার এবং নন্দনন্দনও যুগাবতার। শ্লোকের বাক্যসমূহ বিচার করিলে স্পষ্টতঃই দেখা যাইবে—এইরূপ মনে করা সমীচীন হইবে না। যে অর্থের সহিত শ্লোকস্থ সকল শব্দের সঙ্গতি থাকে না, সমগ্র গ্রন্থেরও পূর্ব্বাপরের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, সেই অর্থ আদরণীয় হইতে পারে না। এই শ্লোকের অর্থকরণ-সময়ে মুখ্যভাবে বিচার্য্য হইতেছে দুইটী বাক্যের তাৎপর্য্য—গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ এবং কৃষ্ণতাং গতঃ। প্রথম বাক্যের অর্থ—নন্দনন্দন যুগে যুগে তনু গ্রহণ করেন। কেবল যে যুগাবতার-রূপেই তনু প্রকাশ করেন, অন্য কোন অবতার-রূপে যুগে যুগে তনু প্রকাশ করেন না,—তাহা বলা হয় নাই। তনু প্রকাশ করা অর্থ—অবতীর্ণ হওয়া। যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার আদি অসংখ্য অবতার। যে সময়ে এই অসংখ্য অবতারের কোনও এক অবতার অবতীর্ণ হয়েন, কিম্বা যে সময়ে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময়টাও কোনও না কোনও এক যুগের অন্তর্ভুক্তই থাকিবে; সুতরাং সেই সময়ে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি যুগাবতার না হইতে পারেন—কিন্তু সেই যুগেই অবতীর্ণ হইবেন। মৎস্যকূর্ম্মাদি যুগাবতার নহেন; কিন্তু তাঁহারাও তো কোনও না কোনও এক যুগেই অবতীর্ণ হয়েন। কোনও এক যুগে অবতীর্ণ হইলেই তাঁহাকে সেই যুগের যুগাবতার বলা যায় না। যুগাবতারের বিশেষ লক্ষণ আছে, বিশেষ নাম আছে, রূপ আছে। এই শ্লোকের গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—নন্দনন্দন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অবতার-রূপে অবতীর্ণ হয়েন—কখনও বা যুগাবতার-রূপে, কখনও বা লীলাবতার-রূপে, কখনও বা মন্বন্তরাবতার-রূপে, আবার কখনও বা স্বয়ংরূপে। শ্লোকে যে শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিনটী রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই তিনটী রূপই যদি কোন যুগাবতারের রূপই হইত, তাহা হইলেও বরং মনে করা যাইতে পারিত যে, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে যুগাবতারের বর্ণনামাদি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে পীত-বর্ণের এবং পীতনামের কোনও যুগাবতারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বুঝা যায়—শ্লোকোক্ত পীতশব্দ কোনও যুগাবতারের নাম বা বর্ণের পরিচায়ক নয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা হয় নাই। গৃহ্ণতঃ-শব্দের ধ্বনি এই যে—নন্দনন্দন যুগে যুগে তনু গ্রহণ করেন, নিজেই গ্রহণ করেন, অপর কেহ তাঁহার তনু গ্রহণ করান না; ইহা দ্বারা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য—পরমস্বাতন্ত্র্যই—সূচিত হইতেছে। "তনূর্গৃহ্ণত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগ-প্রভাব এব উক্তঃ—বৈষ্ণবতোষণী।" পরমস্বাতন্ত্র্য বা অন্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য একমাত্র মহাযোগেশ্বরেশ্বর স্বয়ংভগবানেরই থাকিতে পারে, কোনও যুগাবতারের থাকিতে পারেনা; যুগাবতারগণ স্বয়ংভগবানের অংশ মাত্র। সুতরাং শ্লোকস্থ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃষ্ণতাং-শব্দও নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তাই সূচিত করিতেছে—যুগাবতারত্ব সূচিত করে না। তারপর কৃষ্ণতাং গতঃ বাক্য—অর্থ—নন্দনন্দন কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নন্দনন্দনের সর্ব্বাবতারের—সমস্ত ভগবৎস্বরূপের—আকর্ষণযোগ্যতা জানাইবার জন্যই যে কৃষ্ণতাং গতঃ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই সর্ব্বাকর্ষণযোগ্যতা এক-মাত্র স্বয়ংভগবানেরই আছে, কোনও যুগাবতারের নাই। সুতরাং কৃষ্ণতাং গতঃ-বাক্যেও নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তাই সূচিত হইতেছে, যুগাবতারত্ব সূচিত হয় নাই। নন্দনন্দন যুগাবতার—ইহা বলাই যদি গর্গাচার্য্যের অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে "কৃষ্ণতাং গতঃ" না বলিয়া "এক্ষণে শুকপত্রাভ হইয়াছেন" বলিতেন; কারণ, দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ। এই শ্লোকে নন্দনন্দন-কৃষ্ণকে যুগাবতার বলিলে শ্রীমদ্ ভাগবতের উক্তির পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যও থাকিত না। প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন অবতারের কথা বলিয়া শেষে বলা হইয়াছে, এই সমস্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশকলা, কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।১.৩.২৮।" আবার শ্রীকৃষ্ণের নামাকরণের পরে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ব্রহ্মস্তুতিতে ব্রহ্মাও বলিলেন—এই নন্দনন্দন নারায়ণাদিরও মূল—স্বয়ং ভগবান্। নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামিত্যাদি ।১০।১৪।১৪ ॥" শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাজ্ঞাপক বহু বহু প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে, গোপাল-তাপনী আদি শ্রুতিতে, ব্রহ্মসংহিতাদিতে দৃষ্ট হয়।

আরও একটী সমস্যা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে চারিযুগের উপাস্যস্বরূপের এবং উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—সত্যযুগের উপাস্য শুক্ল, ত্রেতাযুগের উপাস্য রক্ত, দ্বাপরের উপাস্য শ্যাম (কৃষ্ণ) এবং কলিযুগের উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গ (কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং—১।৩।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। এস্থলে দ্বাপরের উপাস্য যে শ্যামের কথা বলা হইল, তিনি যে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তস্থলের পরবর্ত্তী "নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ১১।৫.২৯॥" শ্লোক হইতেই জানা যায়; কারণ, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি নন্দনন্দন-কৃষ্ণেরই দ্বারকালীলার চতুর্ব্যূহ—কোনও যুগাবতারের চতুর্ব্যূহ নহেন, হইতেও পারেন না। যাহাহউক, এই চারিযুগের উপাস্যের মধ্যে সত্যের শুক্ল এবং ত্রেতার রক্ত হইতেছেন সাধারণ যুগাবতার। তাঁহাদের সঙ্গেই যখন শ্যাম বা কৃষ্ণের এবং শ্রীগৌরাঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন মনে হইতে পারে যে, ইঁহারাও যথাক্রমে দ্বাপরের এবং কলির যুগাবতার। ইহাই যদি হয়, তাহাহইলে আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ ইত্যাদি শ্লোকের যে অর্থ এস্থলে করা হইল, তাহার সহিত সঙ্গতি থাকে কিরূপে?

এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বেদপুরাণাদিশাস্ত্র অপৌরুষেয়, নিত্য (মৈত্রেয়ী-উপনিষৎ। ৬।৩২॥ ছান্দোগ্য। ৭।১।২॥)। মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায়, স্বয়ং ভগবানই ব্যাসরূপে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন যুগের উপযোগিভাবে পুরাণাদির সঙ্কলন করেন। "কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তম। ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে॥ (সংহরামি—সঙ্কলয়ামি সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীজীবগোস্বামী)॥ মৎস্যপুরাণ।৫৩.৮॥" এবং প্রতি চতুর্যুগের দ্বাপরেই যে পুরাণসকল সঙ্কলিত হয়, তাহাও সেস্থানে বলা হইয়াছে। "চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।৫৩।৯॥" তাহাহইলে বুঝা যায়, বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ ভাগবতাদি যে সমস্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত বর্ত্তমান চতুর্যুগের উপযোগী ভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে যে সমস্ত উপাস্যের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান চতুর্যুগের অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিরই মুখ্যভাবে উপাস্য। এই চতুর্যুগের সত্যে বা ত্রেতায় স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন নাই; তাই তত্তদ্যুগের যুগাবতারগণই তত্তদ্যুগের উপাস্য হইবেন।

শ্যাম ও গৌর দ্বাপর ও কলির সাধারণ যুগাবতার নহেন। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, দ্বাপরের যুগাবতারের বর্ণ শুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ বা শ্যাম। ইহাও দেখান হইয়াছে যে, দ্বাপরের উপাস্য যে শ্যাম, তিনি নন্দনন্দনই এবং নন্দনন্দনের বর্ণ শুকপত্রাভ নয়। সত্য-ত্রেতার ন্যায় দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের উল্লেখ না করার হেতু এই যে, এই দ্বাপরে পৃথক্‌রূপে কোনও সাধারণ যুগাবতার অবতীর্ণই হয়েন নাই। বর্ত্তমান চতুর্যুগীয় দ্বাপরে (অর্থাৎ গত দ্বাপরে) স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে যুগাবতার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ হইতে বুঝা যায় না; কেবল গূঢ়ার্থ হইতেই তাহা বুঝিতে হয়। ইহাতে কাহারও মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে মনে করিয়াই স্পষ্টাক্ষরে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞাপক "দ্বাপরে ভগবান্" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অথবা, পূর্ব্বপয়ারে যে বলা হইয়াছে, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের এবং তৎপরবর্ত্তী কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের কথা পুরাণাদি শাস্ত্রের অনুমোদিত—তাহার প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রতিপন্ন করিলেন।

৩১। ৩০শ পয়ারে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধে পুরাণের প্রমাণ দিয়া এক্ষণে পীতবর্ণ-শ্রীগৌর-অবতার সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়ার উপক্রম করিতেছেন।

এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, ৪র্থ পয়ারে বলা হইয়াছে, এককল্পে (বা ব্রহ্মার একদিনে) স্বয়ং ভগবান্ একবার মাত্র লীলা প্রকটিত করেন। কিন্তু এস্থলে বলা হইতেছে যে, একই কল্পান্তর্গত একই চতুর্যুগের মধ্যে দ্বাপরে একবার শ্যামসুন্দররূপে এবং তৎপরবর্ত্তী কলিতে একবার গৌর-সুন্দর রূপে—এই দুইবার অবতীর্ণ হইলেন। ইহার সমাধান কি? সমাধান এই:—বৃন্দাবন-লীলা ও নবদ্বীপ-লীলা দুইটী পৃথক্‌লীলা নহে—স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের একই লীলা-প্রবাহের দুইটী অংশমাত্র; বৃন্দাবন-লীলা পূর্ব্বাংশ এবং নবদ্বীপলীলা উত্তরাংশ। যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে স্বয়ং ভগবান্ লীলা প্রকট করেন, তাহার আরম্ভ ব্রজে এবং পূর্ণতা নবদ্বীপে; উভয় লীলার মিলনেই তাঁহার লীলার পূর্ণতা (এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতরূপে আলোচনা হইবে)। ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা দুইটী পৃথক্‌লীলা নহে বলিয়া দ্বাপরের অবতার এবং কলির অবতারও দুইটী পৃথক্ অবতার নহেন—একই অবতারের দুইটী ভাবমাত্র। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের আবির্ভাব-বিশেষ। ব্রজে লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ কখনও নাপিতানী, কখনও দিয়াশিনী, কখনও যোগী ইত্যাদি সাজিয়াছিলেন। এই নাপিতানী-আদি বেশে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইতে স্বতন্ত্র অবতার নহেন, পরন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ; তদ্রূপ রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণরূপ গৌর-সুন্দরও ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইতে স্বতন্ত্র অবতার নহেন, ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ। সুতরাং একই কল্পে স্বয়ং ভগবানের দুইবার অবতরণের আশঙ্কা হইতে পারে না।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রারম্ভে আবার গৌররূপে আবির্ভাবের হেতু কি, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-ব্রজলীলার একটী উদ্দেশ্য ছিল—রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করা; "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। গীতা ১৮।৬৫॥"—ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া রাগানুগাভক্তি যাজনের সংক্ষিপ্ত উপদেশও তিনি দিয়াছেন এবং এই সাধনে সিদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ সেবা পাওয়া যাইতে পারে, ব্রজে লীলা প্রকটিত করিয়া তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। এইরূপে তিনি সাধ্য-বস্তুটীও দেখাইলেন এবং সাধনও বলিয়া দিলেন; কিন্তু দ্বাপর-লীলায় তিনি ভক্তভাবে সাধনের কোনও আদর্শ দেখান নাই এবং যে প্রেমদ্বারা ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়,—যে সেবাতেই রাগানুগীয় ভজনের পর্য্যবসান—সেই প্রেমও তখন শ্রীকৃষ্ণ জীবসাধারণকে দেন নাই; কারণ, দ্বাপর-লীলায় প্রেমের মূল ভাণ্ডার তাঁহার হাতে ছিল না, তাহাতে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীশ্রীরাধারাণীরই পূর্ণ অধিকার ছিল। সেই প্রেম জীবসাধারণকে দান করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরাধার নিকট হইতে প্রেমের ভাণ্ডার লইয়া তাহা নিজ হৃদয়ে রক্ষা করিয়া এবং শ্রীরাধারই গৌর কান্তিতে নিজের শ্যাম কান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া—শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ ধারণ করিয়া গৌররূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন। জীবকে ব্রজপ্রেম দেওয়া নবদ্বীপ-অবতারের একতম উদ্দেশ্য; কিন্তু শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ব্যতীত ব্রজপ্রেম সম্যক্‌রূপে দেওয়া যায় না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার গৌর-কান্তি দ্বারা নিজের অঙ্গকে গৌর করিয়া পীত হইয়াছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২০শ পয়ারে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের হেতু বলিয়াছেন—ব্রজপ্রেম দান করার জন্যই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে; কারণ, তিনি ব্যতীত আর কেহ ব্রজপ্রেম দিতে পারে না; যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই; কারণ, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন যুগাবতার দ্বারাও হইতে পারে। তাহার পর ২১—৩০ পয়ারে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কথা বলিয়া এক্ষণে ৩১শ পয়ারে আবার ২০শ পয়ারের প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন। সুতরাং ২০শ পয়ারের সহিত এই ৩১শ পয়ারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং ২০শ পয়ারের সঙ্গে মিল রাখিয়াই এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে। ২০শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের সঙ্গে ৩১শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের সম্বন্ধ। ২০শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে যুগধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে; সেই যুগধর্ম্মটী কি, তাহাই ৩১শ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।" আর ২০শ পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"আমা (শ্রীকৃষ্ণ) বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।" ৩১শ পয়ারে দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইল—"তথি লাগি (শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যে ব্রজপ্রেম দিতে পারে না বলিয়া) পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥"

তথি লাগি—সেই জন্য; শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ ব্রজপ্রেম দিতে পারে না বলিয়া; ব্রজপ্রেম দিতে হইবে বলিয়া।

পীতবর্ণ ইত্যাদি—ব্রজপ্রেম দিতে হইবে বলিয়া শ্রীচৈতন্য-অবতারে শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ হইয়াছেন। ব্রজপ্রেম দেওয়ার নিমিত্ত পীতবর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা এই যে, প্রেমের অধিকারিণী হইলেন গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা; তাঁহার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার না করিলে ব্রজপ্রেম দেওয়া যায় না; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌর (পীত) হইয়াছেন।

অথবা, **কলিকালে**—যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগে (যেমন বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশচতুর্যুগের কলিযুগে)। **যুগধর্ম্ম**—এই বিশেষ কলির যুগধর্ম্ম। **নামের প্রচার**—সকল কলির যুগধর্ম্মই নাম-প্রচার, কিন্তু এই বিশেষ কলির নাম-প্রচারে বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে নামের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজপ্রেমও প্রদত্ত হইয়া থাকে। ("নামের প্রচার" স্থলে যদি "প্রেমের প্রচার" পাঠ থাকিত, তাহা হইলেই অর্থটী বেশ পরিস্ফুট হইত; কিন্তু কোনও গ্রন্থেই এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় না)। **তথি লাগি**—এই বিশেষ কলিযুগে নামের সঙ্গে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে বলিয়া। **পীতবর্ণ** ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ অর্থ।

এই পয়ারের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন—"কলিযুগে যুগধর্ম্ম হরিনাম-প্রচার করিতে পীতবর্ণের আবশ্যক হওয়াতে অংশাবতার পীতবর্ণে অবতার হয়েন, কিন্তু ব্রজপ্রেম প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুগধর্ম্ম প্রচার করিবার আবশ্যক না থাকাতেও কেন যে তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার কারণ বলিতেছেন 'কলিকালে' ইতি—কলিযুগ-ধর্ম্ম নাম-প্রচার করিবার জন্য পীতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন যে চৈতন্যাবতার, তাহারই জন্য শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ অর্থাৎ প্রতি কলিতে যে পীতবর্ণে চৈতন্য অবতার হয়েন, এ কলিতেও তিনিই অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইটী জ্ঞাত করানই তাঁহার পীতবর্ণের কারণ হইয়াছে।" এই যুক্তির সারবত্তা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ "কলিযুগে যুগধর্ম্ম হরিনাম প্রচার করিতে পীতবর্ণের আবশ্যক হওয়ার" শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখা যায় না। লঘুভাগবতামৃত ও ক্রমসন্দর্ভধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের (এবং হরিবংশের) প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা দেখাইয়াছি যে, সাধারণ কলির যুগাবতার কৃষ্ণবর্ণ, পীতবর্ণ নহে; অথচ উল্লিখিত যুক্তিতে বলা হইয়াছে "প্রতি কলিতে পীতবর্ণে চৈতন্য অবতার হয়েন।" প্রতি কলিযুগের ধর্ম্মই যখন নামসঙ্কীর্ত্তন এবং যুগাবতারই যখন এই যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন, তখন সাধারণ কলিযুগাবতার কৃষ্ণই (যাঁহার বর্ণও কৃষ্ণ, তিনিই) এই নামপ্রচার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি কলিতে পীতবর্ণ শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন না। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার পরবর্ত্তী কলিতেই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন, প্রতি কলিতেই যুগধর্ম্ম নাম-প্রচারের নিমিত্ত যদি শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ যুগাবতার বলিয়াই পরিগণিত হইতেন; কিন্তু তিনি স্বয়ংভগবান্। তৃতীয়তঃ,

তপ্তহেম-সমকান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৩২
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে।
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ ৩৩
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ ৩৪
আজানুলম্বিত ভুজ—কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা—সুধাংশুবদন ॥ ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কলিযুগাবতারত্ব প্রকটনের উদ্দেশ্যেই যে তিনি পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয় না; রাধাকান্তি-সুবলিতত্ব-বশতঃই তাঁহার পীতবর্ণ।

৩২। এক্ষণে "অনর্পিত" শ্লোকের "পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ" অংশের অর্থ করিতেছেন, "তপ্তহেম সমকান্তি" বাক্যে। ৩২—৩৭ পয়ারে শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

তপ্ত-হেম—অগ্নিতে উত্তপ্ত স্বর্ণ। আগুনে পোড়াইলে সোনার ময়লা (খাদ) যখন দূর হইয়া যায়, তখন সোনা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়; সেই সোনা তখনও আগুনের মধ্যে থাকিলে তাহা যেরূপ উজ্জ্বল দেখায়, শ্রীচৈতন্যের দেহের কান্তিও তদ্রূপ উজ্জ্বল ছিল।

কান্তি—জ্যোতি। **প্রকাণ্ড শরীর**—খুব বড় শরীর; সাধারণ লোকের শরীর অপেক্ষা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শরীর অনেক বড় ছিল। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে "প্রকাণ্ড শরীরের" বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

নবমেঘ—নূতন মেঘ। **জিনি**—পরাজিত করিয়া। **কণ্ঠধ্বনি**—শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠস্বর। শ্রীচৈতন্যের কণ্ঠের স্বর নূতন মেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর ছিল।

৩৩। "প্রকাণ্ড শরীরের" লক্ষণ বলিতেছেন।

দৈর্ঘ্য—উচ্চতা। **বিস্তার**—প্রস্থ। **দৈর্ঘ্য বিস্তারে**—দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে; উচ্চতায় এবং দুই হস্ত প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তারে। **আপনার হাথে**—নিজের হাতের মাপে। **চারিহস্ত**—চারি হাত লম্বা। **মহাপুরুষ বিখ্যাতে**—তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত।

সোজা হইয়া দাঁড়াইলে পদতল হইতে মস্তকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যিনি নিজের হাতের মাপে চারি হাত লম্বা হয়েন এবং দুই হাত বিস্তারিত করিয়া রাখিলেও এক হাতের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হাতের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যাঁহার নিজের হাতের মাপ চারি হাত হয়, তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত; কারণ, এরূপ শরীর সাধারণ লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না এইরূপ পরিমাণের দেহকে "প্রকাণ্ড শরীর" বলে, "ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল"ও বলে। এস্থলে "মহাপুরুষ" শব্দে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্‌কেই বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৪০।৪ শ্লোকে অক্রূরোক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে—"মহাপুরুষমীশ্বরম্", "ধেয়ং সদা পরিভবঘ্নমিত্যাদি ১১।৫।৩৩ শ্লোকে এবং অন্যান্য বহু স্থানে ভগবান্‌কে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে। কোনও মানুষই নিজের হাতের চারি হাত লম্বা হয় না। ইহা ভগবানেরই একটা বিশেষ লক্ষণ। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেন, মহাপুরুষদের দেহ সাড়ে চারি হাত। শ্রীভা, ১০।১৪।১১ শ্লোক টীকা।

৩৪। **ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল**—পূর্ব্ব পয়ারে ইহার লক্ষণ বলা হইয়াছে। **তার**—দৈর্ঘ্য-বিস্তারে চারি হস্ত পরিমিত দেহের। **ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল-তনু**—ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল (দৈর্ঘ্য-বিস্তারে চারি হস্ত) তনু (শরীর) যাঁহার। **গুণধাম**—অনন্ত গুণের আধার।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শরীর উচ্চতায় ও (দুই হস্ত প্রসারিত করিলে) বিস্তারে তাঁহার নিজের হাতে চারি হাত লম্বা ছিল; তাই তাঁহার শরীরকে "প্রকাণ্ড শরীর" বলা হইয়াছে।

৩৫। **আজানুলম্বিত**—জানু (হাটু) পর্য্যন্ত লম্বিত। **ভুজ**—বাহু। শ্রীচৈতন্যের বাহু জানু (হাটু)

শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥ ৩৬
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন-ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৭

এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নামের গণন। ৩৮
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি, আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত; সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত ঝুলাইয়া রাখিলে হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ হাটুকে স্পর্শ করিত; সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ দেখা যায় না। এরূপ বাহুকেই আজানুলম্বিত বাহু বলে। **কমল-লোচন**—কমলের (পদ্মের) ন্যায় লোচন (নয়ন) যাঁহার। শ্রীচৈতন্যের নয়ন (চক্ষু) পদ্মের পাপড়ীর ন্যায় দীর্ঘ ও সুন্দর ছিল। **নাসা**—নাক। শ্রীচৈতন্যের নাসিকা তিলফুল অপেক্ষাও সুন্দর গঠন যুক্ত ছিল। **সুধাংশু-বদন**—সুধাংশু (চন্দ্র অপেক্ষাও) সুন্দর বদন (মুখ) যাঁহার। শ্রীচৈতন্যের মুখ চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর এবং জ্যোতির্ম্ময় ছিল।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অঙ্গ যে সাধারণ মানুষের অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (বরাঙ্গ) ছিল, ৩৩—৩৫ পয়ারে তাহা দেখান হইল।

৩৬। **শান্ত**—ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি বশতঃ অচঞ্চল-চিত্ত। **দান্ত**—জিতেন্দ্রিয়। **কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা পরায়ণ**—কৃষ্ণভক্তিতে মনের যে আত্যন্তিকী স্থিরতা, তাহাই এক মাত্র আশ্রয় যাঁহার; কৃষ্ণভক্তিকেই ঐকান্তিক ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন যিনি। প্রথম-পয়ারার্দ্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্তভাবের পরিচয় দিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম বলিয়া তিনি শান্ত এবং শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও ভক্তি। **ভক্ত-বৎসল**—সন্তানের প্রতি পিতামাতার যেরূপ প্রগাঢ় স্নেহ থাকে, অনুগত সেবকদিগের প্রতিও যাঁহার তদ্রূপ স্নেহ থাকে, তাঁহাকে ভক্তববৎসল বলে। **সুশীল**—উত্তম-চরিত্র; যাঁহার সদ্ ব্যবহারে সকলেই প্রীতিলাভ করে। **সর্ব্বভূতে**—সমস্ত প্রাণীর প্রতি। **সর্ব্বভূতে সম**—সমস্ত প্রাণীর প্রতিই যাঁহার সমান ব্যবহার।

এই পয়ারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গুণের কথা বলা হইয়াছে।

৩৭। **অঙ্গদ**—বাহুর অলঙ্কার। **বালা**—হাতের অলঙ্কার। **চন্দনের অঙ্গদবালা**—ঘৃষ্ট চন্দনের দ্বারা বাহুতে ও হাতে অলঙ্কারের আকারে চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রভু ধারণ করিতেন (কীর্ত্তন-সময়ে)। **চন্দন ভূষণ**—চন্দন লেপিয়া সমস্ত অঙ্গকে সাজাইতেন। **নৃত্যকালে**—কীর্ত্তনে নৃত্য করিবার সময়ে। **পরি**—পরিধান করিয়া (চন্দনের অলঙ্কারাদি)। **কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন**—বহু লোক একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন।

৩৮। **এই সব গুণ**—৩২-৩৭ পয়ারোক্ত গুণ সকল। **লঞা**—লইয়া; উপলক্ষ্য করিয়া। **মুনি বৈশম্পায়ন**—বৈশম্পায়ন মুনি। **সহস্র নামে**— মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্র-নাম-গণনায়। **তাঁর**—শ্রীচৈতন্যের।

মহাভারতে বিষ্ণুর সহস্র-নাম-গণনায় বৈশম্পায়ন মুনি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বোক্ত গুণ-সমূহকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সমস্ত গুণানুরূপ নামও গণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের অনন্ত গুণ; কিন্তু তন্মধ্যে কেবল আটটী গুণ লইয়াই বৈশম্পায়ন মুনি শ্রীচৈতন্যের আটটী নাম সহস্র-নাম মধ্যে গণনা করিয়াছেন; এই আটটী নামের মধ্যে চারিটী নাম প্রভুর আদি-লীলা সম্বন্ধে এবং চারিটী শেষ-লীলা সম্বন্ধে।

৩৯। **দুই লীলা ইত্যাদি**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রধানতঃ দুইটী লীলা; আদি ও শেষ। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫ ও ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **চারি চারি ইত্যাদি**—আদি লীলায় চারিটী এবং শেষ লীলায় চারিটী বিশেষ নাম সহস্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

মহাভারতে দানধর্ম্মে, বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে— (১২৭।৭৫—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীচৈতন্যাবতারত্বে শ্রীভারতং প্রমাণয়তি সুবর্ণ ইতি। সুবর্ণং সুন্দরবর্ণং কৃষ্ণবর্ণমিত্যর্থঃ তং বর্ণয়তি ইতি সুবর্ণবর্ণঃ। বরাঙ্গঃ শ্রেষ্ঠাঙ্গঃ শমঃ ভগবন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ শান্তিপরায়ণঃ নিবৃত্তিপরায়ণঃ। চক্রবর্ত্তী ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৮। **অন্বয়।** সুবর্ণবর্ণঃ (কৃষ্ণ এই উত্তম বর্ণদ্বয় বর্ণনা করেন যিনি) হেমাঙ্গ (স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ যাঁহার) বরাঙ্গঃ (শ্রেষ্ঠ অঙ্গ যাঁহার) চন্দনাঙ্গদী (চন্দনের অঙ্গদ ব্যবহার করেন যিনি) সন্ন্যাসকৃৎ (যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন) শমঃ (যাঁহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা প্রাপ্ত) শান্তঃ (যাঁহার চিত্ত অচঞ্চল) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (যিনি নিবৃত্তি-পরায়ণ)।

অনুবাদ। হরিনাম প্রচার উপলক্ষে "কৃষ্ণ" এই উত্তম বর্ণদ্বয় সর্ব্বদা বর্ণন করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম সুবর্ণবর্ণ; তাঁহার অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার একটী নাম হেমাঙ্গ; সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গ-সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার একটী নাম বরাঙ্গ; চন্দনের অঙ্গদ (কেয়ূর) পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার নাম চন্দনাঙ্গদী; সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম সন্ন্যাসী; ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধি বলিয়া তাঁহার নাম শম; অচঞ্চলচিত্ত বলিয়া তাঁহার নাম শান্ত; কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া তাঁহার নাম নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ। ৮।

সুবর্ণবর্ণঃ—সুবর্ণের (স্বর্ণের) ন্যায় পীতবর্ণ যাঁহার, তিনি সুবর্ণবর্ণ; কিন্তু পরবর্ত্তী হেমাঙ্গশব্দেরও ইহাই অর্থ বলিয়া এই অর্থ গৃহীত হইতে পারে না; একস্থলে একার্থক দুইটী শব্দ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাই সুবর্ণবর্ণ-শব্দের অন্য অর্থ করা হইয়াছে। সু (উত্তম, সুন্দর) বর্ণ (অক্ষর) সুবর্ণ, সর্ব্বোত্তম এবং পরমসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দনের "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয়। তাহা বর্ণন বা কীর্ত্তন করেন যিনি, তিনি সুবর্ণবর্ণ। অথবা, সু (সুন্দর, পরমসুন্দর, সর্ব্বচিত্তহর) বর্ণ যাঁহার, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) সুবর্ণ; তাঁহাকে, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি বর্ণন করেন যিনি, তিনি সুবর্ণবর্ণ (সুবর্ণং সুন্দরবর্ণং কৃষ্ণবর্ণমিত্যর্থঃ তং বর্ণয়তি ইতি সুবর্ণবর্ণঃ—চক্রবর্ত্তী)। **হেমাঙ্গঃ**—হেমের (স্বর্ণের) ন্যায় পীতবর্ণ অঙ্গ যাঁহার, তিনি হেমাঙ্গ। **বরাঙ্গ**—বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ যাঁহার। **চন্দনাঙ্গদী**—চন্দনের (চন্দনপঙ্কের) অঙ্গদ (বাহুভূষণ) ধারণ করেন যিনি। **সন্ন্যাসকৃৎ**—সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন যিনি। **শমঃ**—যাঁহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছে (শমঃ মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ—শ্রীভগবদ্গীতা)। **শান্তঃ**—স্থিরচিত্ত। **নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ**—নিবৃত্তিপরায়ণ (চক্রবর্ত্তী)। এই সমস্ত লক্ষণই শ্রীমন্মহাপ্রভুতে দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত ৩১শ পয়ারে "নামের প্রচার" বাক্যে "সুবর্ণবর্ণ", ৩২শ পয়ারে "তপ্তহেমকান্তি" বাক্যে "হেমাঙ্গ", ৩২-৩৫শ পয়ারে "প্রকাণ্ড শরীর হইতে সুধাংশুবদন" বাক্যে "বরাঙ্গ", ৩৭শ পয়ারে "চন্দনাঙ্গদী", ৩৬শ পয়ারে "শম, শান্ত নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ" নাম ব্যক্ত হইয়াছে। সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ ও চন্দনাঙ্গদী এই চারিটী আদি লীলার নাম; সন্ন্যাসী, শম, শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ শেষলীলার (সন্ন্যাস গ্রহণের পরের) নাম।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে বিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে অবিকল এই শ্লোকটী দেখা যায় না; দুইটী শ্লোকের দুইটী অংশ লইয়া কবিরাজ-গোস্বামী এই শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন; সেই মূল শ্লোক দুইটী এইরূপ :—"ত্রিসামা সামগঃ সাম-নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫ ॥" এবং "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। বীরহা বীরমঃ শূন্যে ঘৃতশীরচলশ্চলঃ ॥ ৯২ ॥" দ্বিতীয় শ্লোকটীর প্রথমাংশ এবং প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ লইয়া কবিরাজ-গোস্বামী এই শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন। দুইটী স্বতন্ত্র শ্লোকের দুই অংশ লইয়া একটী শ্লোক-রচনায় কবিরাজ-গোস্বামীর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে কোনও অন্তরায় উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা নাই। কারণ, বিষ্ণুর সহস্রনামে, ভগবানের

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম্ম—নামসঙ্কীর্ত্তন সার ॥ ৪০

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)—
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি ॥ কৃষ্ণতাং ব্যবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীল-মণিবদুজ্জ্বলম্। যদ্বা, ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি। অঙ্গানি হৃদয়াদীনি উপাঙ্গানি কৌস্তুভাদীনি অস্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি পার্ষদাঃ সুনন্দাদয়ঃ তৎসহিতম্। যজ্ঞৈরর্চ্চনৈঃ সঙ্কীর্ত্তনং নামোচ্চারণং স্তুতিশ্চ তৎপ্রধানৈঃ। সুমেধসো বিবেকিনঃ ॥ স্বামী ॥

শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তর-কলিযুগাবতারং পূর্ব্ববদাহ কৃষ্ণেতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণঃ গৌরস্তং সুমেধসঃ যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োঽস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইত্যত্র পারিশেষ্য-প্রমাণলব্ধম্। ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যুক্তেঃ শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতম্। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্ যুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্ দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষঃ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি। কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র। যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে সমাহৃতা ইত্যাদি পদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেতেত্যত্র টীকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ। শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণয়তি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন গুণানুরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম উল্লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে যে আটটী নাম শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেই আটটীই এস্থলে সঙ্কলিত হইয়াছে। "সুবর্ণবর্ণ"-ইত্যাদি অংশ মহাভারতে পরবর্ত্তী শ্লোকে উল্লিখিত হইলেও ঐ নামগুলি মহাপ্রভুর আদিলীলা সম্বন্ধীয় হওয়ায় কবিরাজ-গোস্বামীর শ্লোকে প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে।

যাহাহউক, মহাভারতের বিষ্ণুসহস্র-নাম-স্তোত্রের উক্ত আটটী নাম কেবল শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হয়; অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই যে উক্ত নামগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মহাভারতেও শ্রীচৈতন্যের অবতারের কথা লিখিত হইয়াছে। আরও, মহাভারতে শ্রীচৈতন্যের আটটী নাম দেখিতে পাওয়ায় এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে শ্রীচৈতন্যের অবতার না থাকায়, কলিযুগেই যে তাঁহার অবতারের সময়, তাহাও প্রমাণিত হইল।

৪০। কলিযুগেই যে শ্রীচৈতন্যের অবতার, মহাভারতের শ্লোকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, যুক্তি দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে হয়; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কলিযুগে পীতকান্তি শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন এবং সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে একথা স্পষ্টই লিখিত আছে, ইহাই এই পয়ারের মর্ম্ম।

ব্যক্ত করি—স্পষ্ট করিয়া। **নাম-সঙ্কীর্ত্তন সার**—নাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের সার ধর্ম্ম। বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করাকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। "সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্। ক্রমসন্দর্ভঃ।১১।৫।৩২॥" এস্থলে তদ্গান-শব্দে শ্রীগৌরকীর্ত্তন বুঝিতে হইবে। বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরকীর্ত্তন করিয়া তৎপর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিলেই ঐ কীর্ত্তনকে সঙ্কীর্ত্তন বলা হয়।

প্রমাণস্বরূপে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৯-১০। অন্বয়। হে উর্ব্বীশ (হে পৃথিবীপতে)! দ্বাপরে (দ্বাপর যুগে) জগদীশ্বরং (জগদীশ্বরকে) [লোকাঃ] (লোক সকল) ইতি (এইরূপে—নমস্তে বাসুদেবায় ইত্যাদিরূপে) স্তবন্তি (স্তবপূজা করে)। কলৌ

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তাদৃশস্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্। অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। কিম্বা সর্ব্বলোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণম্। তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাব-বিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্। অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি। সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তাস্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বরেন্দ্রবঙ্গোৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। যদ্বা অত্যন্ত-প্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবচরণ-প্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যাকৃত্য। তদেবম্ভূতং কৈ র্যজন্তি। যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিপ্রেত্য ব্যনক্তি। সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এব অত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ইতি॥ ক্রমসন্দর্ভঃ॥ ৯-১০॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(কলিযুগে) অপি (ও) নানাতন্ত্রবিধানেন (নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে) যথা (যদ্রূপ) [স্তুবন্তি] (স্তবপূজা করে), শৃণু (শ্রবণ কর)। সুমেধসঃ (সুবুদ্ধি লোকগণ) ত্বিষা (কান্তিতে) অকৃষ্ণং (অকৃষ্ণ—পীত বা গৌর) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (অঙ্গ-উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত বর্ত্তমান) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণবর্ণ) [ভগবন্তং] (ভগবান্‌কে) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান) যজ্ঞৈঃ (পূজোপকরণ দ্বারা) যজন্তি (পূজা করেন) হি (নিশ্চিত)।

অনুবাদ। হে রাজন্! (বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের) দ্বাপরে এই (নমস্তে বাসুদেবায় ইত্যাদি) রূপে জগদীশ্বরকে লোক সকল স্তুতি করেন; নানাবিধ তন্ত্রের বিধান-অনুসারে (বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের) কলিযুগেও যেরূপে (স্তুতি-পূজা) করিয়া থাকেন, (তাহা বলিতেছি) শ্রবণ করুন। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান পূজোপকরণ দ্বারা, অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র (অথবা অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্র) এবং পার্ষদগণের সহিত বর্ত্তমান গৌরকান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ (ভগবানের) অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৯-১০।

কোন্ যুগে কি বর্ণে শ্রীভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার কি নাম, কিরূপ বর্ণ এবং কোন্ বিধি-অনুসারেই বা তাঁহার পূজাদি হয়—ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণন-উপলক্ষে নবযোগেন্দ্রের একতম শ্রীকরভাজন বলিলেন,—বৈবস্বত-মন্বন্তরের অন্তর্গত দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে বেদতন্ত্রাদির বিধি-অনুসারে মহারাজোপচারে লোকসমূহ পূজা করিয়া থাকে (শ্রীভা, ১১।৫।২৮); আর "নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥" এই সকল বাক্যে লোকসমূহ তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন (শ্রীভা, ১১।৫।২৯-৩০।) (শ্লোকস্থ **ইতি**—শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে।) **উর্ব্বীশ**—উর্ব্বী (পৃথিবী) +ঈশ (ঈশ্বর); পৃথিবী-পতি। এস্থলে নিমি-মহারাজকে সম্বোধন করিয়াই উর্ব্বীশ বলা হইয়াছে। নিমি-মহারাজই নবযোগেন্দ্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীকরভাজন-ঋষি উক্ত শ্লোকগুলি বলিয়াছিলেন। যাহাহউক, দ্বাপরের কথা বলিয়া শ্রীকরভাজন বলিলেন, বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিতেও শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন এবং নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে লোকসমূহ তাঁহারও পূজা করিবে। (কলিযুগে যে তন্ত্রমার্গেরই প্রাধান্য, তাহাই এই বাক্যে সূচিত হইল।